



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2023

“মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ সকলের স্মৃতি ভুলে, বাবা কে, কেমন তিনি, তাঁকে যথার্থ রূপে জেনে নিজেকে বিন্দু নিশ্চয় করে বিন্দু রূপে বাবাকে স্মরণ করো”

*প্রশ্নঃ - কোন জ্ঞান এই সময় বাবার কাছ থেকেই তোমরা প্রাপ্ত করো আর অন্য কেউ দিতে পারে না?

*উত্তরঃ - তোমরা স্ত্রী-পুরুষ একসাথে থেকে গৃহস্থ ব্যবহারের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে করতে পবিত্র থাকো। এই জ্ঞান এখন এই সময়ে শিববাবা তোমাদেরকে প্রদান করেন অন্য কেউ এই জ্ঞান দিতে পারে না। তোমাদের তো ৫ বিকারের দান করতে হবে কিন্তু মুখ্য হল কাম বিকার, যার উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণ এবং শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললেই এই শক্তি সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়।

*গীতঃ- দুঃখীদের উপরে দয়া করো...

ওম শান্তি । সেই বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কে সেই বাবা? এই কথাটি বাচ্চারা জানে, যাদের সম্মুখে বাবা বসে আছেন। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির যোগ অসীম জগতের পিতার সঙ্গে যুক্ত আছে। বুদ্ধির যোগ দেহের জগতের পিতার সঙ্গে এখন ছিন্ন করতে হবে। সারা দুনিয়ায় যে সকল আত্মীয় পরিজন আছে, এমনকি এই দেহকে, দুনিয়াকে সবাইকে ভুলতে হবে। শিববাবার এই ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে কখনও ভোলেন না। শিববাবা তো বলেন ভক্তি মার্গেও ভক্তদের অর্থাৎ তোমাদের রক্ষা করে এসেছি। কিন্তু ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা, তোমাদেরকে ভুলতেই হবে। ভুলিয়ে দেয় মায়া। আমরা হলাম আত্মা - এই কথাটিও রাবণ ভুলিয়ে দেয়। দেহ-অভিমানী বানিয়ে দেয়। এ হল বাচ্চারা তোমাদের পাট। এমন নয় যে তোমরা সেখানে শুধু বাবাকে ভুলে যাও; কে তিনি, তিনি যেমন সেই বাবার স্মরণ এবং সুখ প্রদানকারী জ্ঞানকে ভুলে যাও।

এখন তোমরা জানো বাবা কল্পে-কল্পে আসেন। বাবা কেমন - এও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। মানুষ তো শিবলিপ্সের বিশাল চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। অন্য সবার চিত্র তো ঠিক আছে। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের চিত্রও ঠিক আছে, মন্দিরে পূজা অর্চনা হয়। কিন্তু পরম পিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল যা সত্য আছে, সব ভুলে যায়। চিত্রও ভুলে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে আত্মার রূপ হল বিন্দু। স্টার সম বিন্দু। ক্রু যুগলের মধ্যখানে স্থিত। বাচ্চারা জানে - আমরা হলাম আত্মা। শরীরের ক্রু যুগলের মাঝখানে আমি আত্মার নিবাস। এই কথা তো সবাই মানবে। অতি সূক্ষ্ম বিন্দু সম। এই কথাও জানো পরমপিতা পরমাত্মাও এমন বিন্দু স্বরূপ-ই হবেন। উনি নিজে এসে বোঝান আমিও বিন্দু, কিন্তু মানুষ বিশাল রূপ জ্যোতির্লিঙ্গম বানিয়ে দিয়েছে। যেমন বুদ্ধেরও বিশাল লম্বা চওড়া রূপ বানিয়েছে। পাণ্ডবদের শরীরও ভক্তি মার্গে লম্বা (হাইটেড) বানানো হয়। ভক্তি মার্গে লম্বা (উচ্চতা বিশিষ্ট) চিত্র হয়। জ্ঞান মার্গে সূক্ষ্ম থাকে। পরমাত্মা বলেন আমি বিন্দু। কোথাও কোথাও বিশাল লিঙ্গ রূপও রাখা হয়। নাহলে বিন্দুর পূজা হবে কীভাবে। পূজা তো নিশ্চয়ই বিশাল রূপেরই হবে তাইনা। তোমাদেরকে এখন বিন্দু রূপের কথা বোঝানো হয়েছে। এই কথা গুলি মানুষ তো বুঝবে না। বাচ্চারা, তোমাদেরও এই বোধ প্রথমে ছিল না। এখন যখন পরিপক্ব অবস্থা হয়েছে তো বুঝেছো এ' তো হল যথার্থ কথা। যদি শুরু থেকে বাবাও বোঝাতেন তো আমরাও বুঝতে পারতাম না কারণ বিন্দু কোনো বস্তু তো নয়। আমরা বিশ্বাস করতাম না। প্রচলিত পরম্পরা ধরে শিবলিঙ্গ বলা হয়, এ' তাহলে কি ? তাই শিববাবা বোঝান যে সে কথাও রং বা ভুল। আমি যে তোমাদের বাবা, আমি বিন্দু। তোমাদেরও হলো বিন্দু রূপ। কিন্তু পূজা ইত্যাদির জন্য বিশাল শিবলিঙ্গ বানিয়েছে। আত্মাদের রূপও শালগ্রাম বানানো হয় কিন্তু অমন তো হয় না। আত্মা এত বড় রূপের তো হতে পারে না। আত্মাকে তো চোখে দেখাও খুব মুশকিল। এইসব গুহ্য বুঝবার মতো কথা। আত্মাও হল বিন্দু স্বরূপ। এত সূক্ষ্ম আত্মায় ৮৪ জন্মের পাট ভরা আছে। এক সেকেন্ডের মিল নেই অন্য সেকেন্ডের সাথে। ৮৪ জন্মের পাট সম্পূর্ণ ভরা আছে এক একটি সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে। এই হল অনেক বড় প্রাকৃতিক নিয়মের কথা। সম্পূর্ণ পাট বিন্দুতে ভরা আছে। ওই নাটকের পাট ধারীদের বুদ্ধিতেও সম্পূর্ণ পাট থাকে তাইনা। ওই হল ছোট পাট, এই ৮৪ জন্মের পাটও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং পরে সেসব বোঝানোর জন্য বিশেষ যুক্তি থাকা চাই। এমন সূক্ষ্ম বিন্দু, অতি সূক্ষ্ম, কতখানি শক্তিশালী। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তোমরা আত্মারা তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।। মায়ার উপরে জয় লাভ করে অটল, অখন্ড, সুখ-শান্তিময় রাজত্ব করো। এইসব কথা বুঝতে হবে।

এ'হল পড়াশোনা। খুব সহজও। এ'সব বাবাই বোঝাতে পারেন, কোনো মানুষ বোঝাতে পারে না। অবশ্যই এত সূক্ষ্ম জিনিস কিন্তু নাম রেখেছে বিশাল - জ্ঞানের সাগর। তোমরা বলো উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, চৈতন্য, সত্য, অবিনাশী। মুখে বলে থাকো কিন্তু বুদ্ধিতে আসে না - উনি কে? গুণগান তো অনেক করে থাকো। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে আছো। পরিচয় প্রাপ্ত করেছো। আত্মারা তো সম্মুখেই আছে। সব আত্মারা হল ব্রাদার্স। কতখানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু চিন্তন করো। মূলবতনের আমরা যে চিত্র বানাই তাতে বিন্দু রূপই দেখানো হয়। যেমন স্টার্স আকাশ তেজে উপরে রয়েছে, তেমনই মহাত্মেও আমরা এমন স্টার্স রূপে নিজের নিজের সেকশনে দাঁড়িয়ে থাকবো। বৃষ্টি ছোট ছোট স্টার্স দিয়ে তৈরি। সেখান থেকে আত্মারা আসে, শরীর ধারণ করে - পার্ট প্লে করার জন্য। কীভাবে নশ্বর অনুসারে আত্মারা আসে - এই বিষয়ে বুদ্ধি চলায়মান হওয়া উচিত। প্রত্যেক ধর্মের সেকশন আলাদা থাকবে। শিববাবা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। ব্যানিয়ান ট্রি (শিবপুরের বট বৃক্ষের) দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। হিন্দি ভাষা সর্বত্র চলে, তো বাচ্চাদেরকে হিন্দি ভাষায় বোঝাতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মাও হিন্দি ভাষাতেই বোঝান। আজকাল যেখানে-সেখানে এর প্রচার করা হয়। এক ভাষা হওয়া তো অসম্ভব। অনেকে ভাবে পরমপিতা পরমাত্মা তো সব ভাষা জানবেন। কিন্তু এমন হওয়া সম্ভব নয়। অসংখ্য, অনেকনেক ভাষা রয়েছে। সেসব তো শিখতে হয় তবে। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো কিছু শিখতে হয় না। উনি কল্প পূর্বে যে ভাষাতে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, সেই ভাষাতেই বোঝান। ভাষা তো সবাইকেই পড়তে হয়। বাবাকে কি পড়তে হয়? তোমরা দেখো শুরু থেকে হিন্দি ভাষা চলে। সবাই হিন্দি শিখতে থাকে। ভারতে হিন্দি ভাষা প্রচলিত। বাবাও হিন্দিতে বোঝান তারপরে প্রত্যেককে নিজের নিজের ভাষায় ট্রান্সলেশন করে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। বাবা এবং বাবার রচনার পরিচয় সবাইকে বোঝাতে হবে। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। এই কথাটি সবাই জানবে যে অবশ্যই বাবা এসে গেছেন। বাবা বলেন আমি ভারতেই আসি। ভারত আমার বার্থ প্লেস। শিবের মন্দির, দেবী-দেবতাদের মন্দির এখানেই আছে। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ভারতেই থাকে। বাবাও আসেন ভারতে। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা এখানেই করেন। তাই অবশ্যই মন্দিরও এখানেই চাই। অন্যদের এত মন্দির থাকবে না। এখানে তো অনেক মন্দির আছে। ঘরে-ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, রাধে-কৃষ্ণের চিত্র, রাম-সীতার চিত্র রাখে কারণ তারা সবাই ভারতে এসে ঘুরে গেছে। কিন্তু তারা রাজ্য পদ কীভাবে প্রাপ্ত করে - সেই কথাটি ভুলে গেছে। চৈতন্য রূপে রাজত্ব করে গেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বৈকুণ্ঠের মহারাজা-মহারানী। তাদের রাজত্ব কত সময়ের ছিল? সে কথাও জানে। মুখে বলেও থাকে যে, খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সুতরাং খ্রীষ্টের ২ হাজার বছর হয়েছে তাইনা। তো যারা এইরকম বলে তাদেরকে এই বিষয়েই বোঝানো উচিত। বলে খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল অর্থাৎ স্বর্গ ছিল। এমন নয় যে যীশুখ্রীষ্টও সেই স্বর্গে ছিল। জিজ্ঞাসা করবে খ্রীষ্টানরা তখন তাহলে কোথায় ছিল? অর্থাৎ তাদের আত্মারা কোথায় ছিল? ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি আত্মারা সবাই কোথায় ছিল? এইসব কথা বোঝানো খুব সহজ। তারা সবাই নির্বাণধাম বা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিল। নিরাকারী দুনিয়াও আছে, দুনিয়ায় অবশ্যই অনেক নিবাসী। সব আত্মাদের নিবাস স্থান হল মহাত্ম রূপী নিরাকারী দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এই সময় সব দেবী-দেবতাদের আত্মারা হাজির রয়েছে, তখন শিববাবা আসেন, পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা বুঝতে হবে, যে ধর্ম আসে প্রথমে মাপে খুব ছোট থাকে। ছোট ছোট শাখা প্রশাখা বেরিয়ে যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তোমাদের ফাউন্ডেশনও সম্পূর্ণ হয়।

বীজ এবং বৃক্ষের রহস্য বোঝানো তো খুব সহজ। মনুষ্য সৃষ্টির বৃষ্টি হল অনেক ধর্মের। তারা এ'কথা বোঝে যে, যখন এই এই ধর্ম ছিল তো এই এই ধর্ম ছিল না। এখন ছোট-ছোট ধর্ম বেরিয়েছে। এর আগে তো ছিল না, তাইনা। ছোট-ছোট শাখাও তো এখন বেরিয়েছে। এই কথা তোমরা বাচ্চারা জানো, অন্য কেউ জানে না। আত্মা এবং পরমাত্মার বিন্দু রূপকে জানেনা। বাচ্চারা, এখন বাবা এসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা বলো বাবা আমরা আপনার সন্তান। কল্প পূর্বেও আপনার সাথে দেখা হয়েছিল। আপনার সন্তান ছিলাম। সন্তান হয়েছি, বাবার সম্পত্তি প্রাপ্ত করতে। বাবা বলেন তোমরা হলে আমার অর্থাৎ তোমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছি, মুখবংশী হয়েছি। তোমরা সবাই হলে অ্যাডপ্টেড। বাবাও ব্রহ্মা মুখের দ্বারা বলেন - তোমরা আত্মারা হলে আমার (সন্তান)। তোমরা আত্মারাও বলো বাবা, আপনি যে ব্রহ্মার দেহে এসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা হলো আপনার। বাবা বললেই বর্সার সুগন্ধ আসা উচিত। সন্তানরাই তা বলতে পারে। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের শিষ্য হয়, তারা পিতা-সন্তান হয় না। বর্সা (সম্পত্তির অধিকার) পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। তারা তো বলবে আমরা গুরুর শরণে আছি। গুরুর কাছে তো সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হবে না। গুরু তো সম্পত্তি ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করেন। ওনারা সম্পত্তি দিতে পারেন না। তারা হলেন নিবৃত্তি মার্গের। শিববাবা তো সম্পত্তি দেন, তাদের কাছে কিছু প্রাপ্তি নেই। জঙ্গলে চলে গেলে তো সন্ন্যাসী বলা হবে। তোমরাও হলে সন্ন্যাসী। তারা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী অর্থাৎ ৫ বিকারের ত্যাগ করে যে। সুতরাং সেই ত্যাগ তো তোমরা করে থাকো এবং পরে পবিত্র দুনিয়ায় চলে

যাও। তারা ত্যাগ করে কিন্তু পবিত্র দুনিয়ায় যায় না, পতিত দুনিয়ায় থেকে যায়।

তো শিববাবা বোঝান আত্মা অতি সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম বস্তুর কত শক্তি, আত্মা হল অবিনাশীও। সেই বাবা এই দেহের দ্বারা বোঝাচ্ছেন, তোমাদের আত্মা বুঝতে পারছে। শিববাবা বলেন আমি তখন আসি যখন কলিযুগের অন্ত হয়। তমোপ্রধান পতিত হয়ে যায়। আমাকে স্মরণও তখন করবে যখন সঙ্গম হবে তখনই আমি আসবো, তখনই বিনাশের চিহ্নও দেখতে পারেন যাবে। তোমরা অবশ্যই তা দেখতে পাবে। এখন তোমরা বোধ প্রাপ্ত করো, সেসব অন্যদেরও দিতে হবে। অবশ্যই এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। যাদব, কৌরব, পান্ডবরাও আছে। মহাভারতের যুদ্ধও আছে। অবশ্যই তারা রাজযোগ শিখতো সেই সময়। পাণ্ডবরা বিজয় প্রাপ্ত করে, যাদব-কৌরবের বিনাশ হয়। স্বর্গে তো একটিই ধর্ম থাকে। অনেক ধর্মের বিনাশ ঘটে। এই কথা শিববাবা বসে বোঝান। বাচ্চারা জানে শিববাবার এই রাজযোগের শিক্ষার দ্বারা আমরা যথার্থই সেই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করি। তোমরা পুরুষার্থ করো যে, আমরা তো নর থেকে নারায়ণ-ই হবো। বাবার ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) অবশ্যই হবো, সিংহাসনাসিন হবো। তারপরে যে যতখানি পুরুষার্থ করবে ততই পদ প্রাপ্ত করবে। পুরুষার্থীরা আড়ালে থাকে না, তারা নেশায় মগ্ন থাকে। সর্ব প্রথমে প্রতিজ্ঞা করে। বাবার জন্মের পরে হয় রাখীবন্ধন উৎসব (রক্ষা বন্ধন)। বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু। দান তো পাঁচ বিকারের দিতেই হবে কিন্তু সর্ব প্রথম মুখ্য হলো কাম, এর থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে। যদি স্ত্রী সাথেও থাকে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকা পরিশ্রমের কাজ। সর্ব শক্তিমান বাবাকে স্মরণ করলে এবং তাঁর শ্রীমং অনুসরণ করলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবার ফরমান (আদেশ) হলো - একসাথে থেকে, একত্রে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। পূর্বে তো স্ত্রী পুরুষ একত্রে বাস করলে আগুন লেগে যেত। শিববাবা বলেন একত্রে থাকো কিন্তু আগুন যেন না লাগে। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তর থেকে বাবাকে স্মরণ করে সম্পত্তির খুশীতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

২) চিন্তন করতে হবে - "আত্মা কত সূক্ষ্ম এবং তাতে কতখানি অবিনাশী পাট ভরা আছে", বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- স্ব ইচ্ছা এবং দূঢ় সংকল্পের দ্বারা এক দিয়ে পদ্ম গুণ প্রাপ্তকারী চতুরসূজান (শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিধারী/জ্ঞানী) ভব চতুর সূজান বাচ্চারা মাটি ভরা শুকনো চাল দিয়ে এক এর পরিবর্তে পদ্ম গুণ ভাগ্য বানিয়ে নেয়। শুধু চাল দেয় আর রিটার্নে সর্ব শক্তি, সর্ব খাজানা, ৩৬ প্রকারেরও বেশি ভ্যারাইটি প্রাপ্ত করে। কিন্তু অনেক বাচ্চারা সেসব দেওয়ার সময়েও সুদামার মতন কোচরে লুকিয়ে রাখে। বাবা টান দিয়ে নিয়ে নিতে পারেন কিন্তু সেভাবে নিলে তার রিটার্ন তো অতখানি প্রাপ্ত হবে না, তাই স্ব ইচ্ছা এবং দূঢ় সংকল্পের দ্বারা এক দিয়ে পদ্ম গুণ নেওয়া - এটাই হলো চতুর হওয়া। এই রূপ দেওয়াতেই কল্যাণ আছে।

স্নোগানঃ:- সাক্ষী হয়ে ডিট্যাচ থেকে সব খেলাকে যে দেখতে থাকে, সে-ই হলো সাক্ষী-দ্রষ্টা।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের আত্মারূপী জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়েছে, জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকা অর্থাৎ বৃহস্পতির দশা বসা, বৃহস্পতির দশা বসলে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে”

*প্রশ্ন:- সত্যযুগে প্রত্যেক বাড়ির বিশেষত্ব কি থাকবে, কলিযুগে প্রত্যেক বাড়ি কি হয়ে গেছে?

*উত্তর:- সত্যযুগে প্রত্যেক বাড়িতে খুশী থাকবে, সকলের আত্মারূপী জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকবে। কলিযুগে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে দুঃখ, চিন্তা আছে। প্রত্যেক ঘরে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। আত্মার জ্যোতি নিভু নিভু। বাবা এসেছেন নিজের জ্যোতি থেকে সকলের জ্যোতি প্রজ্বলিত করতে, যার ফলে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে দীপাবলী হবে।

*গীত:- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মায়ের মহিমা শুনেছে। এমনতেও বাস্তুবে মহিমা তো এক এরই হয়। মাকেও জগদম্বা বানিয়েছেন কেউ, জন্ম দিয়েছেন তাঁকে নিশ্চয়ই কেউ। এইরকম মাকে কে জন্ম দিয়েছেন? বলবে - পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা দিয়েছেন। তাই মহিমাও এক জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই হয়। তিনি বসে বাচ্চাদেরকে নিজের সম্বন্ধে এবং নিজের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের আর পতিতদেরকে পাবন বানানোর রহস্য বোঝাচ্ছেন। এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এই সময় পতিত রাজ্য চলছে, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয়। এবার দশহরা আসছে তাই না। এটা তো বোঝানো হয়েছে যে - এই সব হল অন্ধশ্রদ্ধার উৎসব। এমন তো কেউ নেই যে এক রাবণ ছিল, লক্ষা ছিল। লক্ষা শ্রীলক্ষাকে বলা হয়। দেখানো হয়েছে যে সেখানে সাগরের উপরে বাঁদরেরা সেতু বানিয়েছে। বাস্তুবে এইসব হল গল্প কথা। এমন তো হতে পারে না যে দশটা মাথা বিশিষ্ট কোনও রাবণ ছিল, লক্ষাতে রাজ্য করতো। তাহলে তার কুশপুতলিকা কেবলমাত্র লক্ষাতেই জ্বালানো উচিত। রাবণকে জ্বালানোর রেওয়াজ কেবলমাত্র ভারতেই আছে, আর অন্য কোনও জায়গায় রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালানো হয় না। সংবাদপত্রেও এখানকার জন্যই লেখা হয়। সবথেকে বেশী উৎসব মহীশূরের মহারাজা পালন করতেন। মনে হয় এই গল্প তার খুবই প্রিয় ছিল। এখন এর উপরে বোঝানো - বাচ্চারা এটা তোমাদেরই কাজ। কুশপুতলিকা তো শত্রুদের বানিয়ে জ্বালানো হয়। যেরকম আগে হিটলারের কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাতো। শত্রু তো অনেকের হয়। এখন রাবণ কার শত্রু ছিল? ভারতবাসীদের শত্রু ছিল। কিন্তু শত্রুকেও একবারই জ্বালানো হয়। এমন তো কোথাও করে না যে প্রত্যেক বছর শত্রুর কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালায়। শত্রুর কুশপুতলিকা তো বানায় কিন্তু প্রতিবছর পোড়ায় না। এই রাবণ কে ছিল, ভারতে যার বহু সময় ধরে ১০ মাথা বিশিষ্ট কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে? এই শত্রু কবে থেকে হয়েছে, যে মরেই না? অবশেষে সমাপ্ত হবে নাকি সর্বদাই থেকে যাবে? বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ভারত পবিত্র ছিল, পুনরায় ভারতকেই রাবণ অপবিত্র বানিয়ে দেয়। এখন হল রাবণ রাজ্য। যদি লক্ষার রাজা থাকে তবে রাণীও থাকবে! তোমরা তো এই কথা মানবে না। রাবণ এখনও পর্যন্ত জীবিত আছে না নেই, কিছুই বোঝে না। জীবিত আছে তাই তো তার কুশপুতলিকা বানিয়ে পোড়াতে থাকে। একবার পোড়ানো হল, তারপর কি হল? প্রত্যেক বছর জ্বালাতে থাকে তাই বাচ্চারা তোমাদেরকে বুঝতে হবে। কমিটির মধ্যে যিনি প্রধান হন, যেরকম মহীশূরের মহারাজা ছিলেন, তিনি এসব খুব মানতেন। ফরেনারদেরকে (বিদেশীদেরকেও) দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ করতেন। তারা মনে করতেন, হয়ত এইরকম কখনও হয়েছিল। কিন্তু এইরকম তো কখনও হয় নি। নাটক বানিয়ে দেয়। রাবণেরও নাটক বানায়। তো এই রাবণের বিষয়ের উপরে বোঝাতে হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন তোমরা রাবণ রাজ্যে বসে আছো। পতিত দুনিয়াকেই রাবণ রাজ্য বলা হয়। এখন রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের রহস্য তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে। রাবণ পাঁচ বিকারকে বলা হয়, এছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি নয়।

তোমরা বুঝে গেছে যে এখন ভারতে রাবণের রাজ্য চলছে। ভারতেই দশহরা, দীপাবলী ইত্যাদি পালিত হয়। তাই বোঝাতে হবে। যদি রাবণ এখনও জীবিত থাকে, তাহলে এটা রাবণ রাজ্যই তো হল তাই না। রাবণ সবাইকে পতিত বানায়। তোমরা জানো যে পাঁচ বিকার, যেগুলি এখন সর্বব্যাপী, এই পাঁচ বিকারকেই রাবণ বলা হয়। রাবণের চিত্র তো আগে দশহরার সময় বের হতো, এতে তিথি তারিখও দিতে হবে। এই সময় পতিতের বিনাশ আর পবিত্রতার স্থাপনা হয়। তোমরা পতিত থেকে পাবন হচ্ছে। পবিত্র হয়ে গেলে, তারপর রাবণ সম্প্রদায়ে আগুন লাগবে। রাবণ শেষ হয়ে যাবে, পুনরায় সত্যযুগে তার কুশপুতলিকা আর বানাতে হবে না। সবাই পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মার মধ্যে যখন সতোপ্রধানতার

শক্তি ছিল, তখন আত্মা রূপী জ্যোতি প্রজ্বলিত ছিল। পতিত হওয়ার কারণে সেই জ্যোতি নিভু নিভু হয়েছে। আত্মাই পতিত হয়েছে, হালকা হয়ে উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। পাঁচ বিকারের কারণেই আত্মা আয়রন এজেড হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে। আত্মাকে পুনরায় প্রজ্বলিত করেন এক বাবা। এটা তো সবাই বলে যে জ্যোতি স্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা আসবেন। এখন জ্যোতি স্বরূপ তো আত্মাও, পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন জ্যোতি স্বরূপ। তোমাদের আত্মার জ্যোতি নিভু নিভু হয়েছে। এখন একদম টিম-টিম করে প্রজ্বলিত আছে। মানুষ মারা গেলে তো রাতদিন তার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। প্রদীপটিকে খুব সাবধানে রাখে। ঘৃত শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ঘৃত দেয়। আত্মার ক্ষেত্রেও একইরকম। বাবা এসে জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্যোতি প্রজ্বলিত করেন। প্রজ্বলিত জ্যোতি কতটা সময় ধরে প্রজ্বলিত থাকে? তারা তো রাতে জ্বালায় তারপর তাতে ঘৃত দিতে থাকে। তোমাদের জ্যোতি এখন প্রজ্বলিত হচ্ছে। হতে-হতে ঠিকই সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। জ্যোতি নিভু নিভু হতে পাঁচ হাজার বছর লেগে যায়, তারপর বাবা এসে পুনরায় ঘৃত প্রদান করেন। এখন তোমাদের জ্যোতি প্রজ্বলিত হচ্ছে, পুনরায় ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকবে। জ্যোতি নিভু নিভু হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের জ্যোতি প্রজ্বলিত হচ্ছে, পুনরায় সত্যযুগে প্রতি ঘরে ঘরেই আলোর প্রকাশ থাকবে। ভারতেরই কথা। এখন তো প্রতি ঘরে-ঘরে অন্ধকার। খুশী নেই। তোমরা জানো যে সত্যযুগে ত্রেতাতে আমরা অনেক খুশীতে ছিলাম আর খুশী উদযাপন করতাম। সকলের জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকে, তারপর ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। এইসময় তো একদমই নিভু নিভু হয়ে গেছে। খাদ পড়ে গেছে। বাবা এসে পুনরায় জ্ঞানের ঘৃত প্রদান করেন। যার দ্বারা তোমরা পুনরায় প্রজ্বলিত জ্যোতি হয়ে যাও। তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মুক্ত হয়।

তোমরা জানো যে এখন আমাদের সমগ্র শরীর শেষ হয়ে গেছে, রাহুর গ্রহণ লেগেছে। তোমাদের কালো হতে কতো সময় লাগে? শুরু থেকে একটু একটু করে মায়ার প্রবেশ হতে থাকে, তারপর অনেক কালো হয়ে যাও। এখন তোমাদের উপর রাহুর দশা চলছে। সবথেকে কড়া হল রাহুর দশা। এখন তোমাদের বৃহস্পতির দশা বসছে, কেননা এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য বৃহস্পতি গুরুর দ্বারা পুরুষার্থ করছো। তিনি হলেন অবিনাশী গুরু। কার? অবিনাশী আত্মাদের। কোনও মানুষ, আত্মাদের গুরু হতে পারে না। তারা মানুষের গুরু হয়। এখন বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের গুরু হয়েছেন। বৃহস্পতি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা আছে। স্বর্গের মালিক হব। সেখানে অবিনাশী সুখ থাকে, কিন্তু তার জন্য এখন পুরুষার্থ করতে হবে যে আমরাই সুখধামের মহারাজা-মহারানী হব। পুরুষার্থ তো প্রত্যেকেরই নিজস্ব চলতে থাকে। এটা হল রুদ্র শিবের পাঠশালা। তিনি হলেন জ্ঞান সাগর। তোমরা তাঁর পাঠশালাতে পড়ছো। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। আমি হলাম অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী বাবা। এক হলো শারীরিক বাবা আর এক হলো আত্মিক বাবা। দু'জনের কন্ট্রাস্ট (পার্থক্যও) বোঝাতে হবে। আত্মিক বাবা কখন আসেন, যাঁকে ভক্তিমার্গে সকল আত্মারা স্মরণ করত। শারীরিক বাবা তো হলেন বিনাশী। আত্মা তো বিনাশী হয় না। তোমরা জানো যে, আমাদের লৌকিক বাবা প্রতি জন্মে পরিবর্তন হতে থাকে। বাবা ছাড়া বাচ্চার জন্ম হতে পারে না। বাচ্চারা তোমরা এখন সুবুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছে। তোমরা বুঝতে পারো যে কবে থেকে আমাদের দুটি বাবা থাকেন। সত্যযুগে তো একটাই লৌকিক বাবা হবেন, তাকেই স্মরণ করবো। আত্মাদেরকে সেই আত্মিক পিতাকে স্মরণ করার দরকারই পড়বে না। সত্যযুগে আত্মাদের তো একটাই লৌকিক বাবা থাকেন। সেখানে শরীরও গোড় বর্ণের প্রাপ্ত হয়, প্রালব্ধ ভোগ করি এইজন্য সেখানে বাবাকে স্মরণ করতে হয়না। তো তোমাদেরকে এসব কথা অন্যদের বোঝাতে হবে। ভক্তিমার্গে এক হল বিনাশী লৌকিক বাবা, সে তো অন্য জন্মে আলাদা প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা তো হলে অবিনাশী, অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করছো। বলেও থাকে পরমপিতা পরমধামে থাকেন। লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলা হয় না। এই দুই বাবার রহস্য বোঝানো খুবই জরুরী। রাবণের রহস্যও বোঝাতে হবে। এখন হল রাবণ রাজ্য অর্থাৎ পতিত রাজ্য এইজন্য পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে। ইনি হলেন অবিনাশী বাবা। দুই বাবা, অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। আত্মাদেরও বাবা আছেন এইজন্য পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকে। প্রত্যেক জন্মে লৌকিক বাবা অন্য অন্য প্রাপ্ত হয়, তথাপি সেই আত্মিক পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করে। তিনি কখনও পরিবর্তন হননা। বাবাও বলেন যে অবশ্যই তোমরা আমাকে স্মরণ করে ছিলে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। কতদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে স্মরণ করতে হবে, বাবা কবে এসে মিলিত হবেন? এটা এখন তোমরা জেনে গেছো। যখন ভক্তির অন্ত হয় তখন ভক্তির ফল প্রদান করতে বাবা আসেন। বাবা বুঝিয়েছেন - সকল ভক্তদের মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করি। তোমরা জানো যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকবে, তাকে ওয়াননেস (একতা) বলা হবে। বলা হয় সব ধর্ম মিলিত হয়ে এক হয়ে যাও। কিন্তু সকল ধর্ম তো এক হতে পারবে না। যখন এক রাজ্য হয়ে যাবে তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকবে। ভারতে অবশ্যই রামরাজ্য ছিল। এখন এটা হলো রাবণরাজ্য, এই জন্য রাবণকে পোড়াতে থাকে। তাই দুই বাবার রহস্য বোঝালে ঝট করে বুঝে যাবে। অবিনাশী বাবা তো অবশ্যই আসেন, বাবা-ই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। নতুন দুনিয়াতে অবশ্যই

দেবী-দেবতারাই ছিল পুনরায় সেই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয়। নতুন দুনিয়াতে কত জন্ম নেয়, পুরানো দুনিয়াতে কত জন্ম নেয় - এটা তোমরা জানো। এমনও নয় যে ৮৪ জন্মের অর্ধেক হওয়া উচিত অর্থাৎ ৪২ জন্ম পুরানো দুনিয়াতে, ৪২ জন্ম নতুন দুনিয়াতে। না। ভারতবাসীদের আয়ু আগে ১০০ বছর, ১২৫ বছর ছিল, এখন তো ৪০-৫০ বছরও কোনওরকমে চলে। তাই অর্ধেক-অর্ধেক হতে পারে না। ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই তাই না। বাবা বলছেন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আগে তোমরা জানতে না, আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি, ৮৪ জন্মের রহস্য পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। তোমরা বাবার থেকে শুনে খুশী হও আর নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে থাকো।

এখন এটা বাচ্চাদেরকে প্রমাণ করে বলতে হবে যে আমরা এখন অসীম জগতের পারলৌকিক বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিষি। সেই বাবা আসেনই তখন, যখন স্বর্গের স্থাপনা করেন। তাঁকে বলাই হয় হেভেনলি গড্ ফাদার। যখন নতুন ঘরের স্থাপনা হয়, তখন পুরানো ঘরকে ভেঙে ফেলা হয়। লেখাও আছে, প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ। স্থাপনার কার্য যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন বিনাশ হবে। স্থাপনা করেন পরমপিতা পরমাত্মা, এই ব্রহ্মার দ্বারা। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন সৃষ্টিবতনবাসীকে তো প্রজাপিতা বলা হবে না। সেখানে প্রজা থাকে না, তাই অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই থাকবেন। এই ব্রহ্মাই আবার অব্যক্ত সম্পূর্ণ হবেন। তিনি তো হলেন অব্যক্ত, অবশ্যই ব্যক্তও চাই, যাকে অব্যক্ত হতে হবে। দুজনকে এখনই দেখা যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেও আছেন, আবার সৃষ্টিবতনেও আছেন। প্রজাপিতাকে তো এখানে চাই, অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানেরা এখানেই থাকবে। প্রদর্শনীতে দুই বাবার রহস্য বোঝাতে হবে। নিয়ম তো হল প্রত্যেককে আলাদা করে বোঝানো। এখন সেখানে কাউকে কিভাবে বোঝাবে? বোঝানোর জন্য তো একান্ত হওয়া দরকার। সেখানে তো অনেক হাঙ্গামা হয়। এখানে তো তোমাদেরকে এক-দেড় ঘন্টা লেগে যায় বোঝাতে। সেখানে তো এত ভীড়ে বোঝানো বড়ই মুশকিল হয়ে যায়। অনেক প্রকারের ধর্মাত্মা আছে, কেউ কিছু বলে, আবার কেউ কিছু। চুপ করে তো বসে থাকবে না। তোমরা শোনাতে এক লৌকিক শারীরিক বাবা আছে, আর একটি হল পারলৌকিক আত্মিক বাবা। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি এখন ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। নরকের বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মহাভারী যুদ্ধ হবে তাইনা। অবশ্যই এই রাজযোগও আছে, রাজত্ব লাভের জন্য গীতা পাঠশালাও আছে। ভগবানুবাচ - সকলেরই দুটি করে বাবা আছে। শ্রীকৃষ্ণকে সকল আত্মাদের বাবা বলা যাবে না। আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন যে মামেকম্ স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের মধ্যে জ্ঞানের ঘৃত দিয়ে সদা প্রজ্বলিত জ্যোতি হতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে রাহুর গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) আত্মিক আর দৈহিক দুজন বাবা আছেন, এই পরিচয় প্রত্যেককে দিয়ে অসীম জগতের বর্সার অধিকারী বানাতে হবে।

বরদানঃ:- প্রবৃত্তিতে থেকে এক বাবার সাথে কন্সাইন্ড হয়ে দেহের সম্বন্ধগুলি থেকে নিবৃত্ত ভব
প্রবৃত্তিতে যদি পবিত্র প্রবৃত্তির ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে দেহের সম্বন্ধগুলির থেকে নিবৃত্ত থাকো।
আমি পুরুষ, এ স্ত্রী - এই বোধ স্বপ্নেও যেন না আসে। আত্মা হলো ভাই-ভাই, তাহলে স্ত্রী পুরুষ কোথা থেকে আসবে। যুগল তো হলে তুমি আর বাবা। এটা তো হলো নিমিত্ত মাত্র সেবা, বাকি সময় তুমি আর বাবা কন্সাইন্ড রূপে থাকবে। এইরকম মনে করলে তখন বলা হবে সাহসী বিজয়ী আত্মা।

স্লোগানঃ:- সদা সন্তুষ্ট আর সদা খুশীতে থাকা আত্মাই হলো সৌভাগ্যবান, তীর পুরুষার্থী হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পরমত, পরচিন্তন আর পরদর্শনের থেকে মুক্ত হও আর পর-উপকার করো"

আজ বাপদাদা তাঁর চতুর্দিকে যে বাচ্চারা রয়েছে, বিশেষ যারা, সেই সকল বিশেষ আত্মাদেরকে দেখছেন। ভারতের হোক কিম্বা বিদেশের যে কোনো কোণে, কিন্তু বাপদাদা সর্ব বিশেষ আত্মাদেরকে সমীপে দেখছেন। বাপদাদা নিজের বিশেষ বাচ্চাদেরকে দেখে আনন্দিত হন। যেমন বাচ্চারা তোমাদেরকে দেখে বাবার খুশী হয় তাই না! খুশী হয় তবেই তো ছুটে ছুটে এসেছো না? তো বাবারও খুশী হয় যে, আমার এক একটি বাচ্চা হলো বিশেষ আত্মা। বয়স্ক হোক, পড়াশোনা না জানা হোক, ছোট বাচ্চা হোক, যুবা হোক অথবা যারা প্রবৃত্তিতে রয়েছে, সমগ্র বিশ্বে তোমরা হলে বিশেষ। যত বড় বড়ই বিস্ময় দেখাতে পারা বৈজ্ঞানিক থাকুক না কেন, চন্দ্রমা পর্যন্তও তারা পৌঁছে যেতে সক্ষম হোক না কেন, কিন্তু বাবার বিশেষ বাচ্চাদের কাছে তারাও হলো অজ্ঞানতা সম্পন্ন। পাঁচটি তত্ত্বকেও তারা জেনে নিয়েছে, তার উপরে বিজয়ও প্রাপ্ত করে নিয়েছে, কিন্তু ছোট্ট একটু বিন্দু আত্মাকে তারা জানতে পারেনি। এখানে ছোট বাচ্চাদেরকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে - তুমি কে, তাহলে কি বলবে? 'আত্মা আমি' এটাই তো বলবে না? আত্মা কোথায় থাকে, সেটাও বলবে। আর বৈজ্ঞানিকদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, আত্মা কি? আত্মা-র জ্ঞানকে তারা এখনও জানতেই পারেনি। তো হিন্দুর দিক থেকে বলা, এই দুনিয়ার দিক থেকে বলা, তারা বিশেষ হতে পারে, কিন্তু যে নিজেকেই জানে না, তার থেকেও তো এখানকার পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চাও হলো বিশেষ। যজ্ঞের প্রথম দিকের তোমাদের একটা নেশা ধরানো গীত ছিল, মনে আছে কোন্ গীত ছিল সেটা? একটা গীত ছিল - যত বড়ই সেঠ, স্বামী হতে পারো তুমি, কিন্তু অলফ-কে তো জাননি...। তাহলে কতখানি বড় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তোমরা! নেতা হোক, অভিনেতা হোক, কিন্তু নিজেকে যদি না জানলো তবে কী জানলো? তো এতখানি বিশেষ আত্মা তোমরা। এখানকার পড়াশোনা না জানা বৃদ্ধা মাতা আর অন্যদিকে একজন খুব ভালো মহাত্মা, কিন্তু বৃদ্ধা মাতা নেশার সাথে বলবে যে, আমি পরমাত্মাকে পেয়ে গেছি। আর মহাত্মা বলবে - পরমাত্মাকে পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু এখানে ১০০ বছর বয়সের মানুষও নিশ্চয়বুদ্ধি। তো তিনি কি বলবেন? তোমরা খুঁজতে থাকো, আমি তো পেয়ে গেছি। তাহলে মহাত্মাও তোমাদের সামনে কি! প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে তারা নেশার সাথে বলবে যে, আমরা তো ডবল পালঙ্কে ঘুমাই, একসাথে থেকেও পবিত্র আমরা, কারণ আমাদের মাঝখানে রয়েছেন বাবা। আর মহাত্মা কি বলবে? বলবে - আগুন আর কর্পূর একসাথে থাকতে পারে না, এতো একেবারেই অসম্ভব। আর তোমাদের জন্য কেমন? প্রবৃত্তিতে যারা আছো তারা বলা - পবিত্র থাকা কঠিন নাকি সহজ? সহজ নাকি কখনো কখনো কঠিন হয়ে যায়? যে এই ব্যাপারে পাক্ষা, সে তো বড় সভা হোক বা যে স্থানই হোক না কেন গর্বের সাথে বলতে পারবে যে, পবিত্রতা তো হলো আমাদের স্বধর্ম। পরধর্ম নয়, স্বধর্ম। স্ব (নিজের) তো সহজ হয়ে থাকে, পর (বাইরের) কঠিন হয়ে থাকে। অপবিত্রতা হলো পরধর্ম কিন্তু পবিত্রতা হলো স্বধর্ম। তো নিজের এই রকম বিশেষত্বকে তোমরা জানো তো না? কেননা নতুন অনেকেই তো এসেছে না? কিন্তু সে যত নতুনই হোক না কেন পবিত্রতার পাঠ পাক্ষা আছে তো না? কোনো কোনো বাচ্চা এমনও করে থাকে - যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাবা মিলনে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তারা পাক্ষা থাকে, সবাই জানে যে তারা নিয়মে পাক্ষা। সুতরাং মধুবনে আসা পর্যন্ত তো সব ঠিক থাকে, তারপরে মধুবনে এলো, দেখলো, তারপর কেউ কেউ ফিরে গিয়ে আবার অমনোযোগী হয়ে যায়। কিন্তু ভেবে দেখো যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা কার কাছে করেছিলে? বাবার কাছেই করেছিলে না? বাবার ফরমান রয়েছে না? সুতরাং বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে তারপর যদি অমনোযোগী হয়ে যায়, তবে ক্ষতি কার হবে? ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে তো একজন চলে গেলে ১০ জন আসে। কিন্তু দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতি, সেই আত্মাদের হয়ে থাকে। নতুন নতুন যারাই প্রথম বার এসেছে, তারা বাবার ঘরে পৌঁছে তো গেছে - এটা তো ভাগ্যেরই ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু ভাগ্যের এই রেখাকে কখনোই কম ক'রো না। ভাগ্যকে অনেক বড় করবে।

দেখো, লৌকিকে যখন ছোট বাচ্চার জন্ম হয়, সকলে তখন কি বলে? চিরজীবী হোক, দীর্ঘজীবী হোক। তো বাপদাদাও বিশেষ আত্মাদের অবিনাশী বিশেষত্বকে দেখতে চান। অল্প সময়ের জন্য নয়। এক বছর চলবে, দুই বছর চলবে - এমন নয়। যারা অবিনাশী থাকবে, তাদেরই প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তো মাতা-রাও পাক্ষা তো? কেননা তোমরা এক বছরের হও, কিম্বা দু বছরের কিম্বা চার বছরের হও না কেন, সমাপ্তি তো একই সময়ে হবে তাই না? বিনাশ তো একসাথেই হবে তাই না? নাকি তোমরা বলবে যে, আমরা তো দুই বছরের, আমাদের সিলভার জুবিলী হয়ে যাক, তারপর বিনাশ হোক! তা তো হবে না, না? সেইজন্য পরে যারা আসবে তাদেরকে আরও আগে যেতে হবে। অল্প সময়ে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারো। তবুও তো তোমরা পুরুষার্থ করার সময় পেয়েছো। পরে গিয়ে তো এতটা সময় পাওয়া যাবে না। আগেও

বলেছিলাম না যে, এখন লেট এর বোর্ড তো লেগে গেছে, কিন্তু টু লেট এর লাগেনি। সুতরাং তোমরা সবাই হলে লাকি। কেবল নিজের ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে এগিয়ে চলতে হবে। অন্য কোনো ব্যাপারে যাবে না।

আজ বাপদাদা দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের পুরুষার্থের সময় কেন ওয়েস্ট হয়ে থাকে? চায় না কেউই, সকলেই চায় যে আমাদের সময় সফল হোক, কিন্তু মাঝখান থেকে কোথা থেকে কোথা থেকে আধ ঘন্টা, ১৫ মিনিট, ৫ মিনিট ওয়েস্ট চলে যায়। তার কারণ কি? আজ বাপদাদা দেখেছেন যে, মেজরিটিরই বিশেষ করে পুরুষার্থ যে কম বা টিলা হয়ে যায়, তার তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, চলতে চলতে শ্রীমতের সাথে সাথে আত্মাদের পরমত মিস্স হয়ে যায়। কেউ কিছু বলে দিলো আর তুমি ভেবে নিলে যে, যিনি বলছেন তিনি তো খুবই ভালো (পুরুষার্থী), প্রকৃত মহারথী আর তার প্রতি তোমার ফেথও আছে, এই রকম কোনো আত্মা তোমাকে যখন এমন কথা বলে, যেটা শুনতে ইন্টারেস্টিং, খবরটাও তো বেশ ভালোই... জগৎ সংসারের খবরাখবর শুনতে যেমন ভালো লাগে তাই না! সেই রকমই ব্রাহ্মণ সংসারের খবরাখবর শুনতেও বেশ ভালো লাগে, সুতরাং তুমি তার ওপরে ফেথ রেখে সোঁসব খবর শুনে নিলে, মানে নিজের মধ্যে নিয়ে নিলে। কেটে দিলে না, তো কথাটা সত্যিও, খবর তো সঠিকই হয়ে থাকে, সব কথা মিথ্যা হয় না, কেউ কেউ সং-ও হয়, কিন্তু বাবার ফরমান কি? বাবার ফরমান কি - এই সব খবর শুনতে হলে শোনো? তাই কি? না। যেটার সাথে তোমার কোনোই কানেকশন নেই, কেবল মুখরোচক খবর সেগুলো, তোমরা তার কিছুই করতে পারবে না, শুধু যদি শুনেও নাও, সেই সমাচার বুদ্ধিতে তো গেলো, টাইম তো ওয়েস্ট হলো, নাকি হলো না? আর বাবার শ্রীমতে পরমত মিস্স করে দিলে। কারণ বাবার আশ্রয় হলো - শুনেও শুনো না। তাহলে তুমি শুনলে কেন? তার অভ্যাস তৈরী করো। মনে করো একবার তোমাকে কোনো খবর শোনালো, তোমারও খুব ভালো লাগলো, নতুন কথা শুনলে যে এই রকমও হয় - এটা তো জানতে পারলাম। কিন্তু একবার যখন তুমি তার কথাটা শুনলে, পরের বার সে কোথায় যাবে! তোমার কাছেই আসবে। তুমি তার জন্য ময়লা ফেলার ডাস্টবিন হয়ে গেলে না? এই ধরনের কথা যখনই হবে সে তো তোমার কাছেই এসে বলবে, কারণ তুমি আগে শুনেছো। সেইজন্য হয় তাকে বোঝাও, এই সব কথা থেকে তাকেও মুক্ত করো। সোঁসব কথা শুনে ইন্টারেস্ট বাড়িও না। আর যদি শোনোও তাহলে তোমার মধ্যে এতখানি শক্তি থাকতে হবে যাতে তুমি সেটাকে চিরকালের জন্য ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। নিজের ভিতরেও ফুলস্টপ লাগাও। যে ব্যক্তির সমাচার শুনলে তার প্রতি দৃষ্টিতে বা সংকল্পেও যাতে ঘৃণা ভাব একেবারেই না থাকে। এতখানি পাওয়ার যদি তোমার মধ্যে থাকে, তবে সেটা শোনা হলো না, তার কল্যাণ করা হলো। কিন্তু রেজাল্টে দেখা যায় যে, মেজরিটির কাছে একটু একটু করে আবর্জনা জড়ো হতে হতে এই ঘৃণা ভাব বা আচার-আচরণে কিছুটা প্রভেদ চলে আসে। আর কিছু না হলেও সেই আত্মার প্রতি সেবা করার ভাবনা থাকবে না, ভারী ভাব থাকবে। একে বলা যায় - শ্রীমতে পরমত মেশানো। সমাচার তো বাপদাদাও শোনে, কিন্তু কিছু হয় কি? মেজরিটির ভাব বদলে যায়। কাউকে শোনালেও ভাব বদলে যায়। একজন এসে বললো যে, আমি দেখলাম ওই দুইজনকে কথা বলতে। আর এক এর থেকে শোনার পরে দ্বিতীয় জন বলবে - না না দাঁড়িয়েও ছিল আর দাঁড়ানোটাও খুব ভালো ছিল না, আরেকটা অ্যাডিশন হয়ে গেলো। এরপর তৃতীয় জন বলবে, এরা তো এই রকমই করে থাকে। ভাব কতখানি বদলে গেলো। তাদের ভাবনা কি ছিল আর কথার মধ্যে ভাব কতটা বদলে যায়। সুতরাং এই পরমত বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়। তাহলে যে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায়, তার একটা কারণ হলো পরমত আর দ্বিতীয় কারণ হলো পরচিন্তন। একজনের থেকে শুনলো তারপর সেই শোনা কথা ৮ - ১০ জনকে বলবে না, এটা তো হতে পারে না। কেউ যদি অনেক দূরদেশেও থাকে, তাকেও সেকথা চিঠিতে লিখে জানাবে। এখানে একটা নতুন ঘটনা ঘটেছে, তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে বলবো। এটা তবে কি হলো? পরচিন্তন। মনে করো তোমরা চার জনকে বললে, সেই চার জনের ভাবনা সেই আত্মার প্রতি তুমি তো খারাপ করে দিলে তাই না? আর পরচিন্তন একবার শুরু হলো তো এর গতি অত্যন্ত ফাস্ট আর দীর্ঘ হয়ে থাকে।

পরচিন্তন এক দুই সেকেন্ডে শেষ হয়ে যায় না। বাপদাদা যেমন বলেন যখন কাউকে জ্ঞান শোনাবে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট আনার জন্য তাকে গল্পের আকারে শোনাও। প্রথমে এই হলো, তারপরে এই হলো...। তো ইন্টারেস্ট বাড়তেই থাকে তাই না? সেই রকমই পরচিন্তন হয়ে থাকে, সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে। তাতেও অপরজন অবশ্যই ভাবতে থাকবে এরপর কি হলো, ও তারপরে এই হলো, হ্যাঁ এই রকমই হয়ে থাকবে... সুতরাং এই গল্পও হলো অনেক দীর্ঘ। বাপদাদা তো সকলের অন্তরের কথা শোনেও, দেখেনও। কেউ যতই লুকানোর চেষ্টা করুক না কেন, কখনো কখনো বাপদাদা জনসমক্ষে খোলসা করে ইশারা দেন না, কিন্তু জানেন, দেখেন সব কিছু। যে যতই বলুক যে, না না আমি কখনোই করি না, কিন্তু বাপদাদার কাছে রেজিস্টার রয়েছে, কতবার করেছে, কি কি করেছে, কোন সময় করেছে, কতজনের সাথে করেছে - এই সব রেজিস্টারে রয়েছে। কেবল কখনো কখনো চুপ থাকতে হয়। তো দ্বিতীয় বিষয়টা শোনালাম তা হলো - পরচিন্তন। তার স্বচিন্তন কখনোই চলবে না। কোনো কিছু হলে, যে পরচিন্তন করে, সে তার নিজের ভুলকে অন্যের উপরে

চাপিয়ে দেবে। এছাড়া পরচিন্তন যে করে, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতেও সে এক নম্বর হয়। নিজের সমস্ত ভুল গুলিকে অন্যের উপরে এমন ভাবে প্রমাণ করে দেবে যে, যে শুনবে, বড়রাও সে'কথা চুপ করে শুনতে বাধ্য হবে। সুতরাং স্বচিন্তন তাকে বলা যায় না যে, কেবল জ্ঞানের পয়েন্টস্ রিপিট করে দিলাম কিম্বা জ্ঞানের পয়েন্টস্ শুনলাম, শুনিয়ে দিলাম - কেবল এটাই স্বচিন্তন নয়। স্বচিন্তন অর্থাৎ নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতা গুলিকে, নিজের ছোট ছোট ভুল গুলি নিয়ে ভাবা এবং সেগুলিকে দূর করা, পরিবর্তন করা, এটাই হলো স্বচিন্তন। বাকি জ্ঞান শোনানো - তাতে তো সকলেই পটু। সেটা হলো জ্ঞানের চিন্তন, মনন, কিন্তু স্বচিন্তনের সূক্ষ্ম অর্থ হলো নিজের প্রতি। কেননা যখন রেজাল্ট বেরোবে তখন এটা দেখা হবে না যে, এই আত্মা জ্ঞানের মনন ঠিক মতো করেছে, নাকি সেবাতে জ্ঞানকে খুব ভালো মতো ইউজ করেছে কিনা। এর রেজাল্টের পূর্বে স্বচিন্তন আর পরিবর্তন, স্বচিন্তন করার অর্থই হলো পরিবর্তন করা। সুতরাং যখন ফাইনাল রেজাল্ট হবে, তাতে প্রথম মার্কস প্র্যাকটিক্যাল ধারণা স্বরূপের হবে। যে ধারণা স্বরূপ হবে সে ন্যাচারাল যোগী তো হবেই। মার্কস যদি বেশী নিতে হয়, তবে আগে যেটা অন্যদেরকে বলছো, আজকাল ভ্যালুজ এর উপরে যে ভাষণ তোমরা করে থাকো, সেটাকে আগে স্ব অর্থাৎ নিজের মধ্যে চেকিং করো। কারণ সেবার এক মার্কস তো ধারণা স্বরূপের ১০ মার্কস হয়ে থাকে। তুমি যদি জ্ঞান দিতে না পারো কিন্তু নিজের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত করতে পারো, তাও তোমার সেবার মার্কস জমা হয়ে গেলো না?

আজকাল অনেকে মনে করে যে, আমাকে খুব কম সেবার সুযোগ দেওয়া হয়, আমাকে সেবার চান্স দেওয়া উচিত, অন্যরা সুযোগ পাচ্ছে, আমি কেন পাচ্ছি না? সেবা করা খুব ভালো, কারণ বুদ্ধি যদি ফ্রি থাকে তবে ব্যর্থ সংকল্প চলে। সেইজন্য সেবাতে বুদ্ধি বিজি যেন থাকে, এই সাধনটা তো ভালো। সেবার উদ্দীপনা থাকা তো ভালোই। কিন্তু ড্রামানুসারে বা সারকামস্ট্যান্স অনুসারে ধরো তুমি চান্স পেলে না আর তোমার অবস্থা অন্যদের সেবা করবার বদলে তোমার স্থিতি নীচে নেমে গেলো অথবা সেই সেবা তোমাকে অস্থির অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলো, সেটা কি তবে সেবা হলো? সেই সেবার প্রত্যক্ষ ফল কী পাওয়া যাবে? সত্যিকারের সেবা, ভালোবাসার সাথে সেবা, সকলের আশীর্বাদের দ্বারা সেবা, তার প্রত্যক্ষ ফল খুশী হয়ে থাকে আর সেবাতে যদি ফিলিং চলে আসে, আর ব্রাঙ্কন ফিলিং-কে কি বলা হয়? ক্লু। যার ক্লু হয় সে কি করে? শুয়ে পড়ে। খাওয়া দাওয়া করে না, শুয়ে থাকে। এখানেও (iii) ফিলিং এসে গেলে খাওয়া ছেড়ে দেবে আর নাহলে অভিমান করে বসে থাকবে। তো এটা ক্লু-ই তো হলো না? তুমি যদি ধারণা স্বরূপ হও, সত্যিকারের সেবাধারী হও, স্বার্থপর সেবাধারী নয়। এক হয়ে থাকে কল্যাণের ভাবনা থেকে সেবা আর দ্বিতীয় হয়ে থাকে স্বার্থের। আমার নাম হবে, খবরের কাগজে আমার ছবি উঠবে, টি. ভি. তে আমাকে দেখাবে, ব্রাঙ্কনদের মধ্যে আমার নামের খ্যাতি হবে, ব্রাঙ্কনী আমাকে অনেক আগে রাখবে, ডাক খোঁজ করবে... এই সব ভাব হলো স্বার্থ কেন্দ্রিক সেবা। কেননা আজকালকার হিসাবে, প্রত্যক্ষতার হিসাবে, এখন সেবা তোমাদের কাছে আসবে। শুরুতে স্থাপনার ব্যাপার আলাদা ছিল। কিন্তু এখন তোমাদেরকে সেবার পিছনে যেতে হবে না। তোমাদের কাছে সেবা নিজে থেকেই হেটে-চলে আসবে। সুতরাং যারা সত্যিকারের সেবাধারী, ধরো সেই সেবাধারীরা যদি আর কোনো সেবা নাও পায়, বাপদাদা বলেন - নিজের চেহারার দ্বারা, নিজের আচার আচরণের দ্বারা সেবা করো। তোমার চেহারা বাবার সাক্ষাৎকার করাবে। তোমার চেহারা, তোমার আচার আচরণ বাবার কথা মনে করাবে। এই সেবা হলো নম্বর ওয়ান। এই রকম সেবাধারী যার মধ্যে স্বার্থ ভাব থাকবে না। এমন নয় যে, আমিই যেন চান্স পাই, আমারই পাওয়া উচিত, কেন পাচ্ছি না, পাওয়া উচিত - এই রকম সংকল্পকেও স্বার্থ বলা হয়। ব্রাঙ্কন পরিবারে তোমার নাম ডাক যদি নাও হয়, ভালো সেবাধারী তুমি, তাও তোমার নাম নেই, কিন্তু বাবার কাছে তোমার নাম আছে তো। বাবার হৃদয়ে যখন নাম রয়েছে তাহলে আর কি চাই। আর কেবল বাবার হৃদয়ে নয়, ফাইনালে যখন নম্বর পাবে তখন তোমার নম্বর সামনে হবে। কারণ বাপদাদা হিসাব রাখেন। তুমি চান্স পাওনি, তুমি রাইট, কিন্তু চান্স না পাওয়া গেলে তা সত্বেও সেটাও নোট হয়ে থাকে। আর চেয়ে চান্স নিলে, কাজটা করলে, কিন্তু মার্কস কাট হয়ে যাবে। এই ধর্মরাজের খাতা কম কিছু নয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম হিসাব-পত্র রয়েছে। সেইজন্য নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও, নিজের স্বার্থের নয়। কল্যাণের স্বার্থে হবে। যদি তোমার চান্স রয়েছে আর অন্যরা মনে করে যে আমি যদি চান্স পেতাম তাহলে বেশ হতো এবং সে যোগ্যও। ধরো তুমি তোমার চান্সটা তাকে দিয়ে দিলে, তাহলেও তোমার শেয়ার তাতে (তোমার খাতায়) জমা হয়ে যায়। তুমি হয়তো করলে না, কিন্তু কাউকে সেই চান্সটা দিয়ে দিলে, তাতেও তোমার শেয়ার জমা হয়। কেননা সত্যিকারের ডায়মন্ড হতে হবে না? তো হিসাব-পত্রেও বুঝে নাও, এই রকম অমনোযোগী হয়ে চলো না, ঠিক আছে, হয়ে যাবে... অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে হিসাব-পত্রের খাতা রয়েছে। বাবাকে কিছু করতে হয় না, অটোমেটিক হয়। কখনো কখনো বাপদাদা বাচ্চাদের হিসাব-পত্রেও দেখেন। সুতরাং প্রথম বিষয় হলো পরমত আর দ্বিতীয় বিষয় হলো পরচিন্তন।

তৃতীয় বিষয় হলো পরদর্শন। অন্যদেরকে দেখার ব্যাপারে মেজরিটি হলো তুখোর। পরদর্শন - যেটা দেখবে, দেখার পরে

সেই কথাটা কোথায় যাবে? বুদ্ধিতেই তো যাবে। আর যে অন্যকে দেখতে সময়কে ব্যস্ত রাখবে, নিজেকে দেখতে সে সময় কোথা থেকে পাবে? কথা তো অনেক অনেকই হয়ে থাকে আর যে সমস্ত কথা হয়ে থাকে, সেগুলি দেখতেও পাওয়া যায়, শুনতেও পাওয়া যায়। যত বড় সংগঠন হবে, ততই অনেক বড় কথা হয়ে থাকে। এই সব কথা কেন হয়? কেউ কেউ মনে করে এই সব কথাবার্তা হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত নয়, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যেটার জন্য মনে করছে যে হওয়া উচিত নয়, তাতে সময় কেন নষ্ট করলে? আর এই সব কথাই তো হলো পেপার। যত বড় পড়াশোনা তত বড় পেপারও হয়ে থাকে। এই রকম বায়ুমণ্ডল তৈরী হওয়া - এটাই সকলের জন্য পেপারও যে, পরমত নাকি পরদর্শন নাকি পরচিন্তন এর থেকে নিজেকে কতখানি সেফ রেখেছো? দুটো বিষয় হলো আলাদা। এক হলো দায়িত্ব, যার জন্য শুনতেও হয়, দেখতেও হয়। তো সেখানে কল্যাণের ভাবনা থেকে শুনতে হবে, দেখতে হবে। দায়িত্ব রয়েছে, কল্যাণের ভাবনা রয়েছে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু নিজের অবস্থাকে অস্থির করে তুলে তারপর দেখা, শোনা কিম্বা ভাবা - এটা হলো রং। যদি তুমি নিজেকে দায়িত্ববান মনে করো, তবে দায়িত্বের পূর্বে নিজের ব্রেককে পাওয়ারফুল বানাও। যেমন যখন পাহাড়ী রাস্তায় যাও, তখন আগে থাকতেই জানান দেওয়া হয় যে, নিজের ব্রেক ঠিক আছে কিনা চেক করে নাও। তো দায়িত্ব পালনও হলো একটা উচ্চ স্থিতি। দায়িত্ব অবশ্যই নাও, কিন্তু আগে চেক করো যে, সেকেন্ডে বিন্দু লাগে? নাকি লাগাচ্ছে বিন্দু আর লেগে যাচ্ছে কোশ্চেন মার্ক? সেটা হলো রং। তাতে সময় আর এনার্জি ওয়েস্ট যাবে। সেইজন্য আগে নিজের ব্রেক পাওয়ারফুল করো। চলো - দেখলে, শুনলে, যতখানি সম্ভব হলো কল্যাণ করলে আর ফুলস্টপ। আর এই রকম স্থিতি যদি থাকে তবে দায়িত্ব নাও, নইলে দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না, স্বচিন্তনে থাকো। এতেই লাভ রয়েছে। তো আজকের পাঠ কি হলো? পরমত, পরচিন্তন আর পরদর্শন এই তিনটি বিষয়ের থেকে মুক্ত থাকো আর একটি বিষয়কে ধারণ করো, সেই কথাটি হলো - পর-উপকারী হও। তিন প্রকারের পর-কে সমাপ্ত করো আর একটি পর -- পর-উপকারী হও। হতে পারবে? তাহলে কোন্ বিষয়ের থেকে মুক্ত হবে? মাতা-রা কী করবে? বাচ্চাদের উপকারী নাকি পর-উপকারী। সর্ব-উপকারী। সহজ নাকি কঠিন? আচ্ছা।

চতুর্দিকের বিশ্বের সকল বিশেষ আত্মাদেরকে সদা স্বচিন্তন, জ্ঞানের চিন্তনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাবার শ্রেষ্ঠ মতে সংকল্প, বোল আর কর্ম করে থাকা সমীপ আত্মাদেরকে, চতুর্দিকের ডায়মন্ড জুবিলীর জন্য নিজেকে আর সেবাকে এগিয়ে নিয়ে যায় - এমন বিশেষ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদান:- মহাবীর হয়ে সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা মূর্ছিতকে সুরজিৎ করে শক্তিবান ভব
সূর্য যেমন নিজে শক্তিশালী, তাই চারিদিকে নিজের শক্তির সাহায্যে আলো ছড়িয়ে দিতে পারে। সেই রকম শক্তিবান হয়ে অনেককে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে মূর্ছিতকে সুরজিৎ বানানোর সেবা করতে থাকো, তবেই বলা হবে মহাবীর। সদা স্মৃতি রাখো যে, আমাদের বিজয়ী থাকতে হবে আর সকলকে বিজয়ী বানাতে হবে। বিজয়ী হওয়ার সাধন হলো বিজি থাকা। স্ব কল্যাণ অথবা বিশ্ব কল্যাণের করাতে বিজি থাকো, তাহলে বিদ্ব - বিনাশক বায়ুমণ্ডল তৈরী হতে থাকবে।

স্লোগান:- হৃদয় সর্বদা এক দিলারামে পড়ে থাকবে - এটাই হলো সত্যিকারের তপস্যা ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light

Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানসাগর বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত যদি করতে হয়, তাহলে ২০ নখের জোর দিয়ে (জোরকদমে পড়া) পড়া অবশ্যই পড়ো, পড়াশোনার দ্বারাই রাজস্ব বা জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানমার্গে সর্বদা টিকে থাকতে কে পারে? উচ্চপদ প্রাপ্তির আধার কি?

*উত্তরঃ - যাদের পড়াশোনা ব্যতীত অন্য কোনও কথাতেই শখ নেই, জ্ঞানের অবস্থা পরিপক্ব, তারাই এই জ্ঞানমার্গে টিকে থাকতে পারে। এছাড়া ধ্যানে সাক্ষাৎকারের আশা রাখা, খেলাধুলা করা, এতে কোনো লাভ নেই, আরোই মায়া প্রবেশ করে যায় তখন বাবার হাত বা পড়া ছেড়ে দেয়। উচ্চপদের জন্য পড়াশোনার উপরে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন চাই।

*গীতঃ- তুমিই হলে মাতা....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড অথবা ধর্মাত্মা পুরুষ হয়, মন্দিরাদিতে যায়, তাদের মুখ থেকে ওম্ শান্তি শব্দটি বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারা অর্থ বোঝে না। আমরাও বলে থাকি ওম্ শান্তি, অহম্ আত্মা। আত্মা শব্দটি অবশ্যই আসে। সুপ্রীম সোল অথবা আত্মা বলে ওম্ শান্তি। আমি যে হলাম আত্মা, আমার স্বধর্ম হলো শান্ত। আত্মা নিজের অকুপেশন (কর্ম কর্তব্য) বলে থাকে। বাবাও বলেন -- ওম্ শান্তি। আমিও হলাম আত্মা কিন্তু আমাকে পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে, কারণ আমি সদা পরম ধামে থাকি। আমি জন্ম-মৃত্যুতে আসি না। বাবা সম্মুখে এসে বলেন -- তোমরা পুনর্জন্মে আসো, তোমরা হলে দেহধারী। সূক্ষ্মলোকের অধিবাসীরাও সূক্ষ্ম দেহধারী হয়। আমি এদের থেকেও উর্ধ্বে থাকি। আমার কোনো স্থূল(সাকার) শরীর নেই। সূক্ষ্ম শরীরধারীকে বলা হয়ে থাকে -- ইনি হলেন ব্রহ্মা, ইনি হলেন বিষ্ণু, ইনি হলেন শঙ্কর। নাম তো শরীরেরই হলো, তাই না ! আত্মার তো নেই। আত্মা শরীর ধারণ করে, তখন শরীরের নামকরণ হয়। কেউ মারা গেলে তখন বলবে অমুকে শরীর ত্যাগ করেছে। নাম তো শরীরেরই থেকে যায় তারপর অন্য শরীর ধারণ করে। পরমপিতা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে তো এরকম বলা হবে না যে তিনি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করেন। সকলেরই শরীরের উপরেই নামকরণ হয়। বাচ্চারা, তোমরা যখন আমার হয়ে যাও তখন তোমাদেরও অন্য নাম দিই। যেমন গুরুরা দেয়, তাই না ! আজকাল কন্যারা বিবাহ করে তখন তাদেরও নাম বদল হয়ে যায়। পুরুষের বদল হয় না কারণ পুরুষদের তো কাজকর্ম (চাকরি/ব্যবসা) করতে হয় নিজেদের নামানুসারে। মাতাদের তো কাজকর্ম (চাকরী) করতে হয় না, সেইজন্য তাদের নাম বদল হতে পারে। পুরুষদের ইনশিয়োরেন্সের কাজকর্মাদিতে নাম থাকে। এখন বাবা বোঝান -- সকলেই স্মরণ তো করে থাকে, তুমি হলে মাতা-পিতা আর সাথী, তুমি হলে মাঝি, তুমি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও। দেখো, কতপ্রকারের সম্বন্ধে আসে। শরীর ত্যাগ করে তারপর তোমার সাথে যেতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো -- মাঝি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

বাবার কতো মহিমা ! পুনরায় তিনি কবে আসবেন? কবে এসে সাথী হবেন? তা জানেনা। বলা হয়ে থাকে -- যখন ভক্তিমার্গের অন্ত হয় তখন ভক্তদের রক্ষা করার জন্য আমায় আসতে হয়। আমায় মাঝি হয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো কিভাবে এসে মাতা-পিতা হয়েছি। ঐনাকেই মাঝি, গুরু বলা হয়ে থাকে। ছিঃ-ছিঃ (খারাপ) দুনিয়া, জীবনবন্ধ থেকে জীবনমুক্তিতে নিয়ে যান। সেইজন্য ঐনাকে পতিত-পাবন, মাঝি বলা হয়ে থাকে। নতুন দুনিয়া বলা হয় -- সত্যযুগকে। দুনিয়া তো এ'টাই, কেবল পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। যেমন পুরোনো ঘরে থেকে নতুন নির্মাণ করে তারপর পুরোনো ঘর ত্যাগ করতে হয়, তাই না ! এরও যখন স্থাপনা হয়ে যায় তখন আবার পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। ত্রিমূর্তির অর্থও বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করা -- এ হলো পরমপিতা পরমাত্মারই কাজ। ওনাদের দ্বারা করিয়ে থাকেন কারণ তিনি হলেন করণকরাবনহার। বাবা এসে সম্মুখে বুম্বিয়ে থাকেন। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ-বংশজাতদের বসে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়ে থাকেন। ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য তোমরাই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করবে, পুরুষার্থের নশ্বরের অনুক্রমে।

তোমরা জানো যে আমরা মাতা-পিতার কাছে পড়াশোনা করছি, এ হলোই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। যদি পড়াশোনাই ছেড়ে দেবে তাহলে বোঝা যাবে এদের ভাগ্যে নেই। স্কুল তো চলবেই। বাবা এসে এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে পড়িয়ে থাকেন। তাহলে বাচ্চারা, অবশ্যই যেখানেই থাকুক, যেকোনো সেন্টারে থাকুক, জানো যে জ্ঞানসাগর পারলৌকিক পরমপিতা

পরমাত্মার কাছ থেকে আমাদের জীবন মুক্তির অথবা রাজত্বের উত্তরাধিকার পেতে হবে। যদি আমরা পড়া ছেড়ে দিই তাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবো না। বাবা তো এসেছেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তারপর সকলকে মাঝি নিয়ে যাবেন। তোমরা মাঝিকেও জানো আর যাদের দ্বারা স্থাপনা, বিনাশ, পালনা করিয়ে থাকেন, তাদেরকেও তোমরা জানো। তাহলে এই পড়ার মাধ্যমে যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে রাজ্য করেন তাদেরকেও তোমরা জানো। তোমরা বোঝ যে আমরা অবশ্যই এই পড়ার মাধ্যমে রাজত্বের পদ প্রাপ্ত করছি। যত যে পড়বে..... পড়া না করলে তখন পদভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। এ হলো রাজযোগের পড়া। অনেক বাচ্চারা পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পড়াশুনা না করা মানে ক্লান্ত হয়ে পড়া। বলে -- ব্যস্, এর আগে আমরা পড়তে পারবো না। এই পড়াশোনায় খরচার তো কোনো কথা নেই। ওই পড়াশোনায় বেচারী গরীবেরা পড়াশোনার জন্য পয়সা দিতে পারেনা সেইজন্য পড়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু যাদের পড়াশোনার ভালো শখ থাকে তখন তারা গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করে যে আমরা পড়তে চাই কিন্তু পয়সা নেই। তখন তাদেরকে গভর্নমেন্ট পয়সা দেয়। যেমন করেই হোক রিকোয়েস্ট করে যে আমি পড়তে চাই, আমার বাবার কাছে টাকা পয়সা নেই, আমাদের সহায়তা করুন। গভর্নমেন্টের কাছেও টাকা পয়সা না থাকার কারণে রিফিউজ করে দেয়। তখন ভাবে আমাদের পড়তে তো অবশ্যই হবে তাহলে কি করবো ? অতি বিত্তশালী অথবা দানী পুরুষের কাছে যাবে। আমাদের মাতা-পিতা গরীব, আমরা পড়াশোনা করে সার্ভিস করতে চাই, আপনি আমাদের সহায়তা করতে পারবেন? রিলিজিয়াস মাইন্ড যিনি হবেন, তিনি সহায়তা করবেন। কন্যারা এমন রিকোয়েস্ট করতে পারে না, পুরুষেরা করতে পারে। পড়াশোনার দ্বারা অনেক রোজগার হতে পারে। এখানে এই পড়াশোনাও রয়েছে আর এই সওদাও রয়েছে। বাবা হলেন সওদাগর, রক্কাকর আর তারপর হলেন জ্ঞানের সাগর।

মাতা পিতা অসীম জগতের জ্ঞানের সাগর বলেন আমি গল্প পূর্বের মতন তোমাদেরকে রাজ্য শিখিয়ে রাজার রাজা বানিয়ে দিন সমস্ত পয়েন্টস ধারণ করতে হবে। সাবালক বুদ্ধিই ভালোভাবে ধারণ করতে পারে। বুদ্ধিই হলো সবকিছুর আধার। কারোর হলো সত্বোপদান, কারোর সতঃ, কারোর রজঃ, তমঃ বুদ্ধি। স্কুলেও স্টুডেন্টসরা জানে যে এদের বুদ্ধি কেমন। সত্বোপদান বুদ্ধিসম্পন্নরা পাস উইথ অনার হয়। তাদেরকেই মনিটর ইত্যাদি বানানো হয়ে থাকে। স্কলার্শিপও পেয়ে যায়। এ হলো আবার অসীম জগতের স্কুল। এর মধ্যেও সতঃ, রজঃ, তমঃ বুদ্ধি রয়েছে। এখানে পদমর্যাদা হলো একই রকমের। এ হলো রাজযোগ। ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হলো একইরকমের। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের সকলকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। সেইজন্য যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ লাভ করবে। উচ্চপদকে তো বুঝেই গেছো। নম্বরের ক্রমানুসারে পদ পাবে। বাবার ভালোবাসা তো সকলের উপরেই রয়েছে। সকলকেই মায়ার শেকল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। আর কেউ এমন বলতে পারবে না যে প্রতিকল্পে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। এই বাবাই বলেন -- প্রতিকল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে, যুগে আসি। মানুষ আবার যুগে-যুগে লিখে কত ভুল করে দিয়েছে। বাবা বলেন -- আমি হলাম পতিত পাবন। আমি আসি তোমাদেরকে পবিত্র করতে, কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদির সঙ্গমে। এইসময় বাবা এসেছেন সেইজন্য ভালোভাবে পড়তে হবে, বিনাশ হবেই। ২০ নম্বরের জোর দিয়ে পড়তে হবে, সাহস দেখাতে হবে। পড়াশোনা ছাড়া উচিৎ নয়। যে পড়া ছেড়ে দেয় সে অকৃতকার্য হয়ে অধঃপতনে যায়। বাচ্চারা সতর্কবাণী পায়। কোনো কাম-বিকার বা ক্রোধের বা লোভ, মোহের ভূত আসা উচিৎ নয়। হৃদয়-দর্পণে নিজেকে দেখতে থাকো -- আমি লক্ষ্মীকে বরণ করার উপযুক্ত হয়েছে কি? নারদেরও একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তোমরা তো সকলেই হলে ভক্ত, তাই না ! ভক্তিমার্গে পুরুষদের মধ্যে নারদকে উত্তম বলা হয়েছে আর নারীদের মধ্যে মীরাকে। জ্ঞানমার্গে আবার দেখো -- মাম্মা-বাবার নাম প্রসিদ্ধ। তারপর ওনাদের বিজয়মালাও বানানো রয়েছে। স্মরণ তাদেরই করা হয়, যারা সুখ প্রদান করে। তাদেরই স্মৃতি-স্মারক নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এখন ওনারা কি করেছেন? কেউ কলেজ খুলেছেন, অনেক দান-পুণ্য করেছেন, আর কি করবেন ? এখন ফিরিস্টিদের (ইংরেজদের) থেকে রাজত্ব নিয়ে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে। বাবা বলেন -- এ হলো মৃগতৃষ্ণার মতন রাজত্ব করা। অবশ্যই কতই না সুখ রয়েছে কিন্তু এ সবই হলো মৃগতৃষ্ণার মতন। বাইরের আড়ম্বর আছে অনেক। এই সায়েন্সও ১০০ বছর ধরে চলে। এই দাদা যখন বস্বেতে (মুস্বই) সার্ভিসে ছিলেন তখন এই বিদ্যুৎ-টেলিফোন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এখন সায়েন্স কত কামাল করে দিয়েছে। এখন সামান্য কিছু বছর বাকি রয়েছে। সায়েন্সের অভিমান (গর্ব) ১০০ বছর হলো শুরু হয়েছে। সত্যযুগের ১০০ বছরে তো কি করে দেবে তা জানা নেই। ওখানে এইসব জিনিসে শক্তি থাকে, যা তোমরা এখান থেকেই নিয়ে যাও। অখন্ড, অটল, সুখ-শান্তিময় রাজ্য করার জন্য তোমরা বল নিয়ে যাও। তাহলে পড়াশোনায় এতখানি অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, এতখানি পুরুষার্থ করা উচিত।

তোমরা জানো যে এই মাতা-পিতার থেকে গহন সুখ প্রাপ্ত হয় তারপর যদি চলতে চলতে ছেড়ে দেয় তাহলে তো আসলে শূন্যেই না। না শুনে গিয়ে নিজের কাজকর্মে লেগে পড়লে তো শেষ। যা পেয়েছে তা তো পেয়েছে। হাত ছাড়ার পর পুনরায়

মায়া একদম গ্রাস করে নেয়। যেমনভাবে গজকে (হাতি) মায়া কুমীর গ্রাস করে নেয়। এমন তো হতেই হবে। তোমরা দেখেও থাকো -- কেমন ভালো-ভালো, বড়-বড় নিমন্ত্রণ করা, সেন্টার খুলে দেওয়া বাচ্চারাও পড়া ছেড়ে দেয়। বলবে -- ড্রামা অনুসারে এদের ভাগ্যে এতটাই ছিল। পুনরায় তাদের কি হাল হবে? মায়া একদম খেয়ে নেয়। কত শেষ হয়ে গেছে। ধ্যানে যাওয়া, খেলাধুলো করা অনেকেই আজ নেই। এই ধ্যান-সাক্ষাৎকারের আশা কখনো রাখা উচিত নয়। আশা রাখলে তখন আশায় বিঘ্ন পড়ে যায়। মায়ার ভূত প্রবেশ করে যায়। ধ্যানের কতরকমের পার্ট প্লে করতো। ৫-৭ দিন ধরে যারা তাদের শৈশব কালে ধ্যানে যাওয়ার পার্ট প্লে পালন করতো, মহারানী হয়ে যেতো, তারা আজ নেই। এতে কোনো লাভ নেই। জ্ঞানে যাদের অবস্থা পরিপক্ব, তারাই টিকে থাকতে পারে। কখনো ধ্যানে যাওয়ার আশা রাখা উচিত নয়। বাবা যা পড়িয়ে থাকেন তা ধারণ করতে হবে। যত পড়বে ততই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও স্মরণে রাখতে হবে যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়িয়ে থাকেন। আমরা পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্য উচ্চ পদ প্রাপ্ত করি, তারপর আমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাই। যারা ব্রাহ্মণ কুলের হয় তারাই এইরকম বলতে পারে। অন্য কেউই বলতে পারেনা। ভারতের উপরেই খেলা (ড্রামা) নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তোমরা বলবে -- আমরাই পূজ্য তথা দেবী-দেবতা হয়ে যাই। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে পূজ্যই পুনরায় অধঃপতনে যায়। বাচ্চারা এ'সব জানে। শিববাবার অক্যুপেশনও তোমরা জানো। নিশ্চয় থেকে সেকেন্ডে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো। বলে থাকে, আমরা ঈশ্বরের হয়ে গেছি তারপর ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করা -- ওয়ান্ডার (বিস্ময়কর), তাই না! স্কুলে পড়ে, ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করলে তখন তাদের সুপুত্র মনে করা হবে। স্টুডেন্ট নিজেকেও সুপুত্র মনে করবে। বাবা আর টিচারও বলবেন -- এ হলো সুপুত্র। এখানে তো বাবা, টিচার, গুরু হলেন একজনই। তিনি হলেন বাবাও আবার টিচার হয়ে আমাদের পড়িয়ে থাকেন তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন -- আমরা একসাথে যাব। তোমাদের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল, এখন জাগরিত হচ্ছে। আমার জ্যোতি সদাই জাগ্রত থাকে। সবই হলো আত্মারই কথা। তোমরা জানো, আমরা আত্মারা অশরীরী এসেছিলাম পুনরায় অশরীরীই যেতে হবে। আমাদের খেলা সম্পূর্ণ হলে তারপর রিপিট হবে। বাচ্চারা, এই বোধ তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে।

তুমি মাতা-পিতা... তোমার পড়ানোর কৃপায় আমাদের কতো অগাধ সুখ প্রাপ্ত হয়। এমন মাতা-পিতাকে কখনো ভুলে যাওয়া, ত্যাগ করা উচিত নয়। বাবা বলেন -- এমন মাতা-পিতা, বাপ-দাদাকে, যিনি তোমাদের এত উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, চিঠি লিখতে থাকলে তখন বাবা বুঝবেন -- স্মরণ করে। বাবার স্মরণ-ভালোবাসা তো প্রত্যহ যায় মূরলীর মাধ্যমে। বাচ্চাদের চিঠি দেবী করে এলে তখন বোঝা যাবে সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করে না। বাবার তো লেখার প্রয়োজন নেই। বাবার মূরলী তো রোজই যায়। স্মরণ-ভালোবাসা তো বাবা দিয়েই থাকেন। তিনি তো হলেন জাগ্রত জ্যোতি। বাচ্চাদেরকে বোঝান -- পত্র অবশ্যই লিখতে থাকো। অনন্য বাচ্চাদের জন্য দুশ্চিন্তা থাকে না। টেলোমলোদেরকে সতর্ক করা হয়ে থাকে -- ভুলে যেও না, পড়তে থাকো। সমাচার তো বাবার কাছে সবই আসে, তাই না ! রেজিস্টারে নাম লেখা থাকে। জিজ্ঞাসা করেন -- এই বাচ্চা অ্যাবসেন্ট (অনুপস্থিত) কেন? প্রত্যেকদিন অ্যাবসেন্ট থাকলে বোঝা যায় -- মারা গেছে (চলে গেছে)। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- অমুক বাচ্চার কোনো সমাচার আসেনি? তখন লেখা হয়ে থাকে অমুকে এখন আসেই না, সংশয়বুদ্ধির হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে হয়তো নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিজয়মালায় আসার সাহস দেখাতে হবে। স্মরণ যোগ্য (যাদের নামে মালা জপ করা হবে) হওয়ার জন্য সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে।

২) সু-ছাত্র হয়ে টিচার-রূপী বাবার নাম-কে প্রসিদ্ধ করতে হবে। কখনো কাম-বিকার বা ক্রোধের ভূতের বশীভূত হয়ে বিপরীত ধর্মীয় (উল্টোপাল্টা) কাজ করবে না।

বরদানঃ:-

করাবনহারের স্মৃতির দ্বারা বিঘ্নের বীজকে সমাপ্তকারী সমর্থ আত্মা ভব সর্বপ্রকারের বিঘ্নের বীজ দুটি শব্দে রয়েছে : ১) অভিমান আর ২) অপমান। সেবার ক্ষেত্রে হয় অভিমান আসে যে আমি এটা করেছি, আমিই এটা করতে পারি.... অথবা আমাকে কেন আগে রাখা হয়নি, আমাকে এটা কেন বলা হলো, এটা তো আমাকে অপমান করা হলো। এই ভাবনাই বিভিন্ন বিঘ্নের রূপে আসে। যখন ঈশ্বরের সেবক, করনকরাবনহার (সর্বোচ্চ কর্মকর্তা) হলেন বাবা তখন অভিমান কোথা থেকে এলো,

অপমান কোথায় হলো? সেইজন্য কম্বাইন্ড রূপের স্মৃতির দ্বারা সমর্থ আত্মা হও তবেই বিশ্বের বীজ
সদাকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- জ্ঞানস্বরূপ হতে হলে, বাবা আর পড়ার প্রতি যেন সমান ভালোবাসা থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য সঙ্গ হলো একটাই, যার দ্বারা তোমাদের সঙ্গতি হয়, আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে, বাদবাকি সব হলো কুসঙ্গ, সেইজন্যই বলা হয় - সত্য সঙ্গ পার করে দেয় আর কুসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার এমন কর্তব্য করে থাকেন যা আর কোনো ধর্ম স্থাপক করতে পারে না?

*উত্তরঃ - বাবার কর্তব্য হলো সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাবা আসেন - সবাইকে এই শরীর থেকে মুক্ত করতে অর্থাৎ মৃত্যু দিতে। এই কাজ কোনো ধর্ম স্থাপক করতে পারে না। তাদের পিছনে অনেক ধর্মের পবিত্র আত্মারা উপর থেকে নেমে আসে এবং নিজের নিজের পার্ট প্লে করে পাবন থেকে পতিত হয়ে যায়।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে। কে শুনিয়েছেন? সাজন। সবাই হলো সজনী যাদের ভক্ত বলা হয়। ভগবান এক, যাঁকে ভক্তরা স্মরণ করে। সুতরাং তাঁকে বলা হয় সাজন। ভক্ত বললে তার মধ্যে মেল অথবা ফিমেল দুই-ই আসে। সবাই হলো সীতা। রাম একজনই। ভক্ত অনেক হয়, ভগবান একজনই। সেই ভগবানকে বলা হয় পরমপিতা। লৌকিক পিতাকে পরমপিতা বলা যায় না। তারা হলো লৌকিক শরীর প্রদানকারী পিতা। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পরমধাম নিবাসী, সমস্ত আত্মাদের পিতা। প্রত্যেক মানুষের দুইজন পিতা - এক হলো লৌকিক, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক পিতা। প্রত্যেক জন্মে লৌকিক পিতার বর্ষা আলাদা হয়। প্রত্যেক জন্মে পিতা আলাদা-আলাদা হয়। তোমরা বিচার করো কত জন্ম তোমরা নিয়ে থাকো, কতজন পিতার সাথে তোমরা মিলিত হও? (৮৪) হ্যাঁ ৮৪ জন্মে নিশ্চয়ই ৮৪ জন বাবা এবং ৮৪ জন মা'কে পাবে। প্রত্যেক জন্মে একই লৌকিক পিতা আর একই মা হতে পারে না। দ্বিতীয় পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু সত্যযুগ-ত্রৈতায় কখনও ও গডফাদার বলে স্মরণ করে না। হে পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করো - এমনটা কখনোই বলে না সেইজন্যই বোঝান হয় - সত্যযুগ-ত্রৈতায় একজনই পিতা থাকেন। এরপর দ্বাপর-কলিযুগ, যাকে ভক্তি মার্গ বলা হয় - সেই সময় থেকে সবারই দুইজন পিতা হন। মেল অথবা ফিমেল সবারই দুইজন পিতা থাকে। পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে কেননা এটা হলো দুঃখধাম। দুঃখধামে দুইজন পিতা, সুখধামে একজন পিতা। এখানে এক লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন সবার দুঃখ নিবারণকারী পিতা। যাঁকে সবাই স্মরণ করে বলে এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো, দয়া করো। অর্ধেক কল্প দুঃখধাম, এবং অর্ধেক কল্প ধরে চলে সুখধাম। সত্যযুগ হলো নতুন যুগ, কলিযুগ পুরানো। বাবা বলেন এখন আমি সত্যযুগ নতুন দুনিয়া স্থাপন করছি। কলিযুগের পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে। কলিযুগের পর আসবে সত্যযুগ। কলিযুগের শেষ, এবং সত্যযুগের আদিকে কল্পের সঙ্গম বলা হয়। এটা হলো কল্যাণকারী যুগ কেননা পতিত থেকে পবিত্র হতে হয়। কলিযুগে পতিত মানুষ, সত্যযুগে থাকে পবিত্র দেবতারা। বাবা বোঝান যে এখানে আছে আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়। প্রত্যেকের ভিতরে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়েছে। তাকে বলা হয় রাবণ ওমনি প্রেজেন্ট, (সর্বব্যাপী), গড অমনি প্রেজেন্ট হন না। ৫ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে, সেইজন্যই একে পতিত দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগ-ত্রৈতা পাবন দুনিয়া যাকে শিবালয় বলা হয়। কলিযুগ হলো বেশ্যালয়। শিব পরমপিতা পরমাত্মা এসে নব যুগের স্থাপনা করেন। বাবা বোঝান এখন জাগো, নব যুগ অথবা সুখধামের সময় এসেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য আসছে। এখানে হলোই রাজযোগ। এটা কোনো কমন (সাধারণ) সংসঙ্গ নয়। এক হয় সংসঙ্গ, দ্বিতীয় হলো মিথ্যা সঙ্গ, কুসঙ্গ। সত্যের সঙ্গ পার করে দেয়, কুসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়..... সত্য হলেন একমাত্র বাবা। ওঁনাকে আহ্বান করে বলা হয় পতিত-পাবন এসো। উনিই এসে পবিত্র করে তোলেন - অর্ধেক কল্পের জন্য। তারপর মায়া রাবণ এসে অর্ধেক কল্পের জন্য পতিত করে দেয়। এমন নয় যে, বাবা পতিত বানান। এখন হলো রাবণ রাজ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য বাবা না আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সত্‌সঙ্গ হয়না। সব হলো মিথ্যা সঙ্গ অথবা কুসঙ্গ। তোমরা হলে সীতা, তোমরা ভক্তি করে এসেছ। তোমরা মনে কর ভক্তির ফল ভগবান এসে দেবেন। সুতরাং যখন ভক্তির সময় শেষ হতে যাচ্ছে তখনই তো তিনি আসবেন তাইনা। অর্ধেক কল্প জ্ঞানের প্রালঙ্ক এবং অর্ধেক কল্প চলে ভক্তির প্রালঙ্ক। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ ভগবানের শ্রীমত অনুসারে। ভগবান একজনই, তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের পিতা। তিনি আসেন-ই সঙ্গম যুগে। দ্বাপর-কলিযুগকে ভক্তি কাল্ড বলা হয়। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে জ্ঞান কাল্ড বলা হয়। জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছেই জ্ঞান আছে। শাস্ত্রের জ্ঞান কোনো জ্ঞান নয়। যদি ওর মধ্যে জ্ঞান থাকত তবে সঙ্গতি হতো। ভারত যা হীরে তুল্য ছিল এখন আর নেই। পুনরায় বাবা এসে হীরে তুল্য করে তোলেন। তোমরা এখন হীরে তুল্য হচ্ছ। তোমাদের জীবন পরিবর্তন হচ্ছে। আত্মা দৈবীগুণ ধারণ করছে। মানুষ তো ব্যারিস্টার,

ইঞ্জিনিয়ার, সার্জন ইত্যাদি হয়। বাকি মনুষ্যদের দেবতা করে তোলা এই পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগরের কর্তব্য। তাঁকেই সত্য বলা হয়। তিনিই সত্য বলেন অর্থাৎ সত্যখন্ডের স্থাপনা করেন। বাকি তো সবাই মিথ্যা বলে, মিথ্যা খন্ডের স্থাপনা করে। ওরা রাবণের মতে চলে। তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। নতুন যুগে নতুন ভারত ছিল। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তাদের এই রাজ্য ভাগ্য কে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই যিনি স্বর্গ স্থাপনা করেছিলেন। এখন ওরাও এই অবিনাশী উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছে - ৮৪ জন্ম নিয়ে। এখন চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। লিবরেটর (মুক্তিদাতা) একজনই বাবা। তিনিই লিবরেটর করে সবাইকে নিয়ে যান সেইজন্যই তাঁকে কালেরও কাল বলা হয়। বাবা বলেন এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যেতে হবে। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে - সেটাও বাবা বসে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী করে তুলেছেন। তিন লোকের, তিন কালের নলেজ তিনি দেন। তিনিই পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ। ঔঁনার কাছ থেকেই তোমরা সত্যখন্ডের উত্তরাধিকার পাও। এখানে তোমরা এসেছ পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য, যিনি স্বর্গ স্থাপনা করেন। তোমরা জানো আমরাই আবারও স্বর্গের মালিক হবো।

সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং আরও যারা ছিলেন তাদের বলা হয় ডিটি রিলিজন (দৈবী ধর্ম), ঐ সময় ছিল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাদের ধর্মও শ্রেষ্ঠ সূত্রাং কর্মও শ্রেষ্ঠ ছিল। সেখানে ব্রহ্মাচারী কেউ-ই থাকে না। দ্বাপর-কলিযুগে একজনও শ্রেষ্ঠাচারী থাকে না। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই মন্দ গতি হয়ে থাকে। তারপর বাবা এসে পুনরায় পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। কোনো ধর্ম স্থাপক পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য আসেন না। পতিত-পাবন তো একমাত্র বাবা। তিনিই সত্য গুরু। বাদবাকি যারা আসেন তারা তো নিজেদের ধর্ম স্থাপনা করেন। উপর থেকে পবিত্র আত্মারা নেমে আসে তারপর তারাও পতিত হয়ে যায়। এই সময় সবাই পতিত হয়ে গেছে। সবাইকে পবিত্র করে তোলা বাবার কর্তব্য। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। গুরু নানকও সেই সদ্ধরুর মহিমা করেছেন। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই মহাভারতের লড়াই। এমন নয় যে, তোমাদের লড়াইয়ের ময়দানে এসে জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞানের জন্য তো একান্ত প্রয়োজন। ৭ দিন ভড়িতে থাকতে হয়। বাদবাকি সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ভক্তদের মধ্যেও কেউ খুব তীক্ষ্ণ হয়। রুদ্র মালা যেমন আছে ভক্ত মালাও আছে। ওটা হলো ভক্তদের মালা, এটা জ্ঞানের মালা। সবার উপরে শিব তারপর যুগল দানা এবং তাদের বংশধর যাদের মালা মানুষ স্মরণ (মালা হাতে জপ করা) করে। রাম-রাম করতে থাকে কেননা দুঃখী হয়ে পড়েছে, রাবণ সম্প্রদায় রামকে স্মরণ করে বলে এসে নিজের করে তোলা। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কোলে (আশ্রয়) এসেছ। বাস্তবে সমস্ত আত্মারাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। মনুষ্য সৃষ্টি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয়েছে। আত্মা তো অবিনাশী। আত্মাদের পিতাও অবিনাশী। এখন তোমাদের দুইজন পিতা - একজন বিনাশী, দ্বিতীয় জন অবিনাশী। ব্রহ্মাও শরীর ত্যাগ করেন। শিববাবার তো নিজের শরীর নেই। তিনি তো জন্ম-মৃত্যু রহিত। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে তোমরা বাচ্চারা আসো। তোমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। হিসেব আছে না! গুরু নানক যখন ছিলেন সেটাও ৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তিনি ৮৪ জন্ম কিভাবে নেবেন। বাকি লক্ষ জন্মের প্রশ্নই আসে না। বাবা বুঝিয়ে বলেন এখন সবার জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর নতুন খেলা (ড্রামা) সত্যযুগ থেকে শুরু হবে। সত্যযুগে অল্প সংখ্যক প্রয়োজন, তাহলে বাকিরা কোথায় যাবে? ওদের জন্যই খড়ের গাদায় আগুন লাগবে। বোমা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকি আত্মারা সবাই চলে যাবে মুক্তিধামে। এখন প্রলয়ের সময়, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ভারতকে অবিনাশী খন্ড বলা হয় কেননা ভারতই হলো বাবার জন্ম স্থান। শিববাবা ভারতেই আসেন। পতিত-পাবন বাবা এখানেই জন্ম নেন (অবতরণ করেন) অর্থাৎ সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য ভারত সবচাইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। ভারতের এতো মহত্ব কিন্তু সেই মহত্বকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও ড্রামার খেলা যা বাবা এসে ব্যাখ্যা করেন। বাবা বলেন আমিই জ্ঞানের সাগর। লক্ষ্মী-নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। ওদের মধ্যে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকে না।

সেই জ্ঞান অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আছে। তোমরাই মনুষ্য থেকে দেবতা হও। তোমরা এখানে আসো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য। বাবা বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। নিরাকার বাবা এনার (ব্রহ্মা) অরগ্যান্স লোন নিয়ে ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন করান। তোমাদের আত্মাও এই অরগ্যান্স দিয়ে শোনে। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা হলো স্টার, যা ক্রকুটির মাঝখানে থাকে এবং ঐ বাবা হলেন সুপ্রিম আত্মা। সেই সুপ্রিম এসে এনাকে তার মতোই সুপ্রিম করে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের গাইড। ঔঁনাকেই দুঃখ হতা সুখ কর্তা বলা হয়। দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে তোমাদের নিয়ে যাবেন। সত্যযুগে দুঃখ থাকে না। নতুন যুগের নলেজ নতুনই হবে তাইনা। এ'সব বিষয় মানুষ কখনও শোনেনি। সে ভালো হোক বা মন্দ মানুষ হোক। কিন্তু সবাই তো পতিত, তবেই তো গঙ্গায় স্নান

করতে, পবিত্র হতে যায়। গঙ্গার নাম পতিত-পাবনী রেখে দিয়েছে। বাস্তবে পতিত-পাবন তো বাবাকেই বলা হয়। পতিত দুনিয়ার পরে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়। সত্যযুগকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (নির্বিকারী দুনিয়া) বলা হয়। এবং ওটা (পরমধাম) হলো সাইলেন্স ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড (নিঃশব্দ নিরাকার ওয়ার্ল্ড)। আত্মারা এখানে এসে পার্ট প্লে করে। ৮৪ জন্মের জন্য এই পার্ট। তোমরা অলরাউন্ডার পার্ট প্লে করো। পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা তৈরি হয়েই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ-নিজ অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। সেটা কখনও মোছা যায় না। তোমরা ৮৪ জন্ম অনুভব করতে থাকবে। চক্রের শুরু বা শেষ নেই। ড্রামা কবে শুরু হয়েছিল - এই প্রশ্ন আসে না। এর না শুরু না শেষ হয়। সত্যযুগের আদি সত্য ছিল, এটাই সত্য এবং সত্য থাকবেই...। এই চক্রকে বুঝে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা মহারানি হও। তাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (বিশ্বের সর্বশক্তিমান কর্তৃপক্ষের) রাজ্য বলা হয়, এবং এটা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি বাবার কাছ থেকে পাওয়া যায়। তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছে ২১ প্রজন্মের জন্য সদা সুখের বর্সা পেয়ে থাকো। বাবাকে বলা হয় হেবনলি গডফাদার। হেবনের (স্বর্গ) বর্সা প্রদানকারী বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে এসে স্বর্গের বর্সা দিই। যে পুরুষার্থ করবে সেই সূর্যবংশী রাজত্ব যাবে। এটা কোনো কমন (সাধারণ) সংসঙ্গ নয়। এটা হলো গডলি ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ না! ভগবান শিক্ষা প্রদান করে মনুষ্যদের দেবতা করে তোলেন। এমন কোনো সত্সঙ্গ নেই যেখানে বলা হয় আমি মনুষ্যদের দেবতা করে তুলব।

এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়াতে দেবী-দেবতা পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। অন্যদের বোঝান উচিত যে দুইজন পিতা - একজন হলেন অসীম জগতের পিতা, অপর জন জাগতিক জগতের (হৃদ) পিতা। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তোমাদেরও রায় দিচ্ছি বর্সা নাও। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পরমপিতা পরমাত্মার মতে চললে তোমরাও স্বর্গের মালিক হতে পারবে। সত্য হলেন একমাত্র বাবা। তিনিই এসে শিক্ষা প্রদান করেন। এনার(ব্রহ্মা) অরগ্যান্স দ্বারা বলে থাকেন ব্রহ্মা শরীর দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকি। ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা দাদার উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। দাদার উত্তরাধিকারের প্রতি সমস্ত আত্মাদের অধিকার আছে। লৌকিক সম্বন্ধে শুধু মেল(পুরুষ) উত্তরাধিকার পায়। তোমরা তো আত্মা। সবাই ভাই-ভাই। সবাই শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। তোমরা দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছ।

বাবা বলেন আমি তোমাদের মন্দিরের যোগ্য করে তুলি। মানুষের মধ্যে দেখ কত ক্রোধ। একে অপরকে শেষ করে দেয়। এটা হলো বেশ্যালয়। শিবালয় ছিল, আবারও হবে। পরমপিতা পরমাত্মা শিব এসে শিবালয় তৈরি করেন। বেশ্যালয় থেকে লিবারেট করে গাইড হয়ে সবাইকে শিবালয়ে নিয়ে যান। সবাই নিজেদের পুরানো শরীর থেকে মুক্ত হয়ে আমার সাথে চলে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেবী গুণ ধারণ করে নিজের জীবন পরিবর্তন করতে হবে। সত্যথন্ডে যাওয়ার জন্য সত্য বাবার প্রতি সত্য থাকতে হবে।

২) এক সত্য বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে অসীমিত উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদানঃ:- প্রত্যেকের স্বভাব-সংস্কারকে জেনে সংঘর্ষের পরিবর্তে সেফ থাকা মাস্টার নলেজফুল ভব কোনো বিষয়কে ছোট বা বড় করা - এটা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যখন একে-অপরের স্বভাব-সংস্কার সম্পর্কে জেনে গেঁছো তো নলেজফুল কখনও কারো স্বভাব-সংস্কারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে না। যেমন কারো জানা আছে যে এখানে গর্ত আছে বা পাহাড় আছে সুতরাং সে তার সাথে ধাক্কা খাবে না, নিজেকে সরিয়ে নেবে। ঠিক সেইভাবেই তোমরাও সরে যাও অর্থাৎ নিজেকে সেফ রাখো। কোনো কাজ থেকে সরবে না কিন্তু নিজের সেন্টির শক্তি দ্বারা অন্যদেরও সেফ করা - এটাই হলো সরে যাওয়া।

স্নোগানঃ:- উড়তি কলার অনুভব করতে হলে সর্বদা ভাগ্য আর ভাগ্য বিধাতার স্মৃতিতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসের শখ রাখো, বিশাল বুদ্ধির হয়ে সার্ভিসের ভিন্ন - ভিন্ন যুক্তি গুলি বের করো, যে কথা অর্থহীন, সেগুলিকে কারেক্ট করো"

*প্রশ্নঃ - আত্মা, যা অজামিলের মতো নোংরা হয়ে গেছে, তাকে পরিস্কার করার সাধন কি?

*উত্তরঃ - তাকে জ্ঞান মানস সরোবরে ডুবিয়ে দাও, যদি জ্ঞান সাগরে ডুবে থাকে, তাহলে আত্মার ময়লা সাফ হয়ে যাবে ।

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে বড় পাপ কি?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণ যদি বাবার আজ্ঞা না মানে, তাহলে সেটা হলো অনেক বড় পাপ। বাবার প্রথম আজ্ঞা হলো, তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো, কিন্তু বাচ্চারা এতেই ফেল করে যায় । এরপর মায়া কোনো না কোনো বিকর্ম করিয়ে দেয় ।

*গীতঃ- ছেড়ে দাও অকাশ সিংহাসন.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি আসে? কে এসেছেন ? (বাবা, টিচার, সংগুরু) মাতা-পিতা শব্দ তো অবশ্যই চাই। মাতা-পিতা শব্দ তো ভারতেই প্রচলিত। তুমি মাতা-পিতা...এর পরে তোমরা বলতে পারো বাপ-দাদা । এমনিতে তো মাতা-পিতার মধ্যে বাপ-দাদা এসেই যায়, কিন্তু তা নয়, এ হলো বোঝানোর পদ্ধতি, কেননা বাবা আছে, মাও অবশ্যই প্রয়োজন। এখন মাতা প্রথমে কে ? এ হলো গৃহের থেকেও গৃহ্য কথা, যা কেউই বুঝতে পারে না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকা সত্ত্বেও কি মাতা প্রয়োজন ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কোনো প্রজাপত্নীও কি চাই ? তা নয় । প্রজাপত্নী চাই না, কেননা এ হলো মুখ বংশাবলী, তাই কেউই ব্রহ্মার পত্নী হতে পারে না । এ খুবই গৃহ্য এবং গম্ভীর কথা, এই কথা বোঝা এবং ধারণ করার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। ইনি হলেই একমাত্র বাবা, যিনি বাচ্চাদের সম্মুখে আসেন। তোমরা তো বুঝতে পারো যে, মাতা-পিতা, বাপ-দাদা সম্মুখে এসেছেন। বাচ্চারা বাইরে সার্ভিস করে, সেন্টারে যারা থাকে তারা এই কথা বুঝতে পারবে না যে, মাতা-পিতা, বাপদাদা সম্মুখে এসেছেন। তারা বুঝবে যে, অমুক বি.কে বা ব্রহ্মাকুমারী এসেছেন। এই মাঝামাঝিও এডাপ্ট করা হয়েছে । সবথেকে লাকী নক্ষত্র হলেন জগদম্বা, বাচ্চাদের সামলানোর জন্য ইনি হলেন মুখ্য, তাই এনার উপর কলস দেওয়া হয়েছে আর এই ব্রহ্মা তো হয়ে গেছেন ব্রহ্মপুত্র, মেল রূপে । তাই সরস্বতী অবশ্যই প্রয়োজন। সরস্বতীকেই জগদম্বা বলা হবে । এই মেলকে তো জগদম্বা বলা যাবে না । এ খুব বড় সুন্দর রহস্য, যা গীতা - ভাগবতে নেই। শাস্ত্র গুলিতে নানান কাহিনী বসে বসে লিখেছে । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বা ২৫০০ বছর পূর্বে কি হয়েছিলো, সুতরাং বসে লিখতে থাকে । সেই নাম - রূপ - দেশ - কাল তো কিছুই আর নেই। নাটকও অনেক প্রকারের বানাতে থাকে । এই বাবা সম্মুখে বসে খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন, যাতে বাচ্চারা প্রতিটি কথা সম্পূর্ণ বুঝে যায় । এই গীতেও অনেক গুলো অর্থহীন কথা আছে । এখন আকাশ তত্ত্ব তো হলো এটাই, যেখানে তোমরা বসে আছো । যে পারলৌকিক বাবাকে সবাই স্মরণ করে, তিনি কোনো আকাশ তত্ত্ব থেকে আসেন না । শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বলবে, সে এখানেই আছে । সব মুখ্য - মুখ্য আত্মারা, ধর্মস্থাপক ইত্যাদি এখানেই আছে । শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও ৮৪ জন্ম ধরে এখানেই আছে । তাঁর আত্মাকে তো আর ডাকা যাবে না । এই পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকা হয় যে, তুমি এসো, নিজের মহাতত্ত্ব নির্বাণধাম ত্যাগ করে ওখান থেকে এসো । তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সিংহাসন তো হলো মহাতত্ত্ব।

আকাশে তো তোমরা জীব আত্মারা থাকো । এ হলো খেলা চলার মণ্ডপ। যখন গীত শোনো তখন মনে নিজেই কারেক্ট করতে করতে চলো । এ তো যিনি নাটক বানিয়েছেন, তিনিই আবার গীত বানিয়েছেন। যারা ফিল্ম শ্যুট করে, তাদেরও বোঝানো উচিত। এতে অনেক বড় বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবা সার্ভিস করার জন্য রায় দান করেন। এই ড্রামা যিনি বানিয়েছেন, তাকে বোঝানো উচিত। তার সাথে দেখা করা উচিত। এতোটা বোঝার প্রয়োজন। বাবা তো ডায়রেকশান দেবেন। বাবা তো আর গিয়ে জিঙ্কোস করবেন না । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ডায়রেকশান দেবেন -- এমন এমন করো, শ্রীমতে চলো । (গীত) বাস্তবে ধরিত্রী হলো এই ভারত খণ্ড। তাঁকে ভারতেই আসতে হয় । ভারতই তাঁর জন্মভূমি । সবাই সেই নিরাকার ফাদারকেই ডাকতে থাকে । শ্রীকৃষ্ণ তো সকলের ফাদার নন। আর যে মুরলী দেখানো হয়, তা কোনো কার্তের বাঁশি নয়, যা শ্রীকৃষ্ণের হাতে দেওয়া হয় । মুরলী তো বাস্তবে জ্ঞান।

সরস্বতীকে গড়েজ অফ নলেজ বলা হয়। রাধাকে বলা হবে না, শ্রীকৃষ্ণকেও বলা হবে না। এ তো বাবা আর বাচ্চার জোড়া। সরস্বতীকে গড়েজ অফ নলেজ বলা হয়। তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্রও গড়েজ অফ নলেজ হওয়া উচিত, কিন্তু ব্রহ্মার জন্য তো এমন গায়ন হয় না। গড ইজ নলেজফুল - এমন বলা হয়। ব্রহ্মা নলেজফুল নয়, গড ইজ নলেজফুল। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞান দান করবেন। সবার প্রথমে তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করে, এনার দ্বারা অন্যদেরও জ্ঞান দান করেন। এর মধ্যে সব লাকী নক্ষত্ররা এসে যায়। জ্ঞান সূর্য, এরপর জ্ঞান চন্দ্রমা হলেন এই ব্রহ্মা, এরপর চাই জ্ঞান চন্দ্রমার নিকট এক নক্ষত্র, যে চন্দ্রমার সামনে থাকতে পারে। সে খুবই তীক্ষ্ণ হয়। তাঁকে জ্ঞান লাকী নক্ষত্র বলা হবে। তাঁর নাম সরস্বতী রাখা হয়েছে। সরস্বতী তো তাঁর কন্যা হয়ে গেলো, তাই না। ইনি তো বাবাও হলেন, আবার বড় নদীও হলেন। অনেক বড় নদী। সব নদীর মিলন সাগরে হয়। সাগর আর নদীর মিলনের মেলা হয়। সরস্বতীও সাগরে মিলিত হয়। তার কোনো মেলা হয় না। মেলা ব্রহ্মপুত্র নদীরই হয়। এই নদ হলো ওয়ান্ডারফুল, মেল (পুরুষ)। নদী তো ফিমেলকে বলা হয়। এই গুহ্য রহস্য অনেক বোঝার মতো, কিন্তু সবার প্রথমে এই কথা কাউকেই বলা উচিত নয়। প্রথমে তো লৌকিক মাতা-পিতা এবং পারলৌকিক মাতা-পিতার রহস্য বোঝানো উচিত। লৌকিক মাতা-পিতার থেকে অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে এসেছে। এই কথা তো খুবই পাক্সা স্মরণে থাকা উচিত। দ্বিতীয় কেউই এই দুই বাবার রহস্য বোঝাতে পারবে না। তারা তো জানেই না। গেয়ে থাকে - তুমি মাতা-পিতা.... এখন পিতা যদি সর্বব্যাপী হলো তাহলে মাতা কোথায় গেলো? এ হলো বোঝার মতো বিষয়, তাই না। মাতা-পিতা তো চাই, তাই না। নিরাকারকেই মাতা - পিতা বলা হয়। তিনি তো হলেন গড ফাদার। এরপর বলা হয় অ্যাডাম এবং ইভ। অ্যাডামই যে ইভ - একথা বুঝতে পারে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তিনিই আবার মাতা হয়ে যান। অ্যাডাম এবং ইভ বা আদম-বিবি বলা হয় কিন্তু অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, আদম - বিবি বাস্তবে ইনি। বিবিই আবার আদম। এনাকে বিবি - আদম দুইই বলা হয়। উনি তো হলেন বাবা। এ অনেক জটিল কথা। ভারতে গাওয়াও হয় -- তুমি মাতা - পিতা.... এমনই মানুষ শুনে শুনে গাইতে থাকে, অর্থ কিছুই বোঝে না।

সত্যযুগকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। লাখ বছর বলে দেয়। লং - লং, তাও কতো? কাহিনী তো নিকটেরই শোনানো হয়। তোমরা বোঝাতে পারো - লং লং এগো (অনেকদিন আগের) অর্থাৎ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই ভারতে দেবী - দেবতাদের অথও, অটল, সুখ - শান্তিময় রাজ্য ছিলো। তখন অন্য কোনো রাজ্য ছিলো না। এই শব্দ অন্য কোনো বিদ্বান, আচার্য বলতে পারবে না। দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো, সে কথা জানা উচিত, তা কিভাবে স্থাপন হয়েছিলো? কিভাবে লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিলো? কিভাবে তাঁদের রাজত্ব স্থাপন হয়েছিলো? তার পূর্বে তো কলিযুগ ছিলো। অবশ্যই কলিযুগের অন্তিম সময় এখন, আর কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে। সত্যযুগ এখন সামনে এসে গেছে। যা লং - লং ছিলো, তা এখন সামনে এসে গেছে। ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন তোমাদের বলবে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, এখন আর তা নেই। এখন সময় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। আবার এখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। এ হলো বোঝার মতো কথা। এ তো সত্যি যে, গীতা ইত্যাদি লেখা হয় এই কারণে যে, কেউ যাতে পড়ে রিফ্রেশ হতে পারে। একথা জানে যে, যা লেখা হয়, তা আবার প্রায় লোপ হয়ে যাবে। একথা সত্য যে, এই গীতাও থাকবে না। যা তোমরা লেখো, সেই সত্য জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়, আর এর সাথে সাথে সব শাস্ত্রও প্রায় লোপ হয়ে যাবে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কোনো শাস্ত্র থাকে না। তারপর পূর্ব কল্পে যেমন দ্বাপর যুগ থেকে শাস্ত্র লেখা শুরু হয়েছিলো, তেমনই আবার লেখা শুরু হয়ে যাবে। এ হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। রচনার সামগ্রী অনেক বড়। তোমরা সেকেন্ডে এই জ্ঞান গ্রহণ করো। সম্পূর্ণ রচনার আদি - মধ্য এবং অন্ত তোমরাই জানো। তোমাদের কাছে তিথি - তারিখ সমেত সম্পূর্ণ হিসেব - নিকেশ আছে। সবাই তো ৮৪ জন্মগ্রহণ করে না। কেউ ৭০ জন্মগ্রহণ করে, কেউ ৬০, কেউ আবার ২ বারও জন্মগ্রহণ করে। এ সবই মিনিমাম আর ম্যাক্সিমামের হিসেব। পরের দিকে যারা আসবে, তাদের অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসারে অল্প - অল্প জন্ম হবে। তার বিস্তার করা ফালতু হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝতে পারো। ৮৪ লাখ জন্ম তো হয় না, ৮৪ জন্মও প্রত্যেকে পায় না। এমনিতেই বলে দেওয়া হয় ৮৪র চক্র। ৮৪ লাখ জন্মের চক্রের গায়ন হয় না। (গীতা) পাপ - কপটের ছায়া পড়ে গেছে। এখন তো রাবণের রাজ্য, তাই না। আত্মার উপরে ময়লার ছায়া পড়তে পড়তে এখন সম্পূর্ণ অজামিল হয়ে গেছে। এতো ময়লা জমে গেছে যে পরিষ্কার করাই যায় না। এই ময়লা দূর করার জন্য গায়ন আছে যে, জ্ঞান মানস সরোবর, এতে যেন ডুবে থাকে। যেমন জং লাগলে তা দূর করার জন্য কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই জং ধরে গেছে, তাই জ্ঞান সাগরে ডুবে থাকে। এখানে কোনো জলের নদী বা সাগরের কথা নেই। জ্ঞান সাগর যে জ্ঞান দান করেন, সেই জ্ঞানে তৎপর থাকতে হবে। গৃহস্থ জীবনকেও দেখভাল করতে হবে। তাতে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হলে তা গ্রহণ করতে থাকে। প্রত্যেকের কর্মবন্ধন তার নিজের নিজের। সার্জন তো সকলের জন্য এক ওষুধ দেন

না। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন, প্রত্যেকের রোগ তার নিজের। এই পাঁচ বিকারের রোগ মহাভারী। এই রোগকে কেউ জানেই না। এই রোগ কবে থেকে শুরু হয়? আত্মা রোগাক্রান্ত হলে শরীরও রোগাক্রান্ত হয়। আত্মা দুঃখিত হলে শরীরও প্রভাবিত হয়। এই সব কথা শাস্ত্রে নেই। সে সব তো ভক্তিমার্গের ভক্তিকান্ড। ভক্তির জন্যও বাবা বলেছেন যে, প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি, তারপর রজোগুণী ব্যভিচারী ভক্তি। এরপর ব্যভিচারী তমোগুণী ভক্তি। ভক্তদের যেমন-যেমন অবস্থা হয়, ভক্তিও তেমনই হয়। জ্ঞানও এইভাবেই নামতে থাকে। প্রথমে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা, তারপর ১২ কলা..... প্রালঙ্ঘ্য যেমন তৈরী হয়, সেইভাবেই ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো উপার্জন। এই উপার্জনে বিঘ্ন আসে। দশার পরিবর্তন হয়। মানুষ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের উপরে কোন্ দশা বসে রয়েছে? তখন ওই লোকেরা বলে দেয়। এই প্রকৃত উপার্জনেও বাচ্চাদের উপরে দশা আসে। কোরোর উপরে রাহুর দশা আসে, মুখ কালো করে নেয়। কখনো বৃহস্পতির দশা ছিলো, মায়ার খাপ্পড় লাগলো, তখন রাহুর দশা এসে গেলো। কাম বিকারে এসে গেলো, তখন চট করে রাহুর গ্রহণ লেগে গেলো। তখন তালা বন্ধ হয়ে যায়। এ হলো গুপ্ত কঠিন সাজা। সে তখন আর কখনোই বলতে পারবে না যে, ভগবান উবাচঃ -- কাম মহাশত্রু। সন্ন্যাসীরাও কাম মহাশত্রুর কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়। এও নিবৃত্তি মার্গের পবিত্রতা, যা ভারতবাসীদের জন্য ভালো। ভারতবাসীরাই পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়, তাই তাদের আটকানোর জন্যই এই সন্ন্যাসীদের জীবন। মেরামতির জন্যই এই পবিত্রতা। এই পবিত্রতার শক্তিতেই সৃষ্টি এতদিন ধরে চলতে থাকে। এখন তো ওরাও পতিত হয়ে গেছে। তোমাদের তো ওদের জন্যও সার্ভিস করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের এই সার্ভিসের খুবই শখ থাকা উচিত।

কোনো বেকায়দার চলন চলবে না। যদিও তোমরা পুরুষার্থী, সম্পূর্ণ তো এখনো কেউ হয়নি। কিছু না কিছু পাপ হতেই থাকে। বাবার আশ্রয় পালন না করা - এও অনেক বড় পাপ। বাবার ফরমান হলো, তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো। আমি জানি যে, তোমরা এমন করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থী করো না। যে করবে, সে ভালো পদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পাঁচ বিকারের রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে। আত্মার উপরে যাতে কোনো রোগ না লাগে, এর সুরক্ষা করতে হবে।

২) প্রকৃত উপার্জন করতে হবে এবং করাতেও হবে। কোনো বেকায়দার চলন চলবে না। কখনোই যেন রাহুর দশা না বসে, এরজন্য বাবার নির্দেশে চলতে হবে।

বরদানঃ:- স্মরণ এবং সেবার দ্বারা সব চক্রকে সমাপ্ত করে এক বহ্নির (শামা) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত বহ্নিপতঙ্গ (পরবানা) ভব।
যে বাচ্চারা স্মরণ এবং সেবাতে সদা ব্যস্ত থাকে, তারা সমস্ত চক্র থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়। কোনো চক্র যদি থেকে যায় তাহলে চক্রই খেতে থাকবে। কখনো সম্বন্ধের চক্র, কখনো নিজের স্বভাব - সংস্কারের চক্র, এমন ব্যর্থের সমস্ত চক্র তখনই সমাপ্ত হবে, যখন বুদ্ধিতে এক বহ্নি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। যে বহ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে বহ্নির সমান হয়ে যায়। এমন যারা আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ সমাহিত হয়ে যায় যারা, তারাই হলো প্রকৃত বহ্নিপতঙ্গ।

স্লোগানঃ:- যে প্রকৃত পরশ পাথর হয়েছে, তার সঙ্গে লোহা সদৃশ্য আত্মারাও সোনা হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচারসাগর মন্ডন করে, শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমাত্মা শিবের মহান পার্থক্য গুলিকে স্পষ্ট করো"

- *প্রশ্ন:- ব্রহ্মা বাবা নিজের সাথে নিজে কি কথা বলেন? কোন বিষয়টি তাঁর কাছে ওয়ান্ডার (আশ্চর্যজনক) লাগে?
- *উত্তর:- ব্রহ্মা বাবা নিজের সাথে কথা বলেন যে - জানিনা এমন কেন হয় যে, আমি ঘন ঘন শিব বাবাকে ভুলে যাই। এমনটা নয় যে - যখন বাবা এই দেহে প্রবেশ করেন তখন শুধু তাঁর কথা মনে থাকে আর যখন তিনি চলে যান তো তাঁর কথা ভুলে যাই। আমি তো তাঁর সন্তান, তাহলে তাঁর স্মৃতি ভুলে যাই কেন? তবে কি - যখন আমি তাকে স্মরণ করি, তখনই তিনি আসেন? এইভাবে ব্রহ্মাবাবা নিজের সাথে নিজে কথা বলতে বলতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান।
- *গীত:- তুমি প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি। শিববাবা বসে তাঁর হারানিধি বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে, গীতার ভগবান প্রকৃতপক্ষে কে? কারণ এখন ভারত অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, অজ্ঞানতার অন্ধকার। তারপর আসবে জ্ঞানের আলোকময় দিবস। পরমপিতা পরমাত্মাকে মানুষ জ্ঞানের সাগর বলে মানে, নলেজফুল বলে স্বীকার করে। আচ্ছা, যদি তিনি জ্ঞানের সাগর হন, তাহলে তাঁর থেকে কি প্রাপ্তি হয়? নদীর অফুরন্ত জলে সকলে প্রাণভরে আনন্দে স্নান ইত্যাদি করেন। তোমরা জ্ঞানের সাগর থেকে কি প্রাপ্ত করো? কেবলমাত্র এক বিন্দু। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে - আমি জ্ঞানের সাগর, তোমাদেরকে এক বিন্দু প্রদান করি। কোন বিন্দু? শুধুমাত্র এটাই বলি যে - আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এ কথা নিশ্চিত জানবে যে - তোমরা নিজেদের ধাম শান্তিধাম-সুখধামে ফিরে যাচ্ছে।

জ্ঞানের সাগর তোমাদেরকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির স্থান বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেন। তোমরা ঘরে বসে বসেই তাঁর কাছ থেকে দিব্যদৃষ্টি লাভ কর। মানুষ যখন একে অপরের দৃষ্টিগোচর হয় তখনই তাকে দৃষ্টি দিতে পারে। ঘরে বসে বসেই বাবা তোমাদেরকে সাক্ষাৎকার করিয়ে নেন। এই একবিন্দু প্রাপ্তিতে তোমরা এই লৌকিক জগতের উর্ধ্বে গমন করো, এখানে ঘরে বসে বসেই তোমরা বৈকুণ্ঠধামে ভ্রমণ করে আসো। এখন বাবা, এসব কথা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। গীতার ভগবান কে? তিনি হলেন - জ্ঞানের সাগর, নিরাকার। সাধারণ মানুষ এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা কীর্তন করে। এখন তোমাদেরকে কথা বোঝাতে হবে যে - শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান শোনাননি। প্রথমে বলা হয় যে - কংসপুত্রীতে, শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তারপর আকাশে দৈববাণী হলো - ওহে কংস, তোমাকে যে বধ করবে, সে জন্মগ্রহণ করেছে। এ কথা তোমরা জানো যে সব হলো অসুর। কংস, জরাসন্ধ, অকাসুর, বকাসুর ইত্যাদি সকল পাপ আত্মাদের বিনাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছে দেখানো হয়। তো শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। সে তো শিশুমাত্র ছিল। তাহলে সে জ্ঞান প্রদান করলো কখন? তারা তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বড় রূপে দেখায়, ছোট শিশুরূপে দেখানো হয় না। ঠিক সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তীর পর, গীতা জয়ন্তী পালন করা হয়। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর যখন তিনি বড় হয়ে উঠলেন, নিশ্চয়ই তখনই এই গীতা জ্ঞান দিয়েছিলেন। দেখানো হয় - তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, জন্মের সময় দেখানো হয় - রাত্রি কাল। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছে যে, শিববাবার পধরামনী (ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করেছেন) হয়েছে। এ কথা কেউই জানে না যে, তাঁর আগমন কখন হয়েছে। শিববাবা তো ছোট শিশুরূপ ধারণ করেননি। তিনি ব্রহ্মাবাবার বয়ঃবৃদ্ধ বাণপ্রস্থ অবস্থার দেহে এসেছেন। তিনি কখন এসেছেন - তার কোনো ডেট নেই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর তিথি-তারিখ রয়েছে আর মাতৃগর্ভ থেকে তার জন্ম হয়। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁকে ছোট শিশু রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই, যিনি আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান শোনাবেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল স্বর্গে, তিনি কাউকেই রাজযোগ শেখাতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেই তো রাজা। তোমরা নিশ্চিত ভাবেই এ কথা জানো যে, নিরাকার বাবা এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি পতিতদেরকে পবিত্র করে তাদেরকে রাজার রাজা বানিয়ে দেন।

লৌকিক জগতের রাত-দিন এবং এই অসীম জগতের রাত-দিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ হল সপ্তম যুগ, যখন ব্রহ্মার রাত্রিকাল পূর্ণ হয়ে দিবসের সূচনা হয়। এখন এ হলো অসীমের রাত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে পূর্ণ। সত্যযুগ আলোকময়। এখানে কোনো লৌকিক রাতের কথা হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রাত্রি কালে পালন করা হয়। সে তো গেলো লৌকিক সীমিত জগতের কথা, এ হলো অসীম জগতের কথা। বাবা বলেন যে - আমি তো আসি, আমার এখানে আসার কোনো তিথি

তারিখ নেই, কৃষ্ণ-রাম ইত্যাদিদের নির্দিষ্ট তিথি নক্ষত্র রয়েছে। এরাই হলো মুখ্য দুই।

এখন শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী আসছে। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট শিশু মাত্র। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিনের কথা - এরই গায়ন রয়েছে। ব্রহ্মার অসীম এই দিবসে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয় এবং ব্রহ্মার অসীমের এই রাত্রিকালে ব্রহ্মার আগমন হয়। ব্রহ্মাই তো পরবর্তী কালে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে আসেন। লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানে, তারা মনে করে যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং এই বিষয়েও তাদেরকে বোঝাতে হবে। লৌকিক লোকে যাকে শিবরাত্রি বলে, তোমরা তাকে বল শিবজয়ন্তী। শিবজয়ন্তী বলাটাই সঠিক। এই বিষয়েও বোঝানো যেতে পারে। শিব তো কোন মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি আসেন অতি সাধারণ দেহে। সত্য যুগে শ্রীকৃষ্ণের বংশপরম্পরা, ৮ পুরুষ ধরে চলতে থাকে। শৈবকালে তাঁকে বলা হয় মোহন বা কৃষ্ণ। ঠিক যেমনভাবে লৌকিকে ওয়েলস এর প্রিন্স রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বসবেন ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে, তিনি হবেন প্রিন্স অফ ইন্দ্রপ্রস্থ (ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকুমার)। তারপর তিনি প্রিন্স থেকে কিং হবেন (রাজকুমার থেকে রাজা হবেন)। তখন কৃষ্ণ নামে নয়, মহারাজার নামে গায়ন হয়। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে উঠবেন সত্য যুগের মহারাজা মহারানী। কিং শব্দটি একটি ইংরেজি শব্দ, প্রকৃত নাম হলো মহারাজা মহারানী। এমনটা কখনোই নয় যে, নারায়ণ এসে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। স্বয়ম্বর সম্পন্ন হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন শ্রীনারায়ণ। কিন্তু জ্ঞানের সাগর শিবের নাম কখনো পরিবর্তিত হয় না, তাঁর একটাই নাম। তিনি যে রথে (দেহে) প্রবেশ করেন, সেটি বড় রথ। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার দেহে প্রবেশ করা মাত্রই জ্ঞান শোনানো শুরু করেছেন। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) তো কিছুই জানতেন না। বুঝতে পারা যেতো যে, তাঁর মধ্যে শিবাবার প্রবেশ হয়েছে, যিনি সাক্ষাৎকার করছেন। নলেজ প্রদান করছেন। এই সাক্ষাৎকারের রহস্য অথবা এই জ্ঞান, প্রথমে দিকে ব্রহ্মাবাবা বুঝতে পারতেন না। বাবা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন - প্রথমে দিকে যখন বেনারসে গিয়েছিলেন দেয়ালে গোলাকার নানান রকমের চিত্র আঁকতেন, তখন তিনি কিছুই বুঝতে পারতেন না যে - এসব কি? তখন ব্রহ্মাবাবা যেন ছোট বেবী হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নতুন জন্ম হয়েছিল। অনেকেই বলে থাকে না যে - বাবা, আমরা তো তোমার মাত্র ৮-১০ মাসের সন্তান হয়েছি। সে অনুযায়ী ব্রহ্মাবাবাও বলতেন যে - আমিও তাঁর সন্তান হয়েছি। তিনি বলতেন যে - প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারতাম না, সেই সমস্ত জ্ঞানের কথা চিরাচরিত প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, বসে বসে না জানি কত কিছু লিখতাম। এখন তো শিখতে শিখতে কত বছর হয়ে গেছে! এখন শিব বাবার কথা বুঝতে পারি। বাবা বলেন - বাচ্চাদেরকে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে বোঝাতে হবে, এই বিষয়ে খুব সুন্দর উপযুক্ত চিত্র রয়েছে, সৃষ্টিচক্রের কল্পবৃক্ষে ব্রহ্মার চিত্রও রয়েছে। জ্ঞানের মাখন এখন তোমরা গ্রহণ করো - এই মাখন হলো বিশ্বের মালিকানার মাখন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে আসেন প্রালঙ্ক নিয়ে - শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স, তারপর তাঁর সন্তানেরা প্রিন্স হবেন। এইসবই তাদের প্রালঙ্ক, যা কলিযুগে ছিল না। সুতরাং এই সূর্যবংশীর প্রালঙ্ক কে বানিয়েছেন? গায়ন রয়েছে যে - জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হলো আর অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশ হলো। শিব বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এসে এখন স্বর্গের স্থাপনা করছেন। এইভাবে এর কনট্রাস্ট (বৈপরীত্য) বোঝাতে হবে। দেখানো হয় যে - শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। এও বলা হয় যে সেই সময়ে কংস, জরাসন্ধ ইত্যাদিরা ছিলেন। কিন্তু ওখানে (সত্যযুগে) তো কোনো রকমের অসুর থাকতে পারে না। দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধের কথা দেখানো হয়। তাহলে নিশ্চয়ই কলিযুগের অন্তিম সময়ে অসুররা ছিল আর সত্যযুগের আদিকালে দেবতারা ছিলেন। এই দুয়ের কোনো রকমের যুদ্ধ হয়নি। মহাভারতের লড়াই অবশ্যই হয়েছে। এখন এখানে দেবতারা তো থাকতে পারেন না। এখন অসুরদের সাথে অসুরদেরই যুদ্ধ চলছে। মুসলমানদের রাজত্বও দেখেছো। অবশ্যই যাদব কৌরব পাণ্ডবও রয়েছে।

পাণ্ডবেরা হলো নন ভায়োলেন্স (অহিংসক) যোগবল যুক্ত। এখানে তো মানুষ-মানুষের শত্রুতার জন্য, রক্তের নদী বইতে থাকে। পার্টিশনের (দেশ ভাগ) সময় ভয়ানক রক্তের নদী বয়েছিল। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যুদ্ধ হয়েছিল। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের যুদ্ধ বেধেছিল, তা না হলে রক্তের নদী কেমন করে হবে? তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্রের আঘাতে, তারা একে অপরের হত্যা করে, রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিল। আর এখন এ হলো সঙ্গমের সময়। রক্তের নদীর পর, সত্যযুগে এরপর দুধ-ঘি এর নদী বইবে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলো ছোট প্রিন্স। মানুষ তাঁর সম্বন্ধেও অনেক গ্লানি করেছে। তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না, দেবতাদের উদ্দেশ্যে মহিমা কীর্তন করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম... এই সকল মহিমা কখনো কোনো শিশুর হতে পারে না। সর্বদাই রাজা রানীর মহিমা কীর্তন হয়। তারা লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে আর কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কতো বড় ভুল করে দিয়েছে! লক্ষ্মী-নারায়ণের শৈবের কাহিনীও কেউ বলতে পারে না। রাম সীতার শৈবের গাথা কিছু না কিছু সকলেই বলতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু সঠিক কথাও তো বলা দরকার। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা কীর্তন করা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলাসম্পন্ন, সম্পূর্ণ

নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম, অহিংসা পরমধর্ম। আচ্ছা, তাদেরকে এত সুন্দর রাজত্ব কে প্রদান করেছেন? মানুষের রেফারেন্স দিলেই লোকে কনফিউজড হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা উঠলেই তোমাদের স্মৃতি সত্যযুগে চলে যায়। এ হলো নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার কথা। এই কাহিনীকে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠার কাহিনী বলা হয় না, একে বলা হয় সত্যনারায়ণের কথা। সত্য কৃষ্ণের কথা বলা হয় না। সত্য পিতা, জ্ঞানের সাগর এসে এইসব কথা শোনাচ্ছেন। এ হল সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিম সময়ের কথা। তাতে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাও এসে যায়। তাঁদের ৮৪ জন্মের কথা এতে দেখানো হয়। শ্রী নারায়ণের এই কাহিনী শুনে ভবসাগর পার হয়। অবশ্যই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার সত্য কথা শোনাচ্ছেন। শ্রী নারায়ণ তো অনেক বড়, সম্মানীয় তাই না। স্বয়ম্বরের পূর্বে তাঁর নাম কি ছিল? স্বয়ম্বরের পূর্বেও কি তাদের নাম লক্ষ্মীনারায়ণই ছিল, নাকি অন্য কোনো নাম ছিল? তাঁরা ছিলেন রাধা কৃষ্ণ, স্বয়ম্বরের পর তাদেরই নামকরণ হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। বাবা এইরকম বিষয় (নিবন্ধ, essay) দেন তোমাদেরকে বিচারসাগর মন্থন করার জন্য। প্রথম নম্বর ভুল হলো এটাই। তোমরা জানো যে এখন হলো কলিযুগ, এখানে যাদব, কৌরব, পান্ডব সকলেই রয়েছে। কলিযুগের সময় চলছে, কলিযুগের পর সত্যযুগ অবশ্যই শুরু হবে। বাবা বলেন যে - আমি গাইড হয়ে এসেছি, রাবণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, সকল আত্মাদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

গায়ন রয়েছে যে - আত্মা পরমাত্মা বহুকাল একে অপরের থেকে আলাদা ছিল... এমনটা নয় যে কৃষ্ণ বহুকাল আলাদা হয়েছিল। এই মহিমা হলো সেই নিরাকারের - যখন সৎগুরু হলেন দালাল, তখন সুন্দর মিলন মেলা হলো। এখন এখানে অনেক গুরু। গায়ন রয়েছে যে - সদ গুরু হলেন দালাল... সত্য পরমপিতা পরমাত্মা দালাল রূপে এসে মিলন করেন। কোনো বিষয়ে লেনদেনের সওদা হয় দালালের মাধ্যমে। এখানে পরমাত্মার সাথে আত্মার গাঁটছড়া বাধা হয়। আত্মা আর পরমাত্মা হলো ভিন্ন। পরমাত্মা তো নিরাকার, তিনি এসে ঐনার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন। তিনি স্বয়ং দালাল হয়ে আসেন। তিনি বলেন - আমি পরমপিতা পরমাত্মা, আমাকে স্মরণ করো। তিনি ব্রহ্মা বাবার শরীরে এসে বলেন যে - মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে মায়া রাবণের থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে সাথে নিয়ে যাবো, তোমাদেরকে পুনরায় রাজত্ব প্রদান করে আমি নিজে নির্বাণধামে চলে যাবো। কৃষ্ণ কখনোই এমনটা বলবে না, এ তো হলো আত্মা আর পরমাত্মার কথা। কৃষ্ণ তো হলো ছোট বাচ্চা। এই জ্ঞানের রহস্য, খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, কিভাবে ব্রহ্মা বাবার শরীরে তাঁর প্রবেশ হলো। তখন ব্রহ্মাবাবা বৃকতে পারলেন যে - আমি রাজার রাজা হবো। তিনি বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার দর্শন লাভ করলেন আর হৃদয়ে অপার আনন্দের সঞ্চার হলো। তারপর তিনি বিনাশেরও সাক্ষাৎকার করেছিলেন। কিন্তু ততটা ভালোভাবে বৃকতে পারেননি। এখন তিনি বোঝেন যে, শিববাবা এই সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন, তিনি বলছিলেন যে, তুমি নর থেকে নারায়ণ হবে। কিন্তু সেই সময় এতটা বোঝার অবস্থায় তিনি ছিলেন না। যেমনভাবে ব্রহ্মাবাবা রাত্রি বলেছিলেন - জানিনা কেন, মাঝে মাঝে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। এমন তো নয় যে - যখন বাবা এসে এই দেহে প্রবেশ করেন, তখন বৃকতে পারি যে, বাবা এসেছেন মনে থাকে আর বাবা চলে গেলেই তাঁর কথা ভুলে যাই। যখন কোনো পয়েন্ট শোনান তখন ফিল (অনুভব) করতে পারি যে, অসীম জগতের বাবা এসে সেসব শোনাচ্ছেন। কিন্তু আমি নিজেই তা ভুলে যাই। তবে কি যখন আমার স্মরণে থাকে তখনই তিনি আসেন? তবে কি বলা যায় যে - আমি বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করি? তিনি আসেন এই দেহে কিন্তু এতে সকলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাঁকে স্মরণ করাই প্রধান বিষয়। তিনি আসুন বা না আসুন, বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - গীতা জয়ন্তীর পরেই হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। সবার প্রথমে হয় শিবজয়ন্তী তারপর গীতা জয়ন্তী এবং তারপরে কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিব হলেন সর্বোপরি। তিনি এক মুহূর্তে এসে গীতা শুনিয়ে যান। তিনি ছোট একেবারেই নন। এইসব ব্যাপারে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত যে - কিভাবে আমরা বোঝাবো?

প্রথমে খেয়াল করো - শিব কাকে বলা হয়, যার রাত্রি পালন করা হয়। সত্যযুগ হলো শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার নলেজ অবশ্যই বাবাই দেবেন, তিনি হলেন নলেজফুল। আর কাউকেই নলেজফুল বলা যায় না। গড ইজ নলেজফুল, রচয়িতা, বীজরূপ। তিনি এই ড্রামার নলেজ শোনাচ্ছেন। ড্রামা কখন শুরু হয় আর কখন সম্পূর্ণ হয় - তা কেউই জানে না। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তিম সময় পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপোর্ট হতে থাকে - তা কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। এসব কথা সেই বলতে পারেন যিনি নিজে ত্রিকালদর্শী। সেই এক (শিব বাবা) ছাড়া আর কেউই ত্রিকালদর্শী নয়। তিনি তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী করে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মাস্টার নলেজফুল এবং ত্রিকালদর্শী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমাত্মা শিবের মধ্যে যে প্রধান পার্থক্য রয়েছে সেগুলিকে স্পষ্ট করে, সকলকে নিবিড় অন্ধকার থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে।

২) বাবা এরকম যে সকল বিষয় (নিবন্ধ) দিয়ে থাকেন, সেই বিষয়ের ওপরে বিচারসাগর মন্বন করতে হবে। উপায় বার করতে হবে যে কিভাবে অন্যদেরকে বোঝানো যায়।

বরদানঃ:- বুদ্ধির চমৎকারিত্বের দ্বারা আকারে সাকারের অনুভব করে দিলারামের দিলরুবা ভব অনেক বাচ্চারা পেরে এলেও, আকার রূপের দ্বারাও সাকার রূপের অনুভব করে থাকে। তাদের অনুভব থেকে তারা বলতে থাকে যে - আমরা সাকারে তাঁর পালনা নিয়েছি আর এখনো তা গ্রহণ করছি। সুতরাং আকার রূপে সাকারের অনুভব করা - এ হলো বুদ্ধির একাগ্রতা এবং স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। এও তো বুদ্ধির চমৎকারিত্বের প্রমাণ। এইরকম বাচ্চারা তো দিলারাম বাবার সমীপে দিলারামের দিলরুবা হয়ে থাকে, তাদের হৃদয়ে সর্বদা এই সংগীত অনুরণিত হতে থাকে - বাঃ, আমার বাবা বাঃ।

স্নোগানঃ:- ত্যাগী আত্মার প্রতিটি কর্ম এবং কদমে সফলতা সমাহিত হয়ে আছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যে কোনো ভুলই হোক না কেন বাবার কাছে লুকাবে না, যদি লুকাও তাহলে বার বার লুকাতে লুকাতে নিজেই আড়ালে হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - ভুল গুলিকে (বিগড়ে যাওয়াকে) সঠিক করেন যে বাবা, বাচ্চারা তোমাদের ভুল গুলিকে কীসের আধারে সঠিক করেন তিনি?

*উত্তরঃ - পবিত্রতার আধারে। তোমরা বাচ্চারা জানো যখন বাবা ভুল গুলিকে সঠিক করতে আসেন তখন এই পবিত্রতা নিয়েই অনেক ঝগড়া ইত্যাদি হয়। অবলাদেরকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। পবিত্র হওয়া ব্যতীত দেবতা হতে পারবে না। ভারতকে কড়ি থেকে হীরা, দুঃখধাম থেকে সুখধামে, পুরানো থেকে নতুন বানানোর জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এই বিষয়েই বাবাকে মদদ করো তাই বাবার সাথে তোমাদেরও পূজা হয়।

*গীতঃ- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম (নিরালা).....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো? কোন বাচ্চারা? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা। বাবা বলেন আমি বি.কে.দের প্রথমে শোনাই। বাচ্চারা জানে এখানে কোনও শূদ্র কুমার বা রাবণ কুমার এসে বসতে পারে না। নামই হলো ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা জানো যে আমাদের ব্রহ্মা বাবার বাবা তো হলেন শিব। আমরা আত্মা, আমাদের বাবাও হলেন শিব। সেই বাবাই ভুলকে অর্থাৎ বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করে দেন। ভারতই ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, ভারতকেই সঠিক বানান। বাবা বলেন ভারত হীরে তুল্য ছিল, সুখধাম ছিল। নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, নতুন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন ভারতের অবস্থা বিগড়েছে, এখন হলো অসুরদের রাজ্য । ভুলত্রুটি সঠিক করেন কে অথবা শুধরে দেন কে? এই কথা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশ্যই ভারত অনেক উষ্ণ ছিল, এখন নীচে আছে। অন্য কোনও ধর্মের জন্য এমন কথা বলা হবে না যে তারা খুব উঁচুতে ছিল, এখন নীচে আছে। যারা রাজত্ব হারিয়েছে তারাই পুনরায় রাজত্ব করবে। তখন বলা হয় পুনরায় ভুলকে সঠিক করেন। সত্য যুগের পরে নিশ্চয়ই ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ আসতেই হবে। সবাইকে ত্রুটিপূর্ণ হতে হবে। সত্য, রজঃ, তমঃ-তে অবশ্যই আসতে হবে। এখন সকলেরই স্থিতি বিগড়ে রয়েছে । সব ধর্মের পরস্পরের সঙ্গে হাঙ্গামা অনেক । চীনাাদের নিজেদের মধ্যে, বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে, সবাই নিজেদের মধ্যে অনেক লড়াই ঝগড়া করে। এত এত যে ধর্ম আছে সব ধর্মের স্থিতি বিগড়ে আছে। সব তমোপ্রধান জর্জরিত অবস্থায় আছে। সবাইকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে। রাবণ তমোপ্রধান বানিয়ে দেয়, পরে রাম এসে রাবণের বিগড়ে যাওয়াকে সঠিক করেন।

তোমরা জানো রাম কাকে বলা হয়। রাম-রাম বলে মালা জপ করে সুতরাং পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। নামই হল রুদ্র মালা। রুদ্র শিবের গলার মালা। সব ধর্মের মানুষ স্মরণ অবশ্যই করে। সব ধর্মের মানুষের সদগতি দাতা হলেন শিব। সাথে নিশ্চয়ই সহযোগীও থাকবে। রুদ্রের মালা অনেক সার্ভিস করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে অনেক সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিস করো তবে তো তোমাদের পূজা হয়। রুদ্র যজ্ঞও রচনা করে, শুধুমাত্র ভারতে নয় বরং সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কারণ তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র বানাও। সর্বশক্তিমান বাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা স্বর্গ বানাও, তবে তো নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে তোমাদের পূজা করা উচিত। রুদ্র হলেন পিতা। তাঁর বিশাল মাটির শিবলিঙ্গ বানায় আর ছোট ছোট শালগ্রামও বানায়। নাম হলো রুদ্র যজ্ঞ। তোমাদের পূজা হয় কারণ তোমরা সেবা করে গেছো। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে, অনেক পূজা অর্চনা করে। লক্ষ লক্ষ শালগ্রাম বানায়। প্রথমে আটের মালা তারপরে হলো ১০৮-এর এবং ১৬১০৮-এর। তারা সহযোগিতা করেছে, যারা সহযোগিতা করবে তারাই সমীপ স্থানে থাকবে।

এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো রুদ্র মালায় যাতে নিকটস্থ স্থান প্রাপ্ত হয়। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ হলো খুব সহজ। বাচ্চার জন্য বাবাকে স্মরণ করা তো খুব সহজ কথা, জন্মের সাথে সাথেই বাবা-মাম্মা বলা শিখে যায়। তো তোমরাও বাবা-মাম্মার সন্তান হয়েছো। তোমরা বলেও থাকো তুমি হলে মাতা পিতা... এখন তোমরা জানো আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি। সেই মাতা-পিতা আমাদেরকে রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও রাজা বানানোর শিক্ষা তো রাজাকে দেওয়া উচিত। যেমন ব্যারিস্টার বানানোর শিক্ষা ব্যারিস্টার দিয়ে থাকেন কিন্তু এখানে

তো আছে ওয়াল্ডারফুল কথা। পরম পিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর। ওয়াল্ড অলমাইটি অথরিটি। সব বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ ইত্যাদির বিষয়ে উনি জানেন। উনি হলেন নিরাকার, নলেজফুল, ক্লিসফুল, দয়াশীল। সকলের উপরে দয়া করেন। সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপরে দয়া করেন কারণ সম্পূর্ণ সৃষ্টি তুমোপ্রধান হয়ে গেছে। ৫ তন্ত্রও তুমোপ্রধান হয়েছে। সবার উপরেই দয়া করেন, সেসবও সতোপ্রধান হয়ে যাবে কারণ তাঁকে অসীম জগতের সর্বোদয়া বলা হয়। এও ড্রামাতে ফিক্স আছে। আত্মা পবিত্র হলে প্রতিটি বস্তু পবিত্র হয়ে যায়। এখন তন্ত্র ইত্যাদিও অনেক ক্ষতি করে। সেখানে তন্ত্রও সতোপ্রধান থাকে। কখনও কেউ বৃদ্ধ হয় না। সুতরাং বিগড়ে যাওয়াকে আবার তৈরী করেন একমাত্র বাবা। তাঁকেই ওয়াল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। উনিই অলমাইটি অথরিটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি নিজেও হলেন নিরাকার, তাঁকে মহারাজা বা বিশ্বের মালিক, বিশ্বরাজ্য অধিকারী বলবে না। তিনি তো হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ সকল কর্ম করাচ্ছেন যিনি। দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন করাচ্ছেন। তিনি নিজে রাজত্ব করেন না।

তোমরা বাচ্চারা বলো আমরা ওয়াল্ড অলমাইটি অথরিটি বিশ্বের মালিক হই। তখন তোমাদের উপরে কোনও অথরিটি চলে না। কেউ হুকুম করতে পারে না। সত্যযুগ-ত্রৈতায় অন্যরা থাকে না। তো বাচ্চারা, তোমাদের প্রমাণ করে বলতে হবে সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো গীতা। ভগবান এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই। মানুষের স্থিতি বিগড়েছে তবেই তো শিববাবা এসে দেবতা বানাচ্ছেন। সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। কন্যারা লেখে - বাবা, পবিত্র হওয়ার জন্য খুব যাতনা দিতে থাকে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে খুব যুক্তি সহকারে চলা উচিত। এতেই খুব সতর্কতা থাকা উচিত। একটি খেলা আছে, যেখানে দেখানো হয়েছে নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য স্ত্রী কতরকমের চরিত্র ধারণ করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এতে নষ্টমোহ হতে হবে। অনেকের নিজের স্বামীর প্রতি, সন্তানের প্রতি মোহের তার জুড়ে থাকে। কন্যার তো শুধু মাতা পিতা এবং ভাই বোনের প্রতি মোহ থাকে, পরে যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন প্লাস আরও বেড়ে যায়। স্বামী, স্বাশুড়ি পরে সন্তানের জন্ম হলে তাদের প্রতি অনেক মোহ যুক্ত হয়ে যায়। ডবল বৃদ্ধি হয়ে যায়। সেইজন্য প্রথমে তো নষ্টমোহ চাই, তখন পরীক্ষাও আসে। যেমন রাজারা ঘর সংসার ত্যাগ করে প্রথমে তো গুরুর শরণে যায়, গুরু তখন তাদেরকে কাঠ কাটতে বলে, আগ্রমের সাফাই ইত্যাদি করায় যাতে দেহ-অভিমান ভঙ্গ হয়। এখানেও এমন নিয়ম কায়দা আছে। গরিব মানুষ তো এইসব কাজ করেই থাকে। ধনী ঘরের মানুষের খুব দেহ-অভিমান থাকে তো তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। শুরুতে বাবাও পরীক্ষা নিয়েছিলেন তাইনা। দেহ-অভিমান ভঙ্গ করার জন্য তোমরা সব কিছু করেছিলে। মোটর গাড়ি পরিষ্কার করা, ধোপার কাজ করা। যে আসবে তাকেই বলবে - প্রথমে তো এই কাজ করতে হবে। ধনী ঘরের মানুষের জন্য তো আসা খুব কঠিন। গরিবদের তো মার খাওয়ার বিপদ রয়েছে। পবিত্র থাকতে দেয় না। তাদের সঙ্গে তখন যুক্তি দিয়ে চলতে হয় কিন্তু সম্পূর্ণ নষ্টমোহ অবশ্যই চাই। অপূর্ণ নষ্টমোহ হলে এক পা এদিকে, আর অন্যটি ওই দিকে থাকবে, ঝুলতে থাকবে। তখন এইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে অনেকে দুঃখী হয়ে পড়ে। পিতাকে ভুলে ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে পড়ে।

বাবা বাচ্চাদেরকে নিরন্তর স্মরণে থাকার যুক্তি বলে দেন। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মাজিত হতে পারবে। কল্প-কল্প শ্রীমৎ প্রদান করে এসেছেন। রাজধানী স্থাপন তো অবশ্যই হবে। যারা পূর্ব কল্পের ন্যায় পুরুষার্থ করেছে তারা গুপ্ত থাকতে পারবে না। শীঘ্রই সকলে জানবে। দাস-দাসীও হতে হবে, তাই না! এখানে থাকলে রাজধানীতে তো এসেই যাবে কারণ সন্তান তো হয়েছে তাইনা। দাস-দাসী রূপে পরে কিছু পদ প্রাপ্ত হয়। নাহলে দাস-দাসী আসবে কীভাবে। প্রজা তো ভিতরে আসার অনুমতি পাবে না। দাস-দাসীরা তো ভিতরেই থাকবে। অনেকে বলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীও যদি হতে পারি তবু ভালো। মায়ের চেয়েও বেশি দাসীর কোলে থাকবে। আজকাল বাচ্চাদেরকে তো নার্সরাই সামলায়। সেখানে তো শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ করতে ভীষণ খুশী হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে সব মাতারা শ্রীকৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। সেখানেও দাসীরা সামলায়।

বাপদাদার খুব ভালো ভালো বাচ্চা চাই। শিববাবা তো বলেন, কতো পরিশ্রম করতে হয় - রাজধানী স্থাপনা করতে। নানান বৃক্ষের এক একটি ডালপালা, যে দেখাশোনা করবে সেও বিরক্ত হয়ে পড়বে। কারো উপরে চলতে চলতে গ্রহের দশা বসে যায়। সে'কথা বলার নয়। এ তো গুড জানে আর গুডের পুঁটুলী জানে। গুড তো হলেনই শিববাবা, মিষ্টি তাইনা। তাঁর পুঁটুলী, যার মধ্যে উনি আসেন তো উনি জানবেন আর ইনি জানবেন। মায়া রাবণ এমন চড় লাগিয়ে দেয় যে বোঝাও যায় না। ভুল ভ্রুটি হলে ক্ষমা তো চেয়ে নাও, নাহলে কর্ম ভোগ অনেক হয়ে যায়। বোঝালেও বোঝে না। এমন মায়ার গ্রহণ লেগে যায়। বাবা নিজেও বলেন - কখনও খুব ভালো যোগ লাগে, কখনো মায়া এমন তুফান এনে দেয়, বলার নয়। বাবা বলেন প্রথমে তোমরা অনুভব করবে, তারপরে তো অন্যদেরকে বলবে, তাইনা। তো সব তুফান সর্বপ্রথমে

বাবার (ব্রহ্মাবাবা) সামনে আসে। বাবা বলেন নিজেকে সর্বশ্রু (মিঞা মিটু) মনে করবে না। স্বচ্ছ হৃদয় থাকলে উঁচু আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। অন্তরে বাহিরে হৃদয় স্বচ্ছ হলে তবে সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী হন। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের ভুল ত্রুটি গুলিকে বাবা সঠিক করে দিচ্ছেন। আমরা একেবারে বানর সম ছিলাম। বাবা মন্দিরের উপযুক্ত বানান। বিশ্বের আমরা মালিক হই পরে মন্দিরে বসার জন্য একটি কক্ষ প্রাপ্ত হয়। সত্য যুগকে বলা হয় শিবালয়। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে আমরা রাজত্ব করি তারপরে আমাদের জন্য মন্দির তৈরি হয় যেখানে আমাদের পূজাচর্চা হয়। প্রথমে পূজা আমরাই করেছি, আমরাই পূজ্য ছিলাম আমরাই পূজারী হই। পুনরায় পূজ্য রূপে পরিণত হই। খুব ভালোভাবে তো বোঝানো হয়। মায়া ভালো বাচ্চাদের মাথাও খারাপ করে দেয়। দেহ-অভিমান খুব ক্ষতি করে দেয় তখন কিছু পাপ কর্ম হয়ে যায়। শিববাবার শল-কে (ব্রহ্মা বাবার) যেন কেউ অমর্যাদা না করে, তাঁর কাছে কোনো কথা যেন না লুকায়। ধর্মরাজও তিনি, অনেক বড় দন্ডও দেন। তাঁর প্রতি সেই ভয় থাকা উচিত। ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত - বাবা, আজ আমাদের দ্বারা এই ভুল হয়েছে। শিববাবা ক্ষু ব্রহ্মা। ভয় থাকে ব্রহ্মা বাবা তো আগে পড়বেন। আরে, উনি তো বাবা, শিক্ষা প্রদান করেন। মাশ্মাও শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে কেউ কেউ বললে সেকথা তোমরা তখন শিববাবাকে খবর গুলি দাও। মাশ্মা-বাবাও জানতে পারেন। বোঝানো তো হয় অনেক। মাকনা হাতি (বুনো) হবে না, তার অভিমান অনেক থাকে। এই দেহ-অভিমান খুব ক্ষতিকর, অর্ধেক কল্প ধরে চলেছে , তাইনা। সেখানে তো বুঝতে পারে যে, আমি হলাম আত্মা, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে হবে। সেখানে আত্ম-অভিমानी বলা হবে। এখানে তো সবাই হলো দেহ-অভিমानी। তো বাচ্চাদেরকে শ্রীমৎ নিতে থাকতে হবে। ভুল হলে কখনও লুকানো উচিত নয়। লুকালে নিজেই আড়াল হয়ে যাবে। যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ভুল ত্রুটি (বিগড়ে যাওয়া অবস্থাকে) সঠিক করেন একমাত্র ভগবান হলেন অখরিটি। এখন তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছে। আচ্ছা!

অতি মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি জ্ঞান নক্ষত্রদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার নম্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তরে-বাহিরে হৃদয়ের সাফাই দ্বারা সাহেবকে রাজী (সন্তুষ্ট) রাখতে হবে। মায়ার গ্রহণ থেকে সুরক্ষিত থাকবার জন্য বাবাকে সব সত্য শোনাতে হবে।

২) নষ্টমোহ সম্পূর্ণ রূপে হতে হবে। এতটুকুও কোনও দেহধারীর প্রতি টান যেন না থাকে। দেহ-অভিমানকে ছিন্ন করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- স্নেহের জাদুর দ্বারা নির্বন্ধনকেও বন্ধনে আবদ্ধকারী শ্রেষ্ঠ জাদুকর ভব শিববাবার চেয়েও বড় জাদুকর হলে তোমরা বাচ্চারা। এমন স্নেহের জাদু তোমাদের কাছে আছে যার দ্বারা নির্বন্ধনকেও তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও। বাবারও বাচ্চাদের ছাড়া আর কিছুই প্রিয় নয়। নিরন্তর বাচ্চাদেরকেই স্মরণ করেন। কতোবার তো তোমরা বাবাকে ভোজনের সময় আহবান করো, তাঁর সাথেই থাও, তাঁর সাথেই চলাফেরা করো, তাঁর সাথেই ঘুমাও। যে কোনও কর্ম করাকালীন বলা যে বাবা তোমার কাজ, তুমিই করিয়ে নাও, আমরা নিমিত্ত হয়ে হাত চালাই। তারপরে কর্মের বোঝা-ও বাবাকে দিয়ে দাও, তো শ্রেষ্ঠ জাদুকরই তো হলে, তাইনা।

স্নোগানঃ:- নিজের স্বস্থিতির শক্তির দ্বারা পরিস্থিতিকে পরিবর্তনকারী কখনও অশান্ত হতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানকে অগ্নি বলা যাবে না, যোগ হল অগ্নি, যোগযুক্ত হয়ে থাকলেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে, তোমরা স্বচ্ছ গৌর বর্ণ হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিরূপী তুণীয়ে (তরকসে, তীর রাখার পাত্রে) জ্ঞান বাণ সদা ভরপুর থাকে?

*উত্তরঃ - যে প্রতিদিন মুরলী পড়ে এবং অন্যদেরকে পড়ায় তাদের বুদ্ধিরূপী তুণীয়ে জ্ঞান বাণ সদা ভরপুর থাকে। সে-ই মাতা-পিতার সমান কাঁটাকে কলি আর কলিকে ফুল বানানোর সেবা করতে থাকে। যে ভালোভাবে পড়ে এবং পড়ায়, সে-ই উঁচু পদ পায়।

*গীতঃ- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে ওম্ শান্তির অর্থ তো বোঝানো হয়েছে। ওম্ মানে অহম্ আত্মা। অহম্ আত্মা বলছে যে আমার স্বধর্ম হলো শান্ত আর আমি শান্তি দেশে থাকি। এখানে এই অর্গ্যাক্স প্রাপ্ত হয় তাই টকি হই অর্থাৎ ব্যক্ত ভাবে আসি। এনার শরীরের আধার নিয়ে আমি আত্মা কর্ম করি। কর্ম তো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা করবো তাই না। আত্মা বলে যে ইনি কে, কোথা থেকে এসেছেন? তাঁকে আমরা স্মরণ করি, আবার মুহূর্ত ভুলে যাই। কেননা এই বাবাকে আগে কখনও এইভাবে স্মরণ করিনি। অন্যান্য সংস্পর্শে তো সন্ন্যাসী, বিদ্বান ইত্যাদিরা সামনে বসে থাকে। তারা বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ ইত্যাদি শোনায়। আত্মার বুদ্ধিতে শাস্ত্রই স্মরণে থাকে। গুরুকে দেখতে থাকে। এখানে তো তোমরা জানো যে - পরমপিতা পরমাত্মা এসে গেছেন। তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি হলেন সুপ্রীম আত্মা, যিনি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমাদের বুদ্ধি শাস্ত্রের দিকে বা দেহের প্রতি যায় না। তোমরা নিজেদেরকে অশরীরী আত্মা নিশ্চয় করবে। আত্মা হল ফার্স্ট। আত্মার আধারেই শরীর চালিত হয়। আত্মা হলো অবিনাশী। আমরা আত্মারা অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবা বসে নিজের আর মনুষ্য সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। ঈশ্বর আর তাঁর রচনার জ্ঞান আর কারো মধ্যে নেই। ঋষি মুণি ইত্যাদি সবাই অনন্ত - সীমাহীন বলে এসেছে। রচনা আর রচয়িতা হল অনন্ত, আমরা জানি না। বলা হয়ে থাকে ফাদার শোজ্ সন্। বাবা নিজের পরিচয় বাচ্চাদেরকে শোনাচ্ছেন। বাচ্চারা বাবার পরিচয় অন্যদেরকে দেবে। সাধারণ মানুষ তো সেই বাবাকে না জানার কারণে বলে দেয় তিনি হলেন সর্বব্যাপী। এখন বাচ্চারা তোমাদের হৃদয়ে বাবার স্মরণ আছে। এমন নয় যে তোমাদের মধ্যে বাবা প্রবেশ করবেন। না। বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। এমন বলেন না যে আমি হলাম সর্বব্যাপী। না। আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান, তাই না। তাঁকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। জ্ঞানকে অগ্নি বলা যাবে না। যোগকে অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়। আর কাউকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হয় না।

এই খেলা সমগ্র ভারতে তৈরী হয়েছে। ভারত হিরের মতো ছিল, অন্তে কড়িতুল্য হয়ে যায়। ভারতে হিরে জহরতের মহল তৈরী হয়েছিল। সোমনাথের মন্দিরে অনেক সম্পত্তি ছিল। ভারতের মতো সলভেন্ট আর অন্য কোনও ধর্মে নেই। ভারতবাসীরা মহান সুখী ছিল। বাচ্চারা তোমাদের এখন স্মরণে এসেছে, ৫ হাজার বছরের কথা অথবা যীশু খ্রীষ্টের থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে তোমরা ভারতবাসীরা কতোই না সাহকার ছিলে। এখন একদমই ইনসলভেন্ট হয়ে গেছো। গভর্নেন্ট প্রজার থেকে লোন নিতে থাকে। এসব কথা অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন।

তোমরা শ্রী শ্রী শিববাবার মতে চলে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হবে। এখানে তোমরা এসেছো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এক ওঙ্কার সংনাম, কর্তা পুরুষ... এই সব মহিমা সেই এক বাবারই। তাঁকে কাল কখনও স্পর্শ করতে পারে না। তিনিই মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করেন। শরীর রূপী নোংরা কাপড় পরিস্কার করেন। আত্মারা তোমাদেরকে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা ফর্সা বানাচ্ছেন। তোমাদের লক্ষ্য হল শিববাবাকে স্মরণ করা, এর দ্বারা তোমরা অনেক সুন্দর (গৌর) হয়ে যাবে। আত্মা আর শরীর দুটোই সুন্দর হয়ে যাবে। বাস্তবে তোমাদের নাম হলো শ্যাম সুন্দর। সত্যযুগে শরীর আর আত্মা দুটোই সুন্দর থাকে। কলিযুগে শ্যাম হয়ে যায়। সুন্দর থেকে শ্যাম আবার শ্যাম থেকে সুন্দর হয়।

তোমরা জানো যে ইনি কোনও গুরু গোঁসাই নন। ইনি তো হলেন পরমধামের অধিবাসী পরমপ্রিয় বাবা। তিনি বলছেন যে যখন ধর্ম গ্লানি হয়, ভারতবাসীরা ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয় তখন আমি আসি। এটাও হল ডামার খেলা। সলভেন্ট আর ইনসলভেন্ট হয়। বাবাকে বলা হয় নলেজ ফুল, জ্ঞানের সাগর। যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়, তখন জ্ঞান সাগর আসেন। জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়। এইসময় সবাই কুস্কর্ণের মতো অজ্ঞান নিদ্রায় শুয়ে আছে। বলে থাকে - ও গড় ফাদার, কিন্তু ফাদারকে জানেই না। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন - এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাই পতিত হয় আবার পাবন হয়। সত্যযুগে পাবন ছিল, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়ে গেছে। ইনিও আগে জানতেন না, এখন জেনেছেন যে এটা হল এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। ইনি সব বিষয়ের অনুভাবী। অবশ্যই অনুভাবী শরীর চাই, তাই না। ইনি অনেক গুরু করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে খোড়াই গুরু গোঁসাই করতে হয়! এটা হলো ভুল ভুলাইয়ার খেলা। বসে বসে কাল্পনিক সব বানিয়েছে। তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুল ভূষণ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এখানে তোমরা যন্ত্রের সত্যিকারের সেবা করছো। বাস্তবে তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সোশাল ওয়ার্কার আর ওরা হল শারীরিক।

বাবা আত্মাদেরকেই পড়াচ্ছেন। আত্মা পড়ছে তাই না। আত্মা শুনছে। আত্মাই বলে যে আমি ব্যারিস্টার হয়েছি...এখন আত্মা বলছে - আমিই তথা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। বাবা বানাচ্ছেন। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, সকলের বাবা। তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে ভগবান বলা হয় না। তারা তো হলেন দেবতা। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলা হয় তাই না। এই সাকার যখন সৃষ্টিবতন বাসী অব্যক্ত হন তখন এনাকে দেবতা বলা হবে। তো এইসব হল বোঝার এবং বোঝানোর কথা। দিন-প্রতিদিন গুহ্য থেকে গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন তা শুনতে হবে। যদি বলে - সময় নেই, না শুনলে তো নতুন নতুন জ্ঞান বাণ বুদ্ধি রূপী তুণীয়ে ভরবে কিভাবে? যারা ভালো ভাবে পড়ে তারপর অন্যদের পড়ায়, তারাই উচ্চ পদ পায়। বাবা-মাম্মাও নিজে পড়ে তারপর পড়াতেন। তো যারা কাঁটাকে কলি আর কলিকে ফুল বানাতে থাকবে, তারাই উঁচুপদ পাবে। এটা তো খুবই সহজ। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অনেক মানুষ বলে যে এটা তো খুবই মুশকিল, অসম্ভব। আরে, তাহলে এই লক্ষ্মী নারায়ণ কিভাবে হবে! কারোরই জানা নেই। বাবা বলছেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। ইনি কিছুই জানতেন না, আমি বলেছি - তুমি শ্রীকৃষ্ণপুরী

মালিক ছিলে। এখন সেটা পাস্ট হয়ে গেছে মানে স্বপ্ন হয়ে গেছে। যে যেটা অ্যাক্ট করেছে, সেটা পাস্ট হয়ে গেছে। তোমরা ব্রহ্মাও, মূলবতন, সৃষ্টিবতনকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের বায়োগ্রাফী জানো। শিববাবা, লক্ষী-নারায়ণ ইত্যাদি সকলের বায়োগ্রাফী জানো। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ। টিকি হলো ব্রাহ্মণের পরিচয়। ব্রাহ্মণদের উপরে হলেন শিববাবা। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তোমরা এই চক্র পরিক্রমা করে এসেছো। আমি সে, সে-ই আমি - এই চক্র তোমরাই পরিক্রমা করে থাকো। আমরা শূদ্র ছিলাম, পুনরায় আমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছি, পুনরায় আমরাই দেবতা হবো। কতো সহজ কথা! এটা ছাড়া “আমিই পরমাত্মা” - এটা বলা, বাবাকে সর্বব্যাপী বলা, এটা তো হলো বাবাকে নিন্দা করা। এখন বাবা এসেছেন, বাবা বোঝাচ্ছেন এই রাবণ হলো তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু, যে তোমাদেরকে এতটা পতিত, কড়ির মতো বানিয়ে দিয়েছে। মায়াজীং জগতজীং বলা হয়। মায়া বড় তুফান নিয়ে আসে, অনেক দুঃখ দেয়। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এমন নয়, বাবা কৃপা করো। বাবা বলবেন তোমরা পড়াশোনা করে নিজের উপরে নিজেই কৃপা করো। এমন নয়, আমার কৃপাতে তোমরা চিরঞ্জীবী হয়ে যাবে। বেশী আয়ুষ্সহান তো দেবতারাই হয়। তোমরা এখানে স্কুলে বসে আছো। তোমরা বলবে যে আমরা এখানে ঈশ্বরীয় কলেজে বসে আছি। স্বর্গের রচয়িতা অবশ্যই দেবী-দেবতাই বানাবেন। ভগবানুবাচ - তোমাদেরকে নিজের আর সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছি। এই দুনিয়ার যে চক্র আছে, সেটা বুঝতে হবে। এই স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমরা চক্রবর্তী রাজা-রাণী হয়ে যাবে। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। নাহলে তো কালের মুখে চলে যাবে, তারপর এত উঁচু পদ আর পাবে না। কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে যাবে। জ্ঞান চিতায় বসে তোমরা গোঁড় বর্ণ হচ্ছে। বাচ্চাদেরকে গোড়া বানানো, এটা বাবারই কাজ, এরজন্য অবশ্যই সঙ্গমেই আসতে হয়। এটা হল সবথেকে উত্তম যুগ, যখন আত্মা আর পরমাত্মার মেলা লাগে। নিরাকার বাবা এই শরীরের লোন নিয়েছেন, কেননা তাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। এই জ্ঞান চক্ষু, সেই এক জ্ঞানেশ্বর বিনা আর কেউ খুলতে পারে না। পাবন আত্মা যারা আসে, তারা পুনরায় পতিত হয়ে যায়। সতঃ, রজঃ, তমঃ তে সবাইকে আসতেই হয়। এইসময় সবাই হল পতিত, আর সবাই এখানেই আছে। কেউই বাড়ি ফিরে যায়নি। বাচ্চারা এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। শিববাবা বলছেন আমি তো নিষ্কামী, তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি। আমার ফলের কোনো ইচ্ছা নেই। তাই আমি হলাম নিষ্কামী, তাই না।

বাবা বুঝিয়েছেন - এখানে নিজেকে আত্মা মনে করে অশরীরী হয়ে বসে। এখন আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, পুনরায় স্বর্গে রাজত্ব করতে আসবো। এই শরীর ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যেতে হবে। শরীর পুরানো হয়ে গেছে। এখন পুনরায় আমরা বাড়ি ফিরে যাবো। প্রত্যেক কল্পে আমরা রাজ্য গ্রহণ করি আবার হারিয়ে ফেলি। বাবা তো সুখ দুঃখ দেন না। তিনি হলেনই সদা সুখদাতা। বাবা বুঝিয়েছেন এই বিনাশ জ্বালা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। যে জিনিসের সাক্ষাৎকার করেছে, সেটা পুনরায় এই চোখের দ্বারাও দেখবে। যেটা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখেছে, প্রাকৃতিক্যালে তোমরা গিয়ে সেই স্বর্গেই বিরাজমান হবে। এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণ পুরীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে। ভগবান আসেন ভক্তদের কল্যাণ করার জন্য, গতি সঙ্গতি করার জন্য। তো তোমরা ভগবানের থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছে। জ্ঞান আর ভক্তি দুটি আলাদা বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

- ১) মুরলী পড়ে নিজেই নিজের উপর কৃপা করতে হবে। বাবার থেকে কৃপা চাইবে না। শ্রী শ্রী-র শ্রীমতে চলতে হবে।
 - ২) স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে মায়াজীৎ জগতজীৎ হতে হবে। মায়াকে ভয় পাবে না বা ঘাবড়ে যাবে না, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- *বরদান:-*
- একই সময়ে মন-বাণী আর কর্মের দ্বারা একসাথে সেবা করে সফলতা সম্পন্ন হবে যখনই কোনও স্থানের সেবা শুরু করবে তখন একই সময়ে সর্ব প্রকারের সেবা করবে। মনের দ্বারা শুভভাবনা, বাণীতে বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়ে থাকার শুভকামনার শ্রেষ্ঠ বোল আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে স্নেহ আর শান্তি স্বরূপের দ্বারা আকৃষ্ট করো। এইরকম সকল প্রকারের সেবা এক সাথে করলে সফলতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। সেবার প্রত্যেক কদমে সফলতা সমাহিত হয়ে আছে - এই নিশ্চয়ের আধারে সেবা করতে থাকো।
- *স্লোগান:-*
- শুদ্ধ সংকল্পগুলিকে নিজের জীবনের অমূল্য খাজানা বানিয়ে নাও তাহলে মনে সেই সংকল্পই উঠবে যাতে নিজের আর অন্যদের কল্যাণ সমাহিত রয়েছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"যথার্থ নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনের দ্বারা সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে ধারণ করো"

আজ বাপদাদা দেশ-বিদেশের চতুর্দিকের নতুন নতুন বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। তারা মধুবনে সাকার রূপেই আসুক কিম্বা আকার রূপে নিজের নিজের সেবা স্থানে এসে থাকুক, এই সকল নতুন নতুনদেরকে দেখে বাপদাদা সকলের নিশ্চয়কে দেখছিলেন। কেননা নিশ্চয় হলো এই ব্রাহ্মণ জীবনের সম্পন্নতার ফাউন্ডেশন আর ফাউন্ডেশন মজবুত থাকলে তবে সহজেই এবং তীব্রগতির সাথে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিত। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, নিশ্চয়ও হলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। যে যথার্থ ভাবে নিশ্চিত যে, আমি পরমাত্মা বাবার হয়ে গেছি, নিজেকেও আত্মা স্বরূপে জানা, মানা, চলা আর বাবাকেও তিনি যেমন তেমনটি জানা - এটাই হলো যথার্থ নিশ্চয়।

দ্বিতীয় নিশ্চয় হলো - যোগের দ্বারা অল্প সময়ের জন্য অশান্তির থেকে শান্তির অনুভব করে থাকে এবং সেই স্থানের শক্তিশালী শান্ত বায়ুমণ্ডল আকর্ষণ করে, এছাড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, ব্রাহ্মণ আত্মাদের আত্মিক ভালোবাসা আর পবিত্র জীবনের প্রভাব তাদের উপরে পড়ে। কম্প্যানী (সঙ্গ) ভালো লাগে। বাইরের জগতের কন্ড্রাস্টে এই সঙ্গ ভালো লাগে, জ্ঞানও ভালো লাগে, ব্রাহ্মণ পরিবারও ভালো, বায়ুমণ্ডলও ভালো... সুতরাং এই সব কিছু ভালো লাগে। ফলে, সেই ফাউন্ডেশনের আধারে চলতে থাকে। এ হলো দ্বিতীয় নম্বর। প্রথম নম্বর বলেছি - 'যথার্থ নিশ্চয়' আর দ্বিতীয় নম্বর 'এই সব কিছু ভালো লাগে' আর তৃতীয় নম্বর - বাইরের জগতের আত্মীয় পরিজনদের দুঃখময় পরিবেশের থেকে বাঁচার জন্য যতটা সময় সেবাকেন্দ্রে এসে থাকে, ততটা সময় পর্যন্ত দুঃখের থেকে সরে এসে শান্তির অনুভূতি করে থাকে। তারা জ্ঞানের গূঢ়তার দিকে যায় না, কিন্তু শান্তির প্রাপ্তি হওয়ার কারণে কখনো আসে কখনো আসে না। কিন্তু যথার্থ নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী হয়ে থাকে। আর দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম যখন আসে, অশান্তির থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, শান্তির জন্যই ইচ্ছুক থাকে। তাই অপ্রাপ্তির থেকে প্রাপ্তি হয়ে থাকে, পরিবার, জ্ঞান, যোগ, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রভেদ সে দেখতে পেতে থাকে। সুতরাং প্রথম দিকের সময় গুলোতে খুবই সুন্দর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তারা চলতে থাকে, খুব নেশা থাকে, খুশীও হতে থাকে। কিন্তু যদি প্রথম নম্বরের যথার্থ নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন পরিপক্ব না হয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় নম্বরের নিশ্চয় থাকে, তবে ধীরে ধীরে প্রথম দিকে যে খুশী থাকে, এনার্জি থাকে, তাতে পার্থক্য এসে যায়।

এই সীজনে নতুন নতুন যারা এসেছে আর চান্সও পেয়েছে, এটা তো খুবই ভালো। বাপদাদারও নতুন নতুন বাচ্চাদেরকে দেখে আনন্দ হয় যে, এরা আবার পরিবারে এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এটা চেক করো যে, নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন পাক্কা তো? আমার নিশ্চয় নম্বর ওয়ান নাকি নম্বর টু? যদি নম্বর ওয়ান হয়, তবে তো চলতে চলতে মুখ্য পবিত্রতার ধারণা করাটা কঠিন বলে মনে হবে না। আর এমনকি স্বপ্নের মধ্যেও যদি পবিত্রতা নড়চড় হয়ে যায়, চঞ্চলতার মধ্যে চলে আসে, তবে বুঝবে নম্বর ওয়ান ফাউন্ডেশন কাঁচা রয়েছে। কারণ আত্মার স্বধর্ম হলো পবিত্রতা। অপবিত্রতা হলো পরধর্ম আর পবিত্রতা হলো স্বধর্ম। তাই যখন স্বধর্মের নিশ্চয় হয়ে গেলো, তবে পরধর্ম তোমাকে নাড়াতে পারবে না। কোনো কোনো বাচ্চার বলে যে, আগে তো বেশ ভালোই আসতাম, এখন কি জানি কি হয়ে গেলো? তাহলে কি হয়ে যায়? আসলে বাবা যা, তিনি যেমন, সেই ভাবে বাবাকে অনুভবে নিয়ে আসে না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাবা সাথে আছেন? তখন সকলে হাত তুলবে। হাত তোলা তো খুব সহজ। কিন্তু বাবা সাথে আছেন তো বাবার সর্ব প্রথম যে মহিমা তোমরা করে থাকো যে, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান - এটাকে মানো নাকি কেবল জানো? তো যখন সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন তবে সর্বশক্তিমানের সামনে অপবিত্রতা আসতে পারে? আসতে পারে না। কিন্তু আসছে তো! তাহলে সেটা আসছে কোথা থেকে? অন্য কোনো জায়গা থেকে? চোর যে চুরি করে, তার জন্য নিজের একটা স্পেশাল গেট বানিয়ে নেয়। চোরাগেট হয়ে থাকে না! তো তোমাদের কাছেও গুপ্ত চোরাগেট নেই তো? চেক করো। নাহলে মায়া এলো কোথা থেকে? উপর থেকে এসে গেল? যদি উপর থেকেও চলে আসে, তবে উপরটাই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কোনো গুপ্ত গেট দিয়ে আসে, যেটা তোমরা জানতে পারো না। তাই চেক করো যে, মায়া কোনো চোরাগেট বানিয়ে তো রাখেনি? আর গেট বানায়ই বা কীভাবে? জানো সেটা? তোমাদের যে বিশেষ স্বভাব বা সংস্কার দুর্বল থাকবে, তো সেখানেই মায়া তার গেট বানিয়ে ফেলে। কারণ যখনই কোনো স্বভাব বা সংস্কার দুর্বল থেকে যায়, তবে তোমরা যতই গেট বন্ধ করো না কেন, দুর্বল গেটটা রয়েছে যে, তো মায়া হলো জানি-জানানহার, সে জেনে যায় যে ওই গেটটা দুর্বল আছে, এখান দিয়ে রাস্তা পাওয়া যেতে পারে আর পেয়েও যায়। চলতে চলতে অপবিত্রতার সংকল্পও চলে আসে, বোলও হয়ে থাকে, কর্মও হয়ে যায়। তাহলে গেট তো খোলা রয়েছে

না, তবেই তো মায়া এলো। তাহলে (বাবা) সাথে আছেন কোথায়? বলার সময় তো বলে থাকো যে, সর্বশক্তিমান সাথে আছেন। তবে এই দুর্বলতা কোথা থেকে এলো? দুর্বলতা থাকতে পারে? পারে না, না? তাহলে কি থেকে যায়? পবিত্রতার মধ্যে যদি কোনো একটি বিকার রয়ে যায়, মনে করো লোভ রয়েছে, লোভ কেবল খাবার দাবারের প্রতিই থাকে না। কেউ কেউ ভাবে যে, আমার মধ্যে পোশাক আশাক, খাবার দাবার বা কীভাবে থাকবো এই সব কোনো কিছুই আকর্ষণ করে না। যা পেলাম, যেখাবারই তৈরী হচ্ছে, তাতেই তার চলে যায়। কিন্তু যত যত সে এগিয়ে যেতে থাকে, মায়া লোভও রয়্যাল আর সূক্ষ্ম রূপে নিয়ে আসে। সেই রয়্যাল লোভ কী? স্টুডেন্ট হোক, টিচার হোক, মায়া উভয়ের মধ্যেই রয়্যাল লোভ নিয়ে আসার ফুল পুরুষার্থ করে। মনে করো স্টুডেন্ট সে, খুব ভালো নিশ্চয়বুদ্ধি, সেবাধারী সে, সবচেয়েই সে ভালো, কিন্তু যখন এগিয়ে যেতে থাকে তো এই রয়্যাল লোভ চলে আসে যে, আমি এত কিছু করছি, সব দিক থেকে আমি সহযোগী, তন দিয়ে, মন দিয়ে, ধন দিয়ে এবং যখনই প্রয়োজন সেই সময় সেবাতে উপস্থিত হয়ে যাই। তবুও আমার নাম কখনোই টিচার উল্লেখ করেন না যে, এই জিজ্ঞাসা খুবই ভালো। ধরো এটাও যদি নাও আসে, তখন দ্বিতীয় কোন্ রূপ হয়ে থাকে? আচ্ছা, টিচার নামও নিলেন, তো নাম শুনতে শুনতে - আমিই তো, আমিই করে থাকি, আমিই করতে পারি, সে'সব অহমিকার রূপে চলে আসবে। অথবা অনেক কাজ করে এলো আর যদি কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না, এক গ্লাস জলও খাওয়ালো না, দেখলোই না, নিজের আরামে বা নিজের কাজে বিজি থাকলো, তাহলে এও চলে আসে যে, করোও কিন্তু কেউ খোঁজও করলো না। তাহলে করাই বা কেন, করা আর না করা একই কথা। জিজ্ঞাসা করার তো কেউ নেই, এর চেয়ে আরামে ঘরে বসে থাকো, যখন হবে তখন সেবা করবো। সুতরাং এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিকার গুলির রয়্যাল রূপ চলে আসে। আর একটা বিকারও যদি চলে আসে, ধরো লোভ যদি নাও আসে কিন্তু অহমিকা এসে গেলো কিম্বা তোমার যদি এই খেয়াল বা ভাবনা চলে আসে যে, অন্যরা আমাকে মানবে - এই বোধ যদি চলে এলো তবে তো যেখানে একটি বিকার থাকে সেখানে তার আরও চার সাথী তার সাথেই লুকানো রূপে থাকে। আর এটাকে যদি তুমি চান্স দিয়ে দাও তবে যারা লুকিয়ে রয়েছে, সময় মতো তারাও তাদের চান্স নিতে থাকবে। তারপর বলতে থাকবে যে, আগের মতো ঠিক নেশা নেই, আগে খুব ভালো ছিল, আগে স্থিতি খুব ভালো থাকতো, এখন জানি না কি হয়েছে! মায়া চোরাগেট দিয়ে এসে গেছে - এটা তো জানা-ই, এটা ব'লো না যে জানা নেই।

এছাড়া টিচারদেরও আসে। টিচারদের কি চাই? সেন্টার যেন ভালো হয়, জামা কাপড় যেমনই হোক কিন্তু সেন্টারটা যেন একটু থাকার মতো হলে ভালো হয়। আর সাথীরাও যেন ভালো হয়, স্টুডেন্টরা যাতে ভালো হয়, বাবার ভান্ডারী যেন ভালো হয়। ভালো স্টুডেন্ট যদি চেষ্টা হয়ে যায় তবে হার্ট বিট একটু হলেও বেড়ে যায়। তবে ভাবতে থাকে যে, কি করবো, এ তো বেশ সহযোগী ছিল, এখন সে চলে গেলো। সহযোগী জিজ্ঞাসা ছিল নাকি বাবা? তো সেই সময় কে চোখের সামনে আসে? জিজ্ঞাসা নাকি বাবা? তো এই রয়্যাল মায়া ফাউন্ডেশনকে নাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকে। তোমার যদি নিশ্চয় থাকে যে - সর্বশক্তিমান সাথে আছেন তো বাবা কাউকে না কাউকে নির্মিত বানিয়েই দেয়। কেউ কেউ আবার ভাবে যে, আমার একবার অন্তত আবুর কনফারেন্সে অথবা কোনো বড় কনফারেন্সে চান্স পাওয়া উচিত, চলো আর কিছু না হোক, যোগ শিবির তো করিয়ে নিক, এই চান্স তো অন্তত আমার পাওয়া উচিত না! চলো ভাষণ না-ই করলাম, স্টেজে তো অন্তত আসতে বলবে, বিনাশ তো হয়ে যাবে, বিনাশ হওয়া পর্যন্ত কি আমার নম্বর আসবে না, নম্বর তো আসা উচিত না! কিন্তু বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, তুমি যদি যোগ্য হও, চান্সও পাও করো তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এই সংকল্প করা যে আমার চান্স পাওয়া উচিত... এও হলো যেচে নেওয়া। চাই চাই এ হলো রয়্যাল যাচনা। এটা হওয়া চাই... এরা আমাকে চিনতে পারে না, দাদী দিদিরাও সবাইকে চিনতে পারে না, যারা আগে আসে তাদের সামনে ডেকে নেয় - তো এই সংকল্প আসা এও হলো এক সূক্ষ্ম যাচনা। কিন্তু বাপদাদা বলে দিয়েছেন যে, ধরো তুমি স্টেজে এসে গেছো অথবা তোমার কোনো একটি বিশেষত্বের কারণে, যোগ তেমন না হলেও, অবস্থাও (স্থিতি) ততটা ভালো নয়, কিন্তু তোমার কথার মধ্যে, ক্যাচিং পাওয়ারের বিশেষত্ব রয়েছে, সেই কারণে চান্স পেয়ে গেছো, কেননা কারো কথাবার্তার মধ্যে মাধুর্য রয়েছে, স্পষ্টতা রয়েছে আর ক্যাচিং পাওয়ার থাকার কারণে এখান থেকে ওখান থেকে উদাহরণ ক্যাচ করে শুনিতে থাকে; যার ফলে তাদের বেশ নামডাক হয়ে যায়। কাকে চাই? অমুককে চাই। কে আসবে? অমুকে আসবে, সে যদি যোগে কাঁচাও হয়ে থাকে... তো এর আধারে নম্বর ফাইনাল হয় না। যেটা ফাইনালে পাওয়ার কথা, এক্ষেত্রে সেই নম্বর হবে না। সে অনেক অনেক ভাষণ করুক বা এত এত স্টুডেন্ট অথবা সেন্টার বানাক না কেন, কিন্তু যোগ্য কতজনকে বানিয়েছে? সেন্টার বানানো বড় কথা নয়, কিন্তু যোগ্য কতজন আত্মাকে বানিয়েছে? নামডাক হয়ে গেছে - ৩০ টা সেন্টারের ইনচার্জ অথচ ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন নড়বড়ে, ১৫ জন ঠিক আছে, তাহলে সেটা লাভের হলো কি নাকি কেবল নাম হলো? কেবল নাম হলো যে, অমুকের ৩০ টা সেবাকেন্দ্র আছে। কিন্তু তাতে ততো নম্বর পাওয়া যাবে না। ফাইনাল নম্বর কতজনকে সুখ দিয়েছে, তুমি নিজে যতখানি শক্তিশালী হয়েছো, সেই অনুসারেই পাবে। সেইজন্য এটা চাই ওটা চাই এ'সবকে বাতিল করো। নাহলে যোগ

লাগবে না। রোজ এটাই দেখতে থাকবে যে, অমুক জায়গায় প্রোগ্রাম হলো, তাও আমাকে ডাকলো না। এই তো পরশু এখানে হলো, কাল ওখানে হলো, আজ এখানে হলো! তো যোগ লাগবে নাকি গুণতি হতে থাকবে?

তো মুখ্য বিষয় হলো - যার যথার্থ নিশ্চয় রয়েছে তাকে পাকাপোক্ত করো। বলার জন্য তো বলে দাও যে, আমি হলাম আল্লা আর বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল, কর্মে আনা চাই। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, কিন্তু আমাকে মায়া নাড়িয়ে দিচ্ছে, তাহলে কে মানবে যে, তোমার বাবা হলেন সর্বশক্তিমান! কেননা তার উপরে তো কেউ নেই। তো বাপদাদা আজ নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে দেখছিলেন। নতুন হোক, পুরানো হোক, কিন্তু এই নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে এসো আর সময় মতো ইউজ করো। সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপর বাবার সামনে অনুশোচনার রূপে আসে - কি করবো বাবা হয়ে গেছে। আপনি তো দয়ালু, কৃপা করুন... তাহলে এটা কি হলো? এও হলো রয়্যাল অনুতাপ। (বাবা) সাথে থাকলে কারো সাহস নেই, নিশ্চয়বুদ্ধির অর্থই হলো বিজয়ী। যদি কোনো হিসাবপত্র আসেও তবে মনকে অস্থির ক'রো না। স্থিতিকে উপরে নীচে ক'রো না। চলো এসেও যদি যায়, তৎক্ষণাৎ দূর থেকেই তাকে শেষ করে দাও। এখন যোদ্ধা হয়ে যেও না। কেউই এখনও নিরন্তর যোগী হয়নি। কিছু সময়ের যোগী আর কিছু সময়ের যুদ্ধ করা যোদ্ধা। কিন্তু নিজেকে কি বলে থাকো? যোদ্ধা নাকি যোগী? নিজেকে তো বলে থাকো সহজযোগী। তাহলে নতুন যারাই এসেছে তাদেরকে বাপদাদা পুনরায় ভাগ্য প্রাপ্ত করবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু অভিনন্দনের সাথে সাথে এটাও চেক করবে যে, ফাউন্ডেশন নম্বর ওয়ান কি নাকি নম্বর দুই এর?

কেউ কেউ বলে থাকে জ্ঞান যোগ খুব ভালো লাগে। খুব ভালো, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু কর্ম নিয়ে আসো কি? জ্ঞান মানে আল্লা, পরমাল্লা, ড্রামা... এ'সব কেবল মুখে বলা নয়। জ্ঞানের অর্থ হলো বোধ (বুঝতে পারা)। বোধবুদ্ধি সম্পন্ন যে, যেই রকম সময় সেই অনুসারে বোধ বুদ্ধির দ্বারা সদা সফল হয়ে থাকে। কখনো দেখো জীবনে যদি দুঃখ আসে তখন তোমরা কী ভাবতে থাকো? কি জানি, আমি কেন এটা বুঝতে পারিনি? - এটাই বলবে। তাহলে তোমরা বোধবুদ্ধি সম্পন্ন কি? জ্ঞানী তোমরা? বলা হয় কি না? (হ্যাঁ বাবা) হ্যাঁ তো খুব ভালোই বলে। বোধবুদ্ধি সম্পন্নতার লক্ষণ হলো কখনো ধোঁকা না খাওয়া - এটা হলো জ্ঞানীর চিহ্ন। আর যোগীর চিহ্ন হলো - সদা ক্লিন আর ক্লিয়ার বুদ্ধি। ক্লিনও হবে আবার ক্লিয়ারও হবে। যোগী কখনো বলবে না - কি জানি, কি জানি। তাদের বুদ্ধি সর্বদাই ক্লিয়ার থাকে। আর ধারণা স্বরূপের চিহ্ন হলো সর্বদা নিজেও ডবল লাইট। যত বড় দায়িত্বই এসে থাকুক, সে ধারণামূর্তি, সর্বদা ডবল লাইট। মেলা হোক কিম্বা ঝামেলা - দুটোতেই হলো লাইট। আর সেবাধারীর লক্ষণ হলো - সদা নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব। তো এই সব গুলো নিজের মধ্যে চেক করো। বলার জন্য তো সবাই বলে থাকো যে, চারটিই সাবজেক্টের গডলি স্টুডেন্ট। তো লক্ষণ গুলো দেখতে পাওয়া চাই।

তাহলে নতুন যারা তারা কি করবে? নিজের নিশ্চয়কে আরও পরিপক্ব করো। নাহলে তো তখন কি হবে দুই বছর চলবে, তিন বছর চলবে, তারপর পুনরায় পুরানো দুনিয়াতে চলে যাবে। আর তারপর যারা পুনরায় ফিরে যায় তারা সেই দুনিয়াতেও সেট হতে পারবে না। না তারা এই দুনিয়ার থাকবে, না তারা ওই দুনিয়ার। সেইজন্য নিজের ফাউন্ডেশনকে খুব ভালো ভাবে পরিপক্ব করো। অনুভব করো - সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন। কেবল একটি বিষয়কেও যদি অনুভব করতে পারো তবে সব গুলোতেই পাশ হয়ে যাবে। দেখো এখন যারা প্রাইম মিনিষ্টার রয়েছে, মিনিষ্টার রয়েছে, এদের কারো সাথে যদি কোনো সাধারণ ব্যক্তির কানেকশন থাকে, তবে তারও অনেক নেশা থাকে। আর ইনি তো হলেন সর্বশক্তিমান! আচ্ছা!

আচ্ছা, চতুর্দিকের সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভাগ্য বিধাতাকে নিজের বানিয়ে থাকে, এই রকম শ্রেষ্ঠ আল্লাদেরকে, সদা বাপদাদার শ্রীমতকে শুনলো আর করলো, এই রকম সর্ব সুসন্তানদেরকে, সদা সেবাতে অচল থেকে ঝামেলা মুক্ত আর পরমাল্লা মিলন মেলা উদযাপনকারী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

আচ্ছা - ডবল বিদেশীদের ডবল নেশা থাকে তো? ডবল বিদেশী অর্থাৎ ডবল লাইট, ডবল নেশা আর ডবল বাপদাদা আর পরিবারের ভালোবাসা। বুঝেছো?

বরদান:-

নিজস্ব ভাবের অধিকারের অনুভূতির দ্বারা অধীনতাকে সমাপ্তকারী সর্ব অধিকারী ভব বাবাকে নিজের বানানো অর্থাৎ নিজের অধিকার অনুভব হওয়া। যেখানে অধিকার রয়েছে, সেখানে না তো নিজের প্রতি অধীনতা রয়েছে, না সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসার অধীনতা রয়েছে, না প্রকৃতি আর

পরিস্থিতিতে আসার অধীনতা রয়েছে । যখন এই সব প্রকারের অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন সর্ব
অধিকারী হয়ে যায়। যারাই বাবাকে জেনেছে আর জেনে নিজের বানিয়েছে, তারাই হলো মহান এবং
অধিকারী।

স্লোগান:- নিজের সংস্কার বা গুণ গুলিকে সকলের সাথে মিলিয়ে নিয়ে চলা - এটাই হলো বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্ব ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ঘরে যেতে হবে সেইজন্য এই শরীররূপী বস্ত্রকে ভুলতে থাকো, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো"

*প্রশ্ন:- কোন ওয়ান্ডারফুল খেলা সঙ্গমেই হয়ে থাকে, অন্য যুগ গুলিতে হয় না ?

*উত্তর:- বিচ্ছেদ (Divorce) করে দেওয়ার। রাম, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন রাবণের থেকে, রাবণ আবার রামের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। এ হলো অতি ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) খেলা। বাবাকে ভুলে যাওয়ায় মায়ার গোলা (গুলি) লাগে। সেইজন্য বাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, নিজের স্বধর্মে টিকে থাকো, দেহ-সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাও। যত বেশী সম্ভব স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকো। দেহী-অভিমানী হও।

*গীত:- যে পিয়ার (প্রিয়তমের) সাথে থাকে, তার জন্য বরিশণ থাকে....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে গান শুনেছে। প্রত্যেক কথাতেই নশ্বরের অনুক্রমে বলা হয়ে থাকে, কারণ এ হলো কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি বলা, সাথে সাথে এ হলো প্রকৃত সত্যের সঙ্গও। সত্য বলা হয় একজনকেই। তিনি একবারই আসেন। এখন এই সময়ে তোমরা সত্যিকারেই বলে থাকো যে আমরা সত্যের সঙ্গে রয়েছি। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই সেই সত্য বলা জ্ঞান-সাগরের সম্মুখে বসে রয়েছো। গাওয়া হয়ে থাকে -- যে পিয়ার সাথে রয়েছি তাদের জন্য এ হলো জ্ঞানের বর্ষণ। পিয়ার বলা হয় বাবাকে । বাচ্চারা, তোমাদের সামনে এ হলো পিয়ার জ্ঞানের বর্ষণ। বাচ্চারা, তোমরা জানো অবশ্যই জ্ঞান-সাগর, পতিত-পাবন এখন আমাদের সামনে রয়েছেন। আমরা পতিত থেকে পবিত্র, কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত হতে চলেছি। ফুল হয়ে গেলে তখন এই শরীর থাকবে না। কুঁড়িও ধীরে-ধীরে ফুটতে থাকে। ঝট করে প্রস্ফুটিত হয় না। ফুটতে ফুটতে তারপর কমপ্লিট ফুলে পরিণত হয়। এখন কেউই কমপ্লিট ফুল নয়। তখন তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যায়। দেহী-অভিমানী তো অস্তিমেই হতে হবে। এখন তোমাদের সকলের পুরুষার্থ চলছে। বাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। এই দুজনেই হলো সঙ্গমযুগের অলৌকিক মাতা-পিতা। কেউ কাঁটাও হয়, কেউ কুঁড়িও হয়। কুঁড়ি ফুটতে সময় লাগে। নশ্বরের অনুক্রমে তোমরা সকলেই হলে কুঁড়ি, ফুলে পরিণত হতে চলেছো। কেউ ভালভাবে প্রস্ফুটিত হয়, কেউ আধা। একদিন অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হবে। বাগান তো রয়েছে, তাই না ! তোমরা জানো যে আমরা কাঁটার থেকে কুঁড়ি তো হয়েছি, তারপর ফুলে পরিনত হতে চলেছি, পুরুষার্থ করছি। কেউ তো কুঁড়িতেই শেষ হয়ে যায়, কেউ আবার একটু ফুটে শেষ হয়ে যায়। মায়ার অতি ভয়ানক তুফান আসে। সেন্টার খুলেও কেউ-কেউ শেষ হয়ে যায়, পতন হয়ে যায়। মায়াও হলো অতি শক্তিশালী। এ হলো দড়ি টানাটানি -- রাম এবং রাবণের। রাম-রাম বলা হয়ে থাকে। এইরকম নয় যে এতবার রামকে স্মরণ করে। এরা রাম-রাম পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে থাকে। রাবণের সঙ্গে রামের তুলনা হয়। রাম হলেন বাবা, রাবণ হলো শত্রু মায়া, মায়াও হলো অতি শক্তিশালী। এই খেলা হলো একে-অপরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার। রাম মায়া-রাবণের থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মায়া পুনরায় বাবা রামের থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে। বাবা বলেন -- দেহ-সহ যে'সকল সম্বন্ধ দেহের রয়েছে, সবকিছু বুদ্ধি থেকে দূর করো। সর্ব ধর্মানি..... আমি হলাম অমুক, অমুক ধর্মের -- এ'সব ভুলে নিজের স্বধর্মে টিকে থাকো। দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে একা মনে করো। আমার হয়ে যাও আর আমাকে স্মরণ করো। বাবাকে ভুললে মায়ার গোলা লেগে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ অতিমাত্রায় করতে থাকো। মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। বাবার হয়ে গিয়েও আবার মায়া বিচ্ছিন্ন করে বাবার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাবাকে কেউই যেন ছেড়ে না দেয়। অর্ধেক-কল্প ধরে তোমরা আমায় স্মরণ করে এসেছো। তোমরাই তো হলে সম্পূর্ণরূপে ভক্ত, তাই না ! ভক্তিও তোমরাই শুরু করেছো। সেইজন্য বাবা এসে মায়াকে পরিত্যাগ করায়। তিনি বলে থাকেন -- নিজেকে আত্মা মনে করো। এই বস্ত্রকে(দেহকে) ভুলতে থাকো। ব্যস, এখন আমাদের যেতে হবে। ওই নাটকেও অ্যাক্টর থাকে। তাদেরও জানা থাকে -- ব্যস, এখন ৫-১০ মিনিট পর আমাদের খেলা(নাটক) সম্পূর্ণ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে, তারপর আমরা ঘরে চলে যাব। খেলা সম্পূর্ণ হওয়ার সময় এ'কথা বুদ্ধিতে থাকে, শুরুতে নয়। তোমরাও বোঝ, আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। কত সময় বাকি থাকবে ? তোমরা বলবে আমরা কবে স্বর্গ বা সুখধামে যাব ? কিন্তু বাবা বলেন এই লাইফকেই ভ্যালুয়েবল, অমূল্য বলা হয়ে থাকে। তোমরা শ্রীমতানুসারে অতি মহান সার্ভিস করে থাকো। কেবল তোমরা পান্ডবেরা শ্রীমতানুসারে চলো। গীতা ইত্যাদিতে এই কথা নেই। এই বাবা অনেকই শাস্ত্রাদি পড়েছেন, গুরু করেছেন। যে সকল অ্যাক্টরদের অ্যাক্টিভিটিজ (কার্যকলাপ) রয়েছে, তাদের সকলকেই তোমরা জানো। শাস্ত্র তো পরে বসে বানানো হয়। ওরা কি জানবে ? এই খেলাও ড্রামায় নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। গীতা, ভাগবত

ইত্যাদি সব আপন আপন সময়ে রিপিট হবে। গীতা হলো মাতা-পিতা। গীতাকে মাতা বলা হয়। আর কোনো পুস্তককে মাতা বলা হবে না। এর নামই হলো গীতা মাতা। আচ্ছা, একে কে রচনা করেছে ? সর্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে, তাই না ! পুরুষ বিবাহ করে তখন মুখে বলে যে এ হলো আমার স্ত্রী। তাহলে রচয়িতা হয়ে গেল, তাই না ! তারপর তাদের মাধ্যমে সন্তানাদি হয় তখনও বলবে, এ হলো আমাদের। বাচ্চারাও বলবে -- এ হলো আমাদের বাবা। তোমরাও হলে বাবার মুখ- বংশজাত। তোমরা বলো -- বাবা, আমরা হলাম তোমার। এতখানি সময় ধরে আমরা মায়ার মতে চলে থেকেছি। এখন আমরা তোমার মতানুসারে চলবো। মায়া মুখে কোনো মত প্রকাশ করে না, কাজই এমন করে। এখানে তো বাবা বসে মুখের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন।

তোমরা সকলেই হলে ভারতবাসী। তোমরা জানো যে ভারতই মাথার মুকুট ছিল। এখন দ্বি-মুকুট নেই। না হোলী (পবিত্র), না আনহোলী (অপবিত্র)। গাওয়া হয়ে থাকে -- হার হোলীনেস, হিজ হোলীনেস। নারী-পুরুষ দু'জনকেই বলা হয়। সন্ন্যাসীদের হিজ হোলীনেস বলে। কিন্তু সেটা প্রবৃত্তি মার্গ নয়। প্রবৃত্তিমার্গে তো স্ত্রী-পুরুষ দু'জনই পবিত্র থাকে। সে তো সত্যযুগে দু'জন পবিত্র থাকেই। যাকে কমপ্লিট পবিত্র বলা হয়ে থাকে। আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র থাকে। এখানে পতিত দুনিয়ায় দুইটিই পবিত্র হতে পারে না। তাহলে এখন তোমরা বাবার সম্মুখে শুনছো, যাকে জ্ঞান বর্ষণ বলা হয়ে থাকে। ওটা হলো বিশ্বের বর্ষণ, এ হলো জ্ঞান অমৃতের বর্ষণ। গাওয়াও হয়ে থাকে, তাই না ! -- অমৃত ত্যাগ করে বিষ কেন পান করছো। তোমাদের এখন জ্ঞান অমৃত প্রাপ্ত হচ্ছে। ভক্তিমার্গে তো এমন-এমনিই কেবল গাইতে থাকে। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যাল(বাস্তবে) জ্ঞান অমৃত পাও, এর থেকেই অমৃতসর নামকরণ হয়েছে। এ হলো জ্ঞান অমৃতের সরোবর, একে জ্ঞান মানস-সরোবর বলা হয়ে থাকে। জ্ঞান সাগরও রয়েছে। কেউ হলো নদী, কেউ হলো ক্যানেলস্, কেউ হলো ডোবা। নদীর অনুক্রম তো রয়েছে, তাই না? বাচ্চারা বুঝে গেছে, কল্প-পূর্বেও বাবা বুঝিয়েছিলেন পুনরায় এখন বোঝাচ্ছেন। তোমরা নিশ্চয় করে থাকো যে আমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছি। যার দ্বারা কল্প-পূর্বেও আমরা স্বর্গের মালিক হয়েছিলাম। প্রজাও বলবে -- আমরা হলাম মালিক। ভারতবাসীরা বলে, তাই না! -- আমাদের ভারত সবথেকে উঁচু ছিল। আমাদের ভারত সবথেকে নিচু হয়ে গেছে। আমাদের ভারত অত্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন আমাদের ভারত অতি ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। আর কোনো ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে এরকম বলা হবে না। সকল ধর্মাবলম্বীরাই জানে যে ভারত প্রাচীন ছিল তখন আমরা ছিলাম না। সত্যযুগে অবশ্যই কেবল ভারতবাসীরাই ছিল। গাওয়াও হয়ে থাকে -- খ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতই ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না। নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত ছিল। এখন হলো পুরোনো ভারত। ভারত হেভেন ছিল। কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে বসে না। এ হলো অত্যন্ত সহজভাবে বোঝার মতন কথা। বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা প্র্যাকটিকাল(কর্তব্য) করছো? পুরুষার্থের নদীর অনুক্রমে সত্যিকারের ব্যাস হতে হবে। প্রকৃত গীতা শোনাতে হবে। তোমাদের তো কোনো পুস্তকাদি হাতে তুলতে হবে না। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের আত্মা বাবার থেকে গীতার জ্ঞান শোনে। তোমাদের বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় বাবাই রয়েছেন, আর কোনো গুরু-গোঁসাই, সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা তোমাদের বুদ্ধিতে নেই। তোমরা বলবে -- আমরা জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মার থেকে শুনি, যাঁকে সৎ শ্রী অকাল বলা হয়ে থাকে। অকালীরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলে থাকে সৎ শ্রী অকাল...।

বাচ্চারা, এখানে তোমরা জ্ঞান ডাম্প করে থাকো, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে, সৎ হলে তবে খুশিতে নাচতে থাকো (সচ্ তো বিঠো নাচ), তারপর তোমরা ওখানে গিয়ে রাসলীলা করবে। মীরাও ধ্যানে রাস ইত্যাদি করতো। কিন্তু সে ভক্তি করেছিল, তোমরা কোনো ভক্তি করো না। দিব্য দৃষ্টিদাতা বাবা স্বয়ং তোমাদের পড়াচ্ছেন। অনেক বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করতে থাকে তখন মানুষ মনে করে -- এতো হলো জাদু। বাচ্চারা পড়ার সময় ঘুরতে-ফিরতে থাকে (সূক্ষ্ম লোকে), তাই না ! তোমাদের জন্য এ হলো খেলাধুলা। এ কোনো সাবজেক্ট নয়, এর কোনো মার্কস নেই। খেলাধুলার মার্কস হয় না। এখানেও যারা এই খেলাধুলা করতে থাকে, তারা জ্ঞানের মার্কস প্রাপ্ত করতে পারে না। এ হলো খেলাধুলো, একে অব্যক্ত খেলা বলা হয়ে থাকে। ও'টা হলো ব্যক্ত খেলা, এ'টা হলো অব্যক্ত খেলা। রাস ইত্যাদি যারা করে তাদের কোনো মার্কস প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য বাবা বলেন -- ধ্যানের থেকে জ্ঞান হলো ভালো, শ্রেষ্ঠ। ধ্যান তো হলো কেবল এইম অবজেক্টকে সাক্ষাৎকার করা। এ হলোই রাজযোগ। এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে রয়েছে। ওরা তো এই চোখের দ্বারা দেখে -- আমরা অমুক হবো। এখানে এ হলো তোমাদের ভবিষ্যতের এইম অবজেক্ট। প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে হবে। তারপর তোমরা মহারাজা-মহারানী হয়ে যাও। এইম অবজেক্ট ব্যতীত যদি কেউ কলেজে বসে তাহলে তাকে কি বলবে ? ভারতে আর যে'সব সৎসঙ্গ রয়েছে তাতে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। একে ইউনিভার্সিটিও বলতে পারো, পাঠশালাও বলতে পারো। সৎসঙ্গ-কে কখনো পাঠশালা বলা হয় না।

বাচ্চারা, তোমরা জানো আমরা পতিত-পাবন গডফাদারলী ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে থাকি। সমগ্র ইউনিভার্সিটিকে তোমরা পবিত্র স্বর্গে পরিণত করো। নিজের জন্যই এই ইউনিভার্সকে স্বর্গে পরিণত করো, যে বানাবে সেই আবার রাজ্য করবে। এরকম তো নয়, সকলেই স্বর্গের মালিক হবে। যারা সম্পূর্ণরূপে নরকবাসী হয়ে গেছে, যারা দ্বাপর থেকে ভক্তি করেছে তারাই স্বর্গবাসী হবে। বাকি সমস্ত মানুষ সর্ব্বের মতো পিষে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। আত্মা বাবার কাছে ফিরে যাবে। কত বড় বিনাশ ঘটবে। এখন তো অনেক প্রজা রয়েছে। বসে বসে কত গুনবে? সঠিকভাবে গুনতে পারা যায় না। দুনিয়ায় কত মানুষ রয়েছে। এরা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের বেনিয়ান ট্রি-র উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় অনেক বড় বৃক্ষ রয়েছে, যার কান্ডটি (ফাউন্ডেশন) আর নেই, এছাড়া সমগ্র বৃক্ষই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন দেবী-দেবতা ধর্মও রয়েছে কিন্তু তার নাম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এইরকম বলবে না যে ফাউন্ডেশনই নেই, পঁচেনে (নষ্ট) যাওয়া কিছু না কিছু চিহ্ন তো থাকবে, তাই না ! প্রায় বিলুপ্তের অর্থই হলো কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। চিত্র রয়েছে। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। এ তো অতি সহজ কিন্তু মায়া-রাবণ তালা লাগিয়ে দেয়। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি। মানুষের বুদ্ধি আছে কিন্তু তালা লাগানো রয়েছে। প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন বাবা তোমাদের পুনরায় পারশবুদ্ধির বানিয়ে দেন। আত্মাকে বানান। বুদ্ধি তো আত্মায় থাকে। বলা হয়ে থাকে, তাই না! -- তুমি তো হলে পাথরবুদ্ধির, মহিষের মতন বুদ্ধি (মোটা বুদ্ধির)। এখানেও হলো এইরকম। যাকিছুই বোঝাও বোঝেনা, শ্রীমতানুসারে চলে না। শ্রীমৎ তো সদাই বলে -- বাচ্চারা, অন্ধের লাঠি হও। শুনতে হবে আর তারপর শোনাতে হবে সেইজন্য সার্ভিস করতে দূর-দূরান্তে যেতেও হয়। এক জায়গায় বসে যাওয়া উচিত নয়।

এখন তোমরা জ্ঞান আর যোগ শিখছো। এখানে তোমরা শিববাবার সম্মুখে বসে রয়েছো। সহজ রাজযোগ শিখছো -- উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তোমরা এসেছো বিষ্ণুপুরীর রাজধানী নেওয়ার জন্য। বিষ্ণুর বিজয়মালা রচিত হবে। এখন তোমরা ড্রামার রহস্যকে ভালোভাবে বুঝে গেছো। তোমরা জানো অবশ্যই ডিটি সভরেন্টি (দৈবী সার্বভৌমত্ব) ছিল। সত্যযুগের শুরুতে রাজা-রানী ছিল। এখন কলিযুগের শেষে তো কেউই রাজা-রানী বলতে পারে না। কিন্তু গভর্নমেন্টকে সাহায্য করলে তখন আবার মহারাজার টাইটেল পেয়ে যায়। সেই গভর্নমেন্টও টাইটেল প্রদান করতো রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর ইত্যাদি। এখন তো তোমাদের প্রাক্তিক্যালী বড় টাইটেল প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা হার হোলীনেস, হিজ হোলীনেস মহারাজা-মহারানী হবে। তোমাদের ডবল তাজ (দ্বি-মুকুট) থাকবে। প্রথমে হয় হোলী(পবিত্র) রাজ্য, তারপর হয় আনহোলী (অপবিত্র) রাজ্য। এখন আবার আনহোলী, নো রাজ্য। এ হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। ড্রামাকে বুঝতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রোজ জ্ঞান অমৃতের মান-সরোবরে স্নান করে আত্মা এবং শরীর দুটিকেই পবিত্র করতে হবে। মায়ার মত ত্যাগ করে বাবার মতে চলতে হবে।

২) এ হলো অমূল্য সঙ্গমের সময়, এই সময়ে শ্রীমতানুসারে চলে সার্ভিস করতে হবে। প্রকৃত ব্যাস (ব্যাসদেব) হয়ে সত্যিকারের গীতা শুনতে এবং শোনাতে হবে। রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী) হতে হবে।

বরদানঃ:- অনেক প্রকারের অগ্নি থেকে সুরক্ষিত থাকা আর সকলের সুরক্ষাকারী প্রকৃত দয়াশীল ভব আজকের মানব অনেক প্রকারের আগুনে জ্বলছে, অনেক প্রকারের দুঃখ, চিন্তা, সমস্যা..... বিভিন্ন প্রকারের এইরকম চোট যা আত্মাদের আঘাত করে, জীবিত থেকেও এই আগুনে জ্বলার অনুভব করায়। কিন্তু তোমরা এমন জীবন থেকে বেরিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবনে এসে গেছো, তোমরা শীতল সাগরের উপকণ্ঠে বসে রয়েছো। অতীন্দ্রিয় সুখ, শান্তির প্রাপ্তিতে সমাহিত হয়ে রয়েছো, সেইজন্য দয়াশীল হয়ে অন্য আত্মাদেরকেও অনেক প্রকারের আগুন থেকে সুরক্ষিত করো। অলি-গলিতে জ্ঞান-স্থান (জ্ঞান প্রদানের জায়গা) বানিয়ে সকলকে ঠিকানা দিয়ে দাও।

স্নোগানঃ:- যাদের অদ্বিতীয় বাবার সঙ্গেই সত্যিকারের ভালোবাসা রয়েছে, তাদের কাছে অশরীরী হওয়া সহজ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ১০০ পার্সেন্ট সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, অন্তর্মনের আয়নায় দেখতে হবে যে আমি কতটা পবিত্র হতে পেরেছি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা কোন্ উৎসব প্রতিদিন পালন করো আর মানুষ কোন উৎসব পালন করে?

*উত্তরঃ - তোমরা দৈবী ধর্মের স্থাপনা অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ করে তোলার উৎসব প্রতিদিন পালন করে থাকো। প্রতিদিন তোমাদের মানুষকে, মানব থেকে দেবতা বানানোর স্যাপলিং লাগাতে হবে। ঐ মানুষেরা তো জঙ্গলের কাঁটা তৈরির জন্য স্যাপলিং লাগিয়ে নাম দেয় বনোৎসব। তোমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার উৎসব প্রতিদিন পালন করো। তোমাদের মতো উৎসব আর কেউই পালন করতে পারে না।

*গীতঃ- চেহারা দেখেনে রে প্রাণী...

ওম্ শান্তি । এ কথা কে বলেছে? এখানে তো বাবা আর তাঁর বাচ্চাদের সম্মুখে মিলন হচ্ছে। বাচ্চারা এখন দিব্য চক্ষু, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে – দেখার জন্য পতিত অথবা পাপ আত্মারা তো সবাই ছিল। পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য বাবা শ্রীমত দেন। এই শ্রীমত কে দেন, ওদেরও বোঝা উচিত। তিনিই আত্মাদের বলেন। আত্মা জানে আমি এই শরীর দ্বারা ভালো কর্ম করেছি না কি মন্দ কর্ম করেছি। বাবা তোমরা বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেন। এটা তো ঠিকই সবাই পতিত ছিল। এখন তোমরা দেখো কতদূর পবিত্র হতে পেরেছি আর দৈবী গুণ ধারণ করেছি? দৈবী গুণ ধারণ করান সর্বগুণের সাগর বাবা, তিনিই বসে বোঝান। মানুষ তো গায় আমি নিগুণ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ স্বয়ং বলে থাকে আমাদের মধ্যে গুণ নেই। এখন বাচ্চারা তোমাদের একশ' শতাংশ সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। বলাও হয় নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো। যখন সর্বগুণ সম্পন্ন হবে তখনই তোমরা শ্রী লক্ষ্মী বা শ্রী নারায়ণকে বরণ করতে পারবে। সবার প্রথমে তো বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। এমন যিনি অসীম জগতের পিতা যাঁর জন্য গেয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা...সেই পরমপিতার মহিমা অনেক। বলা হয় শিবায়ঃ নমঃ, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। নিশ্চয়ই আমাদের বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার আছে। অসীম জগতের পিতার বর্ষা স্বর্গের বাদশাহী যা তিনি আমাদের দেন। ভারতে স্বর্গের বাদশাহী ছিল, এখন আর নেই। নিশ্চয়ই বাবার কাছেই পেয়েছিল। ভারতই সত্যথন্ডে পরিণত হয়, সত্য শিববাবার জন্ম স্থান – এটা কেউ-ই জানে না। শিবরাত্রি গায়ন আছে কিন্তু সেটা কি ? শ্রীকৃষ্ণের রাত্রি, শিবেরও রাত্রি দেখানো হয় । শ্রীকৃষ্ণের তো মাযের গর্ভে জন্ম হয়েছে। শিববাবার জন্য জন্মাষ্টমী তো বাস্তবে বলা যায় না। শিববাবা তখনই আসেন যখন ব্রহ্মার রাত হয়ে থাকে। রাতের পরেই দিন অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের প্রারম্ভিক সময় শুরু হয়। একে বলে ঘোর অন্ধকার রাত। এটা অসীমিত রাতের কথা । সীমিত রাত তো হয়-ই কিন্তু কলিযুগের শেষ সময়কে গভীর অন্ধকার বলা হয়। সন্ধ্যু এসে জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন....। সন্ধ্যু জ্ঞান সূর্য বাবাকে বলা হয়। সবার প্রথমে বাবা এবং উত্তরাধিকারের পরিচয় দিতে হবে। মনে করো কেউ বাদশাহর সন্তান নয়, কোনো গরিবের সন্তানকে যখন অ্যাডপ্ট করা হয় তখন সেই সন্তান তো জানে যে আমি গরিব ছিলাম, এখন আমি বাদশাহর সন্তান হয়েছি। তোমরাও জানো আমরা রাবণের হয়ে যাওয়ার পর খুব গরিব, কাণ্ডাল হয়ে গেছিলাম। এখন আমরা অসীম জগতের বাবার সন্তান হয়েছি। ঔনার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই। খুব ভালোভাবে এই পরিচয় দিতে হবে তারপর লিখতে হবে যে আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার পাই। এই জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। এরপর তাদের মা, বাবা, চাচা, মামা ইত্যাদি বলা বন্ধ হয়ে গেল। এখানে তো গৃহস্থ ধর্মের কথা বলা হয়। ওরা গৃহস্থ ধর্মকে ত্যাগ করে চলে যায়।

বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে বোঝান যে – তোমরা তো দেবী-দেবতা গৃহস্থ ধর্মে ছিলে, সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এবং স্বর্গের মালিক ছিলে। তারপর তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে নিজের পূজা করো। যখন তোমরা পূজ্য অর্থাৎ দেবী-দেবতা হও তখন ওখানে তোমাদের পূজা করার দরকার নেই। এমনিতেই ভারত দেবী-দেবতাদের পূজ্য কুল ছিল। এখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছো। এরপর আবারও বাচ্চারা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য দেবী-দেবতা হতে হবে, সেইজন্যই গায়ন আছে যে নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী। বাবা পূজ্য এবং পূজারী হন না। বাবা তো চির পূজ্য। ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণ মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখে এবং বাবার পূজা করে। আমরা হলাম ঔনার সন্তান। হে পরমপিতা পরমাত্মা, এমন বলি না! উনি তো হলেন নিরাকার, আত্মাও নিরাকার। শিবের কাছে গিয়ে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিব। আত্মা

অরগ্যান্স দ্বারা এই কথা বলে। এখন তোমরা বাচ্চারা এটাও জেনেছ যে যারা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করে চলে যায় তাঁদের মহিমা করা হয়। এখন তোমরা মাতা-পিতা ঐ নিরাকারকেই বলে থাকো। তোমার সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা দ্বারা আমরা অনেক সুখ পাব। তার জন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছ। কত সহজ কথা। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে প্র্যাকটিক্যালি আছো, সামনে বসে আছো। শিববাবা এবং ব্রহ্মা বাবা দুইজনের সম্মুখে বসে আছ। শিববাবার নিজের শরীর তো নেই। তোমরা জানো শিববাবা এনার মুখ দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে কিভাবে বলবে যে দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা মনে করো। এটা তো শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারে না। এ কথা বাবাই বলতে পারেন। সুতরাং এটা কত বড় ভুল হয়েছে না ! লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকে শুরু করে যথা রাজা-রানী তথা প্রজা প্রত্যেকেই সুখ পেয়েছে। ওরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রধান লক্ষী-নারায়ণ হলো না! যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা। এখন তোমরা আবারও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। এটা তোমাদের লীপ (অধি জন্ম) জন্ম। এই লিপ জন্মকে ধার্মিক জন্ম বলা হয়। তোমরা জানো এটা আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম।

দিন-প্রতিদিন বাবা নতুন-নতুন পয়েন্টস বোঝাতেই থাকেন। যতদিন জীবিত থাকবে শেষ দিন পর্যন্ত তোমাদের পঠন-পাঠন করতে হবে। পয়েন্টস বেরোতে থাকবে এবং এড হতেই থাকবে। জ্ঞান যজ্ঞও শেষ পর্যন্ত চলবে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করা হয়, মাটির শালগ্রাম তৈরি করে তার পূজা করে। আত্মার পূজা করা হয়। তোমরা আত্মারাই ভারতকে মুকুটধারী করে তুলেছ, সুতরাং আত্মাদের পূজা করে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা বাবার সাথে তোমরাও সার্ভিস করছ সেইজন্যই শিবলিপের সাথে শালগ্রামও তৈরি করে। সুতরাং প্রধান বিষয় হলো প্রথম-প্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে। শিববাবা জন্ম নিয়েছেন কিন্তু মায়ের গর্ভে খোড়াই জন্ম নেন। তিনি হলেনই নিরাকার।

যেমন কেউ শরীর ত্যাগ করে তারপর তার আত্মাকে ডাকা হয় - শ্রাদ্ধ খাওয়ার জন্য। আত্মাকে খাওয়ায় তাইনা। আত্মাই স্বাদ গ্রহণ করে। তেঁতো, মিষ্টি, দুঃখ-সুখ সবই আত্মার দ্বারা অনুভূত হয়। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। আত্মার সুখ-দুঃখ তখনই অনুভব হয় যখন তার শরীর থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন সাজা কিভাবে হয়। সূক্ষ্ম শরীরে নয়, স্থূল শরীরে যখন ধারণ করো তখন সাজা দেন। গর্ভজ্যেলে সাজা ভোগ করে থাকে। গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকে। ব্যাস, আমাকে বাইরে বের করো। গর্ভ মহলের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। বাইরে বের হতে চায়না, এটা হলো তার উদাহরণ। সত্যযুগে গর্ভও মহল হয়ে যায়। ওখানে কোনো পাপ হয়না।

এখন তোমরা জানো পতিত কিভাবে হয়েছে। বলাও হয় যে অজামিলের মতো পতিত। অনেক পাপ করে। পাবন অর্থাৎ নির্বিকারী। মূল বিষয়ই হলো বিকারের আর সেইজন্যই পাবন হওয়ার জন্য সন্ন্যাসীরা ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায় তখন তাদের বলা হয় মহাত্মা। মানুষ সবাই পতিত সেইজন্যই গাইতে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম.... রাজা রাম তো শিববাবাকে বলা হবে না। রাম পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয়। রাজা রাম নয়। আমি তো রাজা-মহারাজা হইনা। শ্রী লক্ষ্মী মহারানী, নারায়ণ মহারাজা তোমরা হও, আমি হইনা। আমি তো নিরাকার পুনর্জন্ম রহিত। শরীরধারী যারা আছে তারা সবাই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাবা বলেন আমি হলাম নিরাকার। আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি গর্ভে প্রবেশ করিনা, আমি এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্ম সম্পর্কে জানেন না।

বাবা বসে বোঝান তোমরাই দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর শূদ্র হয়েছ, এখন তোমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছ। আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলি, তোমরা নিজেদের জন্ম সম্পর্কে জানো না। যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই এসে বুঝবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন এইভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ। বলাও হয় ২১ প্রজন্মের বর্সা। অসীম জগতের বাবা, অসীমিত সুখের বর্সা দেবেন তাইনা। লৌকিক বাবার কাছ থেকে তো অল্প সময়ের জন্য সুখ পাওয়া যায়। অমরলোকে আদি-মধ্য-অন্ত পুরোটাই সুখ। এখানে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়। তোমরা পার্বতীদের অমরনাথ শিববাবা অমরকথা শোনান। সত্য নারায়ণের কথাও তিনি শোনান। এ হলো জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দেওয়ার কথা। ভারতবাসী সদা সুখী ছিল, পবিত্র ছিল। সেখানে পবিত্রতা, হেল্থ, ওয়েল্থ ছিল। কখনও কেউ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ত না। তার নামই হলো স্বর্গ। ভারত প্রাচীন স্বর্গ ছিল আর কোনো ধর্ম খন্ড ইত্যাদি সেখানে ছিল না। বৃষ্ণের কান্ড তো থাকবে না ! কান্ডে কারা থাকতো? অবশ্যই দেবী-দেবতাদের চিত্র আছে। সেটাই হলো ফাউন্ডেশন। কিন্তু নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের বলতে পারে না। এখন তাদেরই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরাও সত্যযুগে, রাধা-কৃষ্ণের মতো যুগল হতে পারো। তোমরা এসো তাহলে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করব - কিভাবে তোমরা প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গের প্রিন্স হতে পারো। এই সময় সবাই পতিত, যে কেউ-ই যুক্তি দিয়ে এটা লিখতে পারো। বলা হয় সব ধর্ম মিলে এক হয়ে যাক কিন্তু কিভাবে সেটা হতে পারে? সত্যযুগে তো একটাই ধর্ম ছিল, এক মত, এক ভাষা ছিল। সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। ওরা বিশ্বের মালিক ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না।

কিভাবে তারা হয়েছিল, এরপর অন্যান্য ধর্ম কিভাবে এসেছে – এসব নিয়ে কেউ তাদের বুদ্ধি ব্যবহার করত না। যখন অন্য ধর্মের আত্মারা উপর থেকে নেমে এসে সম্পূর্ণ রূপে পতিত হয়ে যায় তখনই পতিত-পাবন বাবা আসেন। প্রথমে ধর্ম স্থাপক স্বয়ং উপর থেকে আসে এরপর সবাইকে আহ্বান করে বলে, এসো। তাকেও সতোঃ, রজোঃ এবং তমোঃ-র মধ্যে আসতেই হবে। যেই আসুক না কেন প্রত্যেকেই সতোঃ, রজোঃ এবং শেষে তমোপ্রধান হতেই হবে। কিন্তু এখন তোমরা পতিত থেকে পাবন হচ্ছে। সবাই আহ্বান করে বলে - গডফাদার এসো, এসে আমাদের হেভনে নিয়ে যাও। ওরা হেভনকে কেউ মুক্তি, কেউ জীবনমুক্তি বলে মনে করে। তোমরা জানো হেভন জীবনমুক্তিকে বলা হয়। তোমাদের স্যাপলিং লাগানো হচ্ছে। ওরা জঙ্গলে কাঁটার স্যাপলিং লাগায়। রাত-দিনের পার্থক্য। তারও উৎসব পালন করে থাকে। বনোৎসব (বনমহোৎসব), বৃক্ষ লাগানোর উৎসব পালন করে। তোমরা দৈবী ধর্ম স্থাপনা অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ করে তোলার জন্য প্রতিদিন উৎসব পালন করে থাকো। প্রতিদিন মনুষ্য থেকে দেবতা করে তোলার জন্য পুরুষার্থ করছে তোমরা। কাঁটা থেকে ফুল বানানো - এটাই তোমাদের প্রতিদিনের উৎসব। বাগানের মালিক এর জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন।

বাচ্চারা গীত শুনেছে - হে প্রাণী নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো - তোমরা স্বর্গের দেবী-দেবতা হওয়ার বা লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছে? কোনো অবগুণ নেই তো? যদিও ঝড় ঝঞ্ঝা অনেক আসবে। মায়া কাউকে ছাড়ে না। বড়-বড় দীপককেও নিভিয়ে দেয়। উল্টো-পাল্টা সঙ্কল্প তীব্র আক্রমণ করবে। মজবুত হতে হবে। এতে মুষড়ে পড়ার ব্যাপার নেই। বাবার সাথে যোগ ছিল করা উচিত নয়। সবার মাঝি হলেন ঐ বাবা। বিষয় বৈতরনীর বড় খাড়ি, যা তোমাদের যোগবলের দ্বারা পার করতে হবে। বিষয় সাগর পার করে তোমরা ক্ষীরসাগরে চলে যাবে। বিষ্ণুর রাজ্য ক্ষীরসাগরে অর্থাৎ যেখানে ঘি-এর নদী বয়ে চলে। এখানে তো কেরোসিন আর রক্তের নদী প্রবাহিত হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবার শ্রীমতের দ্বারা আমরা শিবালয়ে যেতে চলেছি, যেখানে আমরা সবসময় সুখী থাকবো। তোমরা সবসময় সুখী ছিলে, মায়া তোমাদেরকে দুঃখী করেছে। গৃহস্থ ব্যবহারকে অধার্মিক বানিয়ে দিয়েছে। ওখানে গৃহস্থ ব্যবহারও ধার্মিক। এখন বাবা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী গৃহস্থ ধর্ম সম্পন্ন করে তুলছেন। প্রথমেই মূল বিষয় হলো বাবার পরিচয়। তোমরা বাবার হলে স্বর্গের মালিক হতে পারো। এখানে তো দুঃখধাম। তোমরা স্বর্গে যাও ভায়া মুক্তিধাম হয়ে, সেইজন্যই শিবপুরী, বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। স্মরণ করতে করতে অস্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। এটা স্মরণে রেখো যে - আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর আমরা কাল এসে রাজত্ব করবো, হৃদয় দর্পণে নিজের চেহারা দেখতে থাকো, কোনো অবগুণ তো নেই আমার মধ্যে? আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগবলের দ্বারা বিষয় বৈতরনীর বড় খাড়ি পার করতে হবে। উল্টো সঙ্কল্পের দ্বারা মুষড়ে পড়া উচিত নয়। মজবুত হতে হবে।

২) পূজনীয় হওয়ার জন্য বাবার সাথে ভারতকে মুকুটধারী করে তোলার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- ট্রাস্টি হয়ে লৌকিক দায়িত্ব পালন করেও অক্লান্ত থাকা ডবল লাইট ভব লৌকিক দায়িত্ব পালন করার সাথে সেবার দায়িত্বও পালন করা এতে ডবল লাভ প্রাপ্ত হয়। ডবল দায়িত্ব সুতরাং ডবল প্রাপ্তি। কিন্তু ডবল দায়িত্ব পালন করতে করতে ডবল লাইট হয়ে থাকার জন্য নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে দায়িত্বভার সামলালে ক্লান্তি অনুভব হবে না। যারা নিজেদের গৃহস্থ, নিজেদের প্রবৃত্তি বলে মনে করে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বোঝা অনুভব হয়। নিজের যখন নয়-ই তাহলে আর বোঝা কিসের।

স্নোগানঃ:- সবসময় স্তান সূর্যের সম্মুখে থাকলে ভাগ্য রূপী ছায়া তোমাদের সাথে থাকবে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কারোর সাথেই বৈরিতা করা উচিত নয়, কেননা তোমরা হলে সকলের প্রতি কল্যাণকারী, যারা বৈরিতা করে তাদেরকে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ বলা হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন স্মৃতি সদা বুদ্ধিতে থাকলে নির্ভয় হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমরা সত্যথোর মালিক দেবী - দেবতা তৈরী হচ্ছে, শরীরকে যদি কেউ আঘাতও করে কিন্তু আত্মাকে আঘাত করতে বা মারতে পারবে না। গুলি শরীরেই লাগে। আমি আত্মা তো বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি, আমার কি ভয়? আমি বসে আছি, ছাত যদি ভেঙ্গে পড়ে, আমি বাবার কাছে চলে যাবো। এতে ভয় পাওয়ার কোনো কথা নেই। তোমাদের এমন নির্ভয় হতে হবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জগদম্বার মহিমা শুনেছে। এখন মানুষ তো কেবল গেয়ে থাকে যে, জগদম্বার মেলা লাগছে। এ হলো সঙ্গম। এখানে বাচ্চাদের সঙ্গে বাবার মেলা। বাবা থাকলে মা অবশ্যই থাকবে। ভারতে জগদম্বার জীবন কাহিনী কেউই জানে না। জগতের রচনাকারী অর্থাৎ জগৎ অম্বা। জগদম্বার মন্দিরও আছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, যাঁর স্মরণিকা বানানো আছে, তিনি অবশ্যই সৃষ্টির সঙ্গমে এসেছিলেন। এনাকে জগদম্বা বলা হয়। জগৎপিতা, প্রজাপিতাও তো আছেন, তাই না।

অসীম জগতের এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্ত কি আছে, আর মুখ্য অ্যাক্টর কারা -- একথা কেউই জানে না। হিরো - হিরোইনরাও তো অ্যাক্টর হয়, তাই না। কেবল তো দুইজন থাকবে না। অবশ্যই তাদের সেনাও থাকবে। জগদম্বারও সেনা থাকবে। তাদের শক্তি বলা হয়। শক্তি সেনা হলো প্রখ্যাত। শক্তি কোথা থেকে এসেছে? অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই শক্তি নিয়েছে - এ তো সবাই মানে। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান। তাঁকেই 'সৎ শ্রী অকাল' বলা হয়। যারা অকালী হয় তারা নিরাকারকে মানে। শিখরা গুরু নানককে মানে। তারা বলে, গুরু নানক দেব। তাদের যে পরম্পরা হয়, তাদের মধ্যে দশজন বাদশাহের নামও ভিন্ন - ভিন্ন। কারোর সিংহ, কারোর দাস, কারোর আবার চন্দ্রও নাম রয়েছে। সকলের নাম ভিন্ন - ভিন্ন, আর যারা অকালী, তারা অকালমূর্তকে মানে। সৎ শ্রী অকাল -- এ কার মহিমা? পরমপিতা পরমাত্মার। তাই একথা সিদ্ধ করে যে, সৎ কেবল এক শ্রী - শ্রী অকালমূর্ত পরমাত্মাই। তোমরা বলতে পারো - সৎ শ্রী অকাল। তোমরা তাঁকে জানো। ওরা কেবল কিছু শব্দ বলে দেয়, অর্থ কিছুই জানে না। তোমরা তো 'সৎ শ্রী অকালকে' জানো। তাঁর বায়োগ্রাফিও তোমরাই জানো। বাচ্চারা, তোমাদেরই বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। তিনি এই জ্ঞানের কলস মাতাদের দিয়েছেন। ইনি হলেন বড় মাম্মা, আর এরপর তোমরা অনেক মাতা। জগদম্বার অনেক ছেলে-মেয়ে। ইনি জগদম্বা, তাহলে পিতাও অবশ্যই আছেন। তোমরা জানো যে, এই জগদম্বাকে, কার বাচ্চা? তিনি তো হলেন মানব, ৮ - ১০ ভুজ তো নেই। এতো হাত কেন দেওয়া হয়েছে -- এ কেউই জানে না। তাই উঁচুর থেকে উঁচু হলেন সৎ পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে - পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে আমরা রূপ বসন্ত বলি, রূপও আছে আর বসন্তও, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এতো ছোটো স্টার, তিনি জ্ঞানের সাগর। ওয়ান্ডার, তাই না। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - বাবা হলেন বিন্দু রূপ, তাঁর মধ্যে অবশ্যই সমস্ত পার্ট নিহিত আছে। ভক্তিমার্গে তিনি ভক্তদের ভাবনা পূরণ করেন। এ সবই ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। যে সময় যার যে ভাবনা, তা পূর্ব থেকেই ড্রামাতে নির্ধারিত থাকে। তোমাদের এই পড়াও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, যে পার্ট আবার রিপিট হচ্ছে। এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না। তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো যে, উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান সব বলেন। তিনি হলেন নিরাকার, নির্ভয়, নির্বের....তার কারোর সাথে বৈরিতা নেই। তোমাদেরও কারোর সঙ্গে বৈরিতা নেই। তোমরা হলে সকলের কল্যাণকারী। কারোর মধ্যে যদি বৈরী ভাব থাকে তাহলে তাকে হাফ কাস্ট বলা হবে। অর্ধেক শূদ্র, অর্ধেক ব্রাহ্মণ। যখন সমস্ত বিকারের খাদ সম্পূর্ণভাবে নির্গত হয়ে যাবে, তখনই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা হবে। এখন তো অর্ধেক - অর্ধেক। সকলের মধ্যে কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কার ভরপুর হয়ে আছে, তা দূর করতে হবে। তোমাদের এখন না দেবতা, না শূদ্র, মাঝামাঝি ব্রাহ্মণ বা অর্ধেক ব্রাহ্মণ বলা হবে। এখনো তোমরা সম্পূর্ণ হওনি। জগৎ অম্বাকে দেবতা বলা হবে না। জগৎ অম্বা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান, তারপরই তিনি দেবতা হন। এখন তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার পুত্রী হলেন সরস্বতী কিন্তু এই কথা কেউই জানে না। ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন যে, তিনি মুখ বংশাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁকেই শিবশক্তি সেনা বলা হয়।

তাই তোমরা জানো যে, সেই উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা, যিনি পরমপিতা, তিনি পরমধামে থাকেন। এরপর সূক্ষ্মবতনে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার কারণে তাঁদেরও যুগল দেখানো হয়। বিষ্ণুকে সম্পূর্ণ যুগল রূপে দেখানো হয়। এই সব কথা বুদ্ধিতে রাখার প্রয়োজন। মানুষ বলবে যে, আমরা এক্টর। তাই মানুষকে এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের কথা জানতে হবে, তাই না। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর কে? ৮ - ১০ বা ১০০ হাতের কি কেউ আছে? এমন কেউই নেই, এই সব চিত্র ফালতু। ব্রহ্মার একশো হাত দেখানো হয়। এখন ইনি তো প্রজাপিতা, একশো হাতের তো কোনো কথাই নেই। এ সবই ভুল করে দিয়েছে। রাইট কথা বাস্তবে কি, তাও বোঝা উচিত। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, যিনি পরমধামে থাকেন, তিনি হলেন স্টার। বিষ্ণুরও চার ভুজ দেখানো হয়েছে, দুই ভুজ লক্ষ্মীর, আর দুই ভুজ নারায়ণের। রাবণের যেমন দশ শির দেখানো হয়, পাঁচ হলো স্ত্রীর, আর পাঁচ পুরুষের। সবার প্রথম মুখ্য বিকার হলো দেহ বোধ। তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে অন্য সব বিকার আসে। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা তো হলেন অব্যক্ত। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো এখানে প্রয়োজন, তাই না। ইনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান, তখন সূক্ষ্মবতনের ফরিস্তা হয়ে যান। তোমরাও ফরিস্তা হয়ে যাও। ওখানে তোমাদের হাড় - মাংসের দেহ থাকে না। এদেরই ফরিস্তা বলা হয়। ব্রহ্মা তো প্রজাপিতা এখানে। এরপর বিষ্ণু দুই রূপে পালনা করবেন। শঙ্কর তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। এ'সব হলো বড় বোঝার মতো কথা। এতো দূরদর্শী বুদ্ধি কারোর নেই। তোমাদের বুদ্ধি একদম মূলবতন, সূক্ষ্মবতন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সূক্ষ্মবতন এখন রচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করেরও রচনা করা হয়েছে, যেখান পর্যন্ত তোমরা পৌঁছাতে পারো। তাই উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তারপর এই মনুষ্য সৃষ্টিতে দেবী - দেবতারা। বাকি আট বা দশ ভুজের বা চণ্ডিকা দেবী ইত্যাদি তো নেই। এতো সব চিত্র কোথা থেকে এসেছে? তোমাদের কাছে তো কোনো হাতিয়ার নেই-ই। এই সব হিংসক হাতিয়ার বসে বানানো হয়েছে। দেবতারা তো হলেন ডবল অহিংসক। সূক্ষ্মবতনে কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি থাকে না। চিত্রে কতো হাতিয়ার দেওয়া হয়। একে বলা হয় পুতুল পূজা। এঁদের কর্তব্য কেউই জানে না। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা করেন। তাহলে তিনি তো নিজেই বড় হয়ে গেলেন, তাই না। তোমরা হলে তাঁর সন্তান, পৌত্র - পৌত্রী।

যারা বোঝার তারা বুঝতেও পারে, কিন্তু একথা তবুও বুঝতে পারে না যে, সকলেরই মৃত্যু হবে। এখনো কতো মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। খবরের কাগজ ইত্যাদিতে তো দেখায়ই না, না হলে নাম বদনাম হয়ে যাবে। ক্ষুধায় অনেকেরই মৃত্যু হয়। কোনো সময় অতি কষ্টে দুটো রুটি খেতে পায়। বাচ্চারা, তোমরা জেনে গেছো যে, সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব চলতে থাকে। মনুষ্য হলো দুই ভুজেরই। বাকি সত্যযুগে কোনো আট বা দশ হাতের দেবী থাকে না। সেকেন্ড নশ্বরে আছে রাম - সীতা। তারাও এখানে রাজযোগের দ্বারা পদপ্রাপ্তি করছে। বোঝার জন্য এ কতো সহজ কথা। বাবা বলেন, তোমরা অনেক বেদ শাস্ত্র পড়েছো, এখন তোমরা আমার কাছে শোনো, আর জাজ করো -- আমি তোমাদের সত্য শোনাই, নাকি ওরা তোমাদের সত্য শোনায়? যদি ওরা সত্য শোনায় তাহলে তোমরা সত্য নারায়ণের কথা শুনে কেন সত্য নারায়ণ তৈরী হওনি?

তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি সত্য বাবার কাছ থেকে সত্য কথা শুনছো -- এই কথা হলো নারী থেকে লক্ষ্মী আর নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। তাহলে অবশ্যই প্রজাও তৈরী হবে, নাকি কেবল লক্ষ্মী - নারায়ণ গিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে? এই দেবী - দেবতার রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। এরপর সত্যযুগে গিয়ে রাজত্ব করবে। ওখানে রাজাদের লঙ্কর ইত্যাদি কিছুই থাকে না। লঙ্কর বিকারী, অপবিত্র রাজাদের থাকে। ওরা তো হলো হোলি (পবিত্র) রাজা। সত্যযুগকে হোলি ল্যান্ড বলা হয়, একে বলা হয় আনহোলি ল্যান্ড (অপবিত্র দুনিয়া)। এ অনেক পুরানো, পতিত হয়ে গেছে। নতুনকে তো পুরানো হতেই হবে। শরীরও প্রথমে নতুন, তারপর পুরানো হয়। এ তো বুদ্ধিতে বসা উচিত, তাই না। মানুষ হয়েও তারা ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে না। তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু শিব বাবা মূলবতনে থাকেন। তাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। বিন্দু আত্মারাও ওখানে থাকে কিন্তু বিন্দু রূপ দিলে কেউ কিভাবে বুঝতে পারবে? বিন্দুর পূজা কিভাবে করবে? শিব বাবার বিন্দু রূপের পূজা কিভাবে করবে? তিলক কিভাবে লাগাবে? বাবা অমরনাথেরও মহিমা আছে। বাবা সমস্ত কিছু দেখে এসেছেন যে, কেমনভাবে শিবলিঙ্গ বানানো হয়। বলা হয়, ওখানে পার্বতী, শঙ্করকে কথা শুনিয়েছিলেন। এখন পার্বতীর কোন দুর্গতি হয়েছিলো যে, শিব বসে তাঁকে কথা শুনিয়েছিলেন? বাস্তবে তোমরা সবাই হলে পার্বতী। তোমরা জনম - মরণে আসো, আর সঙ্গতি লাভ করার জন্য কথা শুনছো। তাই ওখানে জিজ্ঞাসা করে যে, শিবলিঙ্গ কোথায়? তখন বলে, শিবলিঙ্গ তো নিজে থেকেই বের হয়ে আসে। আরে! এ কিভাবে হবে? ওখানে পায়রাও দেখানো হয়। পায়রা কখনো কথা বলা শিখতে পারে না। তাকে কথা বলা শেখানো হয়, আর তখন সে বলতে পারে। ওদের গলায় নেকলেস পরানো হয়। তোমরা জ্ঞানের নেকলেস পরো। তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন

শিব বাবা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গ দেখানোর জন্য বিষ্ণুর চার ভুজ দেখানো হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচুর থেকে উঁচু হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ আর তাঁদের রাজধানী, তারপর রাম - সীতার ডায়নেস্টি। এই হোলি ডায়নেস্টি সম্পূর্ণ হয়। তারপর রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এরপর সবাইকে পতিত হতেই হবে। বাকি হ্যাঁ, পরের দিকে যে নতুন আত্মারা আসে, তাদের কিছু প্রভাব পড়ে। কারোর সতোপ্রধানতার, কারোর রজঃ, কারোর আবার তমোর পাঁট থাকে। এ হলো অসীম জগতের ড্রামা। মনুষ্য তো মনুষ্যই। বাকি সবই হলো পুতুল পুজো। তোমরা তো অ্যাক্টর্স, তাই না। তোমরা এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হচ্ছে। জাগতিক পড়ার দ্বারা মানুষ কতো উচ্চ পদ লাভ করে। এও পড়া, যার দ্বারা তোমরা রাজ্য পদ প্রাপ্ত করো। এমন পড়া কোথাও হয় না। ওই প্রিন্স - প্রিন্সেস তো প্রালঙ্ক নিয়ে আসে। তোমরা এখানে প্রালঙ্ক তৈরী করছো। ভবিষ্যৎ সত্যযুগের জন্য এ কতো উচ্চ এবং সহজ নলেজ -- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান, ঈশ্বরীয় কোলে বসে আছি। ঈশ্বরের কোল কে ত্যাগ করবে?

তাই এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে বুঝতে হবে। বাবা তো বসে যথার্থ রীতিতে বোঝান। যিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ -- এমন মহিমা করা হয়। তাঁকে সৎ - চিং - আনন্দ স্বরূপ বলা হয়। তাই তিনি যখন আসবেন, তখনই তো উত্তরাধিকার দান করবেন, তাই না। তোমরা সত্যথণ্ডের মালিক দেবী - দেবতা তৈরী হও। এখানে ভয়ের কোনো কথা নেই। এখানে তো কতো ভয় থাকে -- কেউ যেন আক্রমণ বা আঘাত না করে। তোমাদের তো সম্পূর্ণ নির্ভয় থাকতে হবে। শরীরকে কেউ আঘাত করতে পারে, আত্মাকে কেউ তো আঘাত করতে পারে না যে তোমরা ভয় পাবে। নির্ভয় হওয়ার জন্য বড় বুদ্ধি থাকা উচিত। বাবাও নির্ভয় আর বাচ্চারাও নির্ভয়। গুলি তো শরীরে লাগে, আমি আত্মা তো বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি, আমার কি ভয়? আমরা বসে আছি, তখন যদি ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, আমরা বাবার কাছে চলে যাবো। নির্ভয় হওয়ার জন্য সময় লাগে। তোমরা তো জগদম্বার বাচ্চা শিব শক্তি সেনা। একের তো আর মহিমা হয় না। তোমরাও সঙ্গে আছো। ইনি হলেন কমন্ডার। তোমাদের রুহানী ড্রিল শেখান। তোমরা তাঁর সন্তান। তোমরা হলে লাকী নক্ষত্র। এই সরস্বতীও লাকী নক্ষত্র। ইনি তো ব্রহ্মার পুত্রী, তাই না। ওই গুণান সূর্যের চন্দ্রমা তো এই ব্রহ্মা, তাই না, কিন্তু ইনি মেল হওয়ার কারণে মায়েদের উপর কলস রাখা হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কারকে দূর করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে। কারোর প্রতিই বৈরী ভাব রাখবে না।

২) নির্ভয় হওয়ার জন্য আত্ম - অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে। আমরা হলাম শিব শক্তি সেনা, আমাদের তো সত্যথণ্ডের মালিক হতে হবে - এই নেশাতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- কলিযুগী বায়ুমণ্ডলে থেকেও তার ভাইব্রেশন থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে স্বরাজ্য অধিকারী ভব স্বরাজ্য অধিকারী তাকেই বলা হয়, যাকে কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে না, সদা এক বাবার প্রতি যেন আকৃষ্ট থাকে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যেন আকর্ষণ তৈরী না হয়। এমন রাজ্য অধিকারীই হলো তপস্বী। সেই হংসই বকেদের এই কলিযুগী বায়ুমণ্ডলে থেকেও সদা সেফ থাকে। দুনিয়ার সামান্যতম বায়ুমণ্ডলও তাকে আকৃষ্ট করে না। তার সমস্ত কমপ্লেইন সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- মন্দকে ভালোতে পরিবর্তন করাই হলো উচ্চ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ শক্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যাসকে সহজ করে তোলার জন্য, বাবাকে কখনো পিতা রূপে, কখনো টিচার রূপে, কখনো আবার সঙ্গুরু রূপে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা এখন সমগ্র বিশ্বে তোমাদেরকে কোন্ ঢাক পেটাতে হবে?

*উত্তরঃ - এখন ঢাক পিটিয়ে সকলকে জানাও যে - সুখের দুনিয়া (স্বর্গের) রচয়িতা স্বয়ং রাজযোগ শেখাতে এখানে এসেছেন। তিনি বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন, সেইজন্য রাজযোগ শিখে নাও। বাবা নিজেই বলেন যে - বাচ্চারা এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, তোমাদেরকে এখন আমার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেই জন্য দেহবোধ পরিত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যাও, দৈবী গুণ ধারণ করো, তবেই দৈবী দুনিয়াতে যেতে পারবে।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনে ভাবছে যে - এখন আমাদের বুদ্ধিতে কার স্মৃতি ফুটে উঠলো? সকলের বুদ্ধিতে এই ধারণা রয়েছে যে - ইনি তো পতিত পাবন একমাত্র বাবা। ইংরেজিতে তাঁকে বলা হয় লিবারেটর (মুক্তিদাতা)। তিনি দুঃখ হতে সকলকে লিবারেট করেন। তিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা... এসব কোনো মানুষ অথবা দেবতার নাম নয়। এতো একমাত্র সেই পতিত পাবন বাবার মহিমা। গডফাদারকে বলা হয়ে থাকে পতিতপাবন সদগতি দাতা। এই মহিমা গায়ন কোনো মানুষের জন্য হতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর - এদের কাউকেই পতিত পাবন বলা যায় না। সর্বোপরি সবার উপরে পতিত পাবন কেবলমাত্র একজনই আছেন। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা - যেমন উচ্চ তাঁর নাম, তেমনি উচ্চ তাঁর ধাম। তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে যে - ইনি আমাদেরই পিতা। শিবকে বাবা বলে সম্বোধন করা হয়, শিব হলেন নিরাকার। শিবের চিত্র ভিন্ন, শংকরের চিত্র ভিন্ন। তিনি (শিব) বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। আজ হলো সঙ্গুরুবার। তোমাদের জন্য তো রোজই সঙ্গুরুবার। সঙ্গুরু এসে রোজ তোমাদেরকে পড়িয়ে যান, তিনি হলেন তোমাদের পিতাও, তো এমন দৃঢ় নিশ্চয় থাকা উচিত। তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যায় না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণা হয়েছে যে - পতিতপাবন পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। বুদ্ধিতে এইরকম দৃঢ় নিশ্চয় থাকা দরকার। ইনি একমাত্র বাবা - ঐকে যেকোনো রূপে স্মরণ করো। বুদ্ধি উপরে নিরাকারের দিকে চলে যায়। তিনি কোনও আকার বা সাকার নন। আত্মাদের এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে প্রয়োজন, কিন্তু তারা তাঁকে জানেই না। তারা গুনগান করে সেই পরমপিতার - তিনি জ্ঞানের সাগর। সুতরাং জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ যিনি জ্ঞান শুনিয়ে তার সদগতি করেন। শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের কাছেও এই জ্ঞান নেই। সেটাই হলো প্রকৃত জ্ঞান, যা জ্ঞানের সাগরের থেকে প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে শাস্ত্র ইত্যাদিতেও এই জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগরকেই সৃষ্টির বীজরূপ বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন ক্রিয়েটর (রচয়িতা)। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা আর বাদবাকি সকলেই হলো এই সীমিত জগতের পিতা। অসীম জগতের সেই পিতাকে সকলেই স্মরণ করে - তিনি পিতাদেরও পিতা, সমস্ত পতিদেরও পতি, সকল গুরুদেরও গুরু - সকলেই তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর সাধনা করে। আজকাল দেবতাদের চিত্রের সামনে, রামের মূর্তির সামনে, শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ রাখে। তিনি হলেন নিরাকার, উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো তাঁর স্থান, তিনি সকলকে লিবারেট (উদ্ধার) করেন। এখন সমস্ত আত্মারাই পতিত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল সেইসময় শুধুমাত্র একটিই রাজ্য ছিল তা হল সুখধাম - পবিত্রতা, সুখ, শান্তিতে ভরপুর ছিল সেই দুনিয়া। তার নাম হলো স্বর্গ (হেভেন)। হেভেনকে সুখবতন বা মূলবতন বলা হয় না। হেভেন এর এগেনস্টে রয়েছে হেল (নরক)। একথা সর্বদা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। একমাত্র অসীম জগতের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তাঁর থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সঙ্গুরু তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন, তারপর পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাবেন। সেই এক এর কতো মহিমা কীর্তন! লক্ষ্মীনারায়ণকে এই মহিমা প্রদান করা যায় না। এসব একমাত্র নিরাকার পিতারই মহিমা। যখন দেহ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, তখন আত্মা নিরাকার হয়ে থাকে। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা তোমরা নিজের নিজের শরীর ধারণ করে, নিজেদের পার্ট পালন করে চলেছো। তোমরা কত জন্ম ধরে এই পার্ট প্লে করে চলেছো, সে কথাও তোমরা এখন জানো। ব্রহ্মারও তাঁর পার্টের নির্দিষ্ট কন্সটিউম রয়েছে। সূক্ষ্মলোকেও সেই কন্সটিউম রয়েছে। তাঁর নির্দিষ্ট শরীর রয়েছে। বলা হয় যে সেই দেহে তাঁর আত্মা রয়েছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্করেরও সূক্ষ্ম দেহ রয়েছে। শিববাবা বলেন - আমাকে নিরাকার বলা হয়। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে - তোমরা সবাইকে বলবে যে - তোমার হলো দুইজন পিতা। তোমার জন্মদাতা লৌকিক

পিতারও দু'জন পিতা। প্রত্যেকেই সেই অসীম জগতের পিতাকেই স্মরণ করে। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে অনেক ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক পিতা রয়েছেন, কিন্তু এ হল অসীম জগতের বাবা, তিনি হলেন একজনই। যদি বাবাকে ভুলে যাও, তাহলে অন্ততপক্ষে টিচারকে মনে রাখো, যদি টিচারকেও ভুলে যাও, তাহলে সঙ্গুরুকে মনে রাখো।

বাবা বুঝিয়ে দেন - ভারত এখন পতিত হয়ে গেছে। যখন এই ভারতভূমি পবিত্র ছিল, তখন এত সংখ্যক আত্মারা কোথায় বসবাস করত? মুক্তিধামে, বাণপ্রস্থ অবস্থায় অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্ব। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন বাণীর ওপারে যাওয়ার জন্য গুরু শরণাগত হয়, তারা বলে যে - আমাদেরকে নির্বাণধামে নিয়ে চলুন, কিন্তু সেই লৌকিক গুরু তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে না। এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষকে তো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতেই হবে। এতে ভারতেরই প্রধান ভূমিকা রয়েছে... তাদের মধ্যেও যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। আত্মা পরমাত্মা একে অপরের থেকে বহুকাল আলাদা হয়েছিল... তাহলে তা হিসেব করা উচিত। বহুকাল অর্থাৎ যারা সবার প্রথমে এই সৃষ্টিতে নিজেদের পার্ট প্লে করতে আসে। অবশ্যই তারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বলা হয়, ৮৪ লাখ চক্রের কথা বলা হয় না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বোঝানো হয়েছে, যা তোমরা আগে জানতে না। এনার আত্মাও তো সে কথা এখন জানে। দুই আত্মাদের রহস্যের কথাও বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় আত্মা প্রবেশ করতে পারে, অশুদ্ধ আত্মারও প্রবেশ হওয়া সম্ভব। সুতরাং পরমপিতা পরমাত্মাও তো ঐর শরীরে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি বলেন যে - আমি নিরাকার, আমি না এলে রাজযোগ শেখাবো কেমন করে? আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, মানুষের পক্ষে স্বর্গের স্থাপনা করা সম্ভব নয়। বাবাকে বলা হয় হেভেনলি গডফাদার। সত্যযুগে থাকবে বৈকুণ্ঠের রাজধানী - তা শুধু একটাই তো কেবল হবে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন নান্দার ওয়ান প্রিন্স, সত্যপ্রধান। সত্যপ্রধানকেই মহাত্মা বলা হয়ে থাকে। যখন কেউ অবিবাহিত থাকে, তখন তাকে কুমার-কুমারী বলা হয়। কুমারীর অনেক সম্মান। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পরে যদি পবিত্র হয়েও থাকে, তবুও তারা যুগল হয়ে যায় - তখন 'কুমারী' এই নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। সন্তানের জন্ম দিয়ে তখন তারা হয়ে যায় মাতা-পিতা। বিবাহের পর সকলেই বুঝতে পারে যে সন্তান জন্ম দিয়ে তারা মাতা-পিতা হয়ে উঠবে, তখন তাদেরকে কুমার-কুমারী বলা হয় না।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এখন শ্রীকৃষ্ণপুরী স্থাপিত হচ্ছে। সেখানে একমাত্র দেবী দেবতা ধর্ম থাকবে। বাদবাকি প্রতিটি ধর্মের শাস্ত্র পৃথক পৃথক হয়। লোকে বলে যে অমুক ধর্মের ধর্মশাস্ত্র হলো এটি, আমরা অমুক ধর্ম অথবা অমুক মঠে যাই। আত্মাদেরকে এসে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে - গুরুনানক আবার কবে আসবেন? ওরা বলে যে - জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হয়ে গেল। তাহলে কি এখানে তিনি আর আসবেন না? তবে সৃষ্টি চক্র কিভাবে পুনরাবর্তিত হবে? যখন গুরু নানকের আত্মা আসেন, তখন তাঁর পেছন পেছন শিখ ধর্মের সমস্ত আত্মারাই আসতে থাকে। এখন দেখো সংখ্যা কতো বৃদ্ধি পেয়েছে ! তবুও রিপোর্ট তো হবে তাই না। তাহলে বলো কবে আসবে আবার? তা ওরা কেউ বলতে পারবে না। তোমরা বলবে এটা তো হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। ৫০০ বছর আগে গুরু নানক এসেছিলেন, পুনরায় ৪৫০০ বছর পরে এসে আবার শিখ ধর্ম স্থাপন করবেন তিনি। আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি। ক্রম অনুযায়ী বাকি ধর্ম নেতারাও এসে ধর্ম স্থাপন করবে। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে যে, তাদের বুদ্ধিতে এত কথা ধারণ হয় না। আচ্ছা, কিছু কথা তো ধারণ হয়। ভক্তদের ভগবান হলেন সেই একমাত্র বাবা। বলা হয়ে থাকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। কাউকেই পরমাত্মা বলা হয় না। এমনটা নয় যে, আত্মা পরবর্তী কালে পরমাত্মা হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় - জলের বুদ্ধবুদ্ধ সাগরে লীন হয়ে যাবে। কেউ আবার বলে যে, নির্বাণধামে চলে গেছে। ঠিক যেমন ভাবে বুদ্ধের জন্য বলা হয়ে থাকে। কেউ আবার বলে, জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হয়ে গেছে। তাহলে সঠিকটা কি? নির্বাণ ধামে যাওয়ার কথা ঠিকই আছে। আত্মাও নিরাকার, তা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে। সৃষ্টিলোক হল মুক্তি (চলমান)। সেখানকার এক ভাষা রয়েছে, সেখানে যারা আসে, তারা সেই ভাষা বুঝে ডাইরেকশন নিয়ে ফিরে আসে। এওতো ওয়াল্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) ব্যাপার তাই না। মুক্তি, টকি এবং সাইলেন্স - তিন প্রকারের রয়েছে। সবার প্রথমে মুক্তির (নির্বাক নিঃশব্দ চলচ্চিত্র) বাইস্কোপ ছিল, কিন্তু তা সকলের ভালো লাগলো না তাই তা টকি (বাকসংলাপ যুক্ত চলচ্চিত্র) করে দেওয়া হল। সৃষ্টিলোক কেবল রয়েছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শংকর। বোঝানো হয় উষ্ণ থেকেও উষ্ণ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি সাইলেন্স ওয়ার্ডে থাকেন। সমস্ত আত্মারাও সেখানেই থাকে। পতিত পাবন হলেন একমাত্র সেই সদগুরুই। তিনিই সকলের সদগতি দাতা। এছাড়া বাদবাকি যদি কাউকে গুরু বলা হয়, ঋষি বলা হয়, মহাত্মা যদিও বলা হয় - কিন্তু তবুও প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই ভক্ত আত্মা। তারা কেউই সেই বাবাকে জানেনা, যিনি একমাত্র সকলকে পবিত্র করে তুলতে পারেন।

বলা হয় যে, পরমাত্মা এসে সকলকে কবর থেকে নির্গত করে নিয়ে যান। এখন সেই মহা ভয়ংকর মহাভারতের যুদ্ধ চলছে। তোমরা সত্যযুগে যাবার জন্য এখন রাজযোগ শিখছো। বিনাশের পর পুনরায় সত্যযুগের গেট খুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সময়ে তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছো। তোমরা যোগবলের মাধ্যমে এই রাজস্বের অধিকারী হও। এ হলো নন ভায়োলেন্স (অহিংসক লড়াই)। এখন সত্যিকারের নন ভায়োলেন্স কাকে বলা হয়, তা কেউ জানে না। কাম বিকারগ্রস্তও হলে হবে না, এটাও হিংসা। অহিংসা ছিল দেবী দেবতাদের পরম ধর্ম। এই সময় বিকারের জন্যই তোমরা আদি, মধ্য, অন্ত শুধু দুঃখই পেয়ে এসেছো। সত্যযুগে রয়েছে নির্বিকারী দুনিয়া, সেই কারণে সেখানে আদি, মধ্য, অন্ত কোনো রকমের কোনো দুঃখ থাকে না। সেটা হল অমরলোক, এ হলো মৃত্যুলোক। মৃত্যুলোকে বসে বাবা এই সব কথা তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন যাতে তোমরা অমরলোকে যেতে পারো। বাবা বলেন যে - আমি ত্রিকালদর্শী। আমি তোমাদেরকেও ত্রিকালদর্শী ত্রিনেত্রী করে তুলি। অর্থাৎ তিনলোক ও তিনকালকে তোমরা এখন জানতে পারো। এসবই হলো ভগবানের মহিমা। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তাঁর সমান করে গড়ে তুলে, তিনি সঙ্গে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তোমরা জ্ঞানের সাগরের সন্তান হয়ে, তোমরাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে ওঠো। বাবা বলেন - আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, নলেজফুল। হ্যাঁ, তোমরা জানো যে বীজ থেকে বৃক্ষের সৃষ্টি হয় আর তারপর তাতে ফল ফুল ধরে। এখন এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিকর্পী বৃক্ষ। বাবা বলেন যে - আমি এই উল্টানো বৃক্ষের আদি মধ্য এবং অন্তকে জানি, সমগ্র সৃষ্টি চক্রকেই জানি। মানুষ বলে থাকে - পরমাত্মা হলেন সত্য, চৈতন্য, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর - তাহলে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়া উচিত। বাবা বলেন - তোমরা এখন আমার কাছ থেকে অর্থাৎ নিজের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। তোমরা ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হয়ে যাবে আমি তো এভার (চিরন্তন) পবিত্র। তোমাদেরকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। এই সময় শুধুমাত্র তোমাদেরই চড়তি কলা রয়েছে। তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে যাও। তারপর সত্য যুগ থেকে শুরু করে তোমাদের কলা কমতে থাকবে। আত্মার সর্বোচ্চ উন্নতি হওয়ার পর তাকে আবার অবনতিতে নামতেই হবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। অনেক সার্ভিস করছো। বাবা হলেন পতিত পাবন, তোমরা হলে শিবশক্তি, পান্ডব সেনা। তোমরাই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া করে তোলার জন্য সাহায্য করছো। তোমাদেরই মহিমা কীর্তনে বন্দেমাতরম্ বলা হয়ে থাকে। কোনো পতিতের মহিমায় কখনোই বন্দেমাতরম্ বলা হয় না। বাবা এসে শক্তি-দল গড়ে তুলে, তাদের দ্বারা গুপ্ত সার্ভিস করান। তোমরা হলে ডবল অহিংসক, তোমরা রাজস্ব অধিকার করো, কিন্তু কোনো রকম অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ার সাথে নেই তোমাদের। তোমরা পবিত্র হয়ে থাকো। এখন সকল মানুষই হলো ডবল হিংসক। প্রথমতঃ তারা বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, কাম অস্ত্রে একে অপরকে শুধু দুঃখই প্রদান করে আর তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করতে থাকে। আজকাল কত দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। মানুষের মধ্যে ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। ক্রোধ করে মানুষ নিজেই নিজেকে আঘাত করতে থাকে। সকলের দোষ ত্রুটি ধরে এবং নিন্দা করতে থাকে। এসবও এই অবিনাশী ড্রামাতে পূর্বনির্ধারিত হয়েই রয়েছে। সবাইকে অধঃপতিত হতেই হবে। এখন তোমাদের হলো চড়তি (উর্ধ্বগামী) কলা। তোমরা চতুর্দিকে ঢাক পেটাও যে - যিনি স্বর্গের রচয়িতা, তিনিই স্বয়ং ভগবানই রাজযোগ শিখিয়ে দেওয়ার জন্য এখন এখানে এসেছেন। তিনি তাঁর হাতে করে উপহারস্বরূপ স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না তিনি তো দৈব গুণসম্পন্ন মানুষ মাত্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে দেবতা বলা হয়, তাঁদেরকে দৈবগুণ সম্পন্ন মানুষ বলা হয় না। সত্যযুগের মানুষের মধ্যে রয়েছে দৈবী গুণ আর কলিযুগের মানুষের মধ্যে রয়েছে আসুরিক গুণ। মানুষই প্রথমে দৈবী গুণসম্পন্ন হয় আর সেই মানুষই পরে আসুরিক গুণধারী হয়ে ওঠে। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন যে - তোমরা বাবাকে ভুলতে পারো কি করে? প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এখন আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তবুও তোমরা ক্ষণে ক্ষণে আমাকে ভুলে যাও। দেহ অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী অনুভব কর। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, ত্রিলোকীনাথ হতে হবে। বাবার মহিমায় নিজেকে মাস্টার বানাতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হতে হবে। কোনো প্রকারের বিকারের বশবর্তী হয়ে কখনো হিংসা কোরবে না। বাবার সাহায্যকারী হয়ে সকলকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে।

- *বরদান:-* স্বালা স্বরূপের স্মরণের নিজেকে পরিবর্তন করে - ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, তথা দেবতা ভব
আগুনে যখন কোনো বস্তু দেওয়া হলে যেমন তার নাম, রূপ, গুণ সবই পরিবর্তিত হয়ে যায়, ঠিক
সেভাবেই বাবার স্মরণের যোগ অগ্নিতে তোমাদেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠো
তোমরা। তারপর ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা আর ফরিস্তা থেকে দেবতা হয়ে যাও। ঠিক যেমনভাবে কাঁচা
মাটিকে ছাঁচে ফেলে, আগুনে পোড়ালে তা শক্ত হুঁট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই এই পরিবর্তনও সাধিত হয়।
সেই কারণেই স্মরণকে স্বালা স্বরূপ বলা হয়ে থাকে।
- *স্লোগান:-* শক্তিশালী আত্মা সে-ই যে, যখন ইচ্ছা শীতল স্বরূপ আর যখন ইচ্ছা স্বালা স্বরূপ ধারণ করে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছো, রুদ্র শিববাবা তোমাদেরকে যাকিছু শোনাচ্ছেন, সেগুলি শুনে অবশ্যই অন্যদেরকে শোনাতে হবে”

*প্রশ্নঃ - বাবাও যজ্ঞ রচনা করেছেন আর মানুষও যজ্ঞ রচনা করে - দুই যজ্ঞের মধ্যে মূখ্য পার্থক্য কি?

*উত্তরঃ - মানুষ এইজন্য যজ্ঞ রচনা করে যাতে শান্তি লাভ হয় অর্থাৎ বিনাশ না হয় কিন্তু বাবা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছেন এই কারণে যে, যজ্ঞ থেকে বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হবে আর ভারত স্বর্গ হবে। বাবার এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তোমরা নর থেকে নারায়ণ অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে। সেই যজ্ঞের দ্বারা তো কোনও প্রাপ্তি হয় না।

*গীতঃ- এই হৃদয় চায় তোমাকে ডাকতে...

ওম শান্তি । এই গীত কতোইনা মিষ্টি আর কতোই না অর্থপূর্ণ, যারা প্রথর বুদ্ধিদীপ্ত (বিশাল বুদ্ধি) হবে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বুদ্ধিও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয় তাই না। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ হয়ে থাকে। উত্তম বুদ্ধিদীপ্ত আত্মারা এর অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারে। তোমাকে আহ্বান করতে এই মন চায়, এটা কারা স্মরণ করছে? (বাচ্চারা) কি রকম বাচ্চা? বাচ্চা তো অনেক আছে। যারা ব্রাহ্মণ হয়, যারা দেবতা ছিল, যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় তারাই বেশী করে আহ্বান করে। তারাই শিব অথবা সোমনাথের মন্দিরের স্থাপনা করে। প্রমাণিত হয় আমরা যারা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন পূজারী হয়েছি। অবশ্যই আমরা পূজ্য ছিলাম এবং সোমনাথ শিবের পূজা করতাম। রুদ্র যজ্ঞ অনেক রচনা করে, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ কখনও রচনা করে না। রুদ্র যজ্ঞ নাম রাখে। এখনও রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে চলেছে তোমরা খুব ভালো করে বোঝাতে পারো - রুদ্র কে? রুদ্র কি কখনও যজ্ঞ রচনা করেছিলেন? কিভাবে রচনা করেছিলেন? এর দ্বারা কি সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল? এটা তো কেউ জানেনা। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কেউ দিতে পারবে না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই জ্ঞান সাগর বলা হয়। সাধারণ মানুষকে জ্ঞান সাগর বলা হয় না। এখন তোমরা জানো আমরা ঠাকুরদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, যাকে স্মরণ করে বলতাম যে বাবা এসে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করো। তারপর আমরাও দান নিয়ে অন্যদেরকে করবো। খুবই সহজ। কেবল স্মরণ করাবে যে তোমাদের হল দুটি বাবা। ভক্তি মার্গে দুই বাবা হয়ে যায়। সত্যযুগ ত্রেতাতে এক লৌকিক বাবা-ই থাকে। সেখানকার উত্তরাধিকারও তোমরা এইসময়ের পুরুষার্থ অনুসারে প্রাপ্ত করবে। তো তোমাদেরকে মাথা খাটাতে হবে। এমন এমন জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে যে রুদ্র যজ্ঞ কে রচনা করেছিলেন? রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ নাকি রুদ্র যজ্ঞ? আসল নাম হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র তো হলেন নিরাকার। তিনি কিভাবে যজ্ঞ রচনা করবেন? অবশ্যই শরীর ধারণ করতে হবে। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞও মানুষ করে থাকে। দেখায় যে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে অশ্বকে স্বাহা করতো। ঘোড়াকে টুকরো টুকরো করে স্বাহা করতো। তাকে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ বলা হয়। এটা এখন তোমরা জানো, তো সেখানে লিখতে হবে এটা কিরকম যজ্ঞ? খুবই ঘটা করে যজ্ঞ করে। অনেক টাকা পয়সা একত্র করে। বড় বড় ধনী ব্যক্তির দান করে। কেউ ১০০ বের করে তো কেউ ৫০০ বের করে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে তো তোমরা সবাই স্বাহা হও। সেখানে তো অল্প অল্প টাকা একত্র করে তারপর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেয়। এখানে তো তোমাদেরকে স্বাহা হতে হবে। সেখানে স্বাহা হওয়ার কোনও কথাই নেই। এখানে বাচ্চারা বলে বাবা তন-মন-ধন সহ আমি এসেছি, সেখানে এইরকম বলবে না। আহুতি করার সময় কখনও এইভাবে দান করে না। আরতি ইত্যাদি হয়, চাঁদা কাটা হবে। বড় বড় ব্যক্তিদের থেকে নেয়। বাচ্চারা তোমরা জানো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়। তারা যজ্ঞ রচনা করে শান্তির জন্য, বিনাশের জন্য নয়। সেখানে শান্তির জন্য অনেক আওয়াজ করে। শান্তি তো সমগ্র দুনিয়াতে চাই, তাই না। পরমপিতা হলেন শান্তির সাগর। বাচ্চারা তোমাদেরকে অর্থ বোঝানো হয়। সংবাদ পত্র পড়ো তো চিন্তা করতে হবে যে - কিভাবে আমি সবাইকে বোঝাবো?

বাবা জানেন যে কিভাবে বি.কে.-রা দোকান দেখাশোনা করে। শেঠের কোন্ দোকানটি ভালো চলে, কোন্ ম্যানেজার ভালো, সেটা তো গুড় জানে, আর গুড়ের বস্তা জানে। এই ব্রহ্মা হলেন গুড়ের বস্তা। এটা বড়ই রমণীয় কথা। তাই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের জন্য তো লেখা আছে যে এর দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রস্ফলিত হয়। তারা যজ্ঞ করে শান্তির জন্য। এটা হলো সত্যিকারের যজ্ঞ। সেই ব্রাহ্মণদের তো অনেক শেঠ থাকে। তোমাদের ব্রাহ্মণদের ইনি হলেন একজন শেঠ। বাবা হলেন রুদ্র, শিব বোলো, সোমনাথ বোলো, তিনি জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন, যে যজ্ঞে তোমরা বসে আছো। সেই যজ্ঞে তো দুই-চার

দিন চলে। তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যন্তু তো হল অনেক বড়। তাতে টাইম লাগে। এটা হলো নর থেকে নারায়ণ বা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার যন্তু। তারা তো এইরকম বলবে না। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, কিভাবে তাদেরকে সাবধান করবে। বড়দের বলো - তোমরা যে যন্তু রচনা করছো, তাতে ভুল আছে। পরমপিতা পরমাত্মা প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমে আসেন। শাস্ত্রে যুগে-যুগে লিখে দিয়েছে। এটাই ভুল করে দিয়েছে। সেইভাবেই রুদ্র যন্তু রচনা করে। বাস্তবে হল রুদ্র জ্ঞান যন্তু। শিবের নাম হল রুদ্র, তিনিই জ্ঞান যন্তু রচনা করেছেন। যেরকম ইব্রাহিম নিজের ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেছে, বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করেছে, সেরকমই রুদ্রের হলো জ্ঞান যন্তু, যার দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হবে। এর অর্থ হলো সেখানে শান্তির জন্য যন্তু রচনা করে, অর্থাৎ বিনাশ চায় না। স্বর্গের স্থাপনার জন্য নরকের বিনাশ হলে তো ভালোই হয় তাই না।

ভারত হলো অবিনাশী খন্ড, অবশ্যই ভারতের মনুষ্য সম্প্রদায় অনেক বেশী হওয়া উচিত। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। সমগ্র কল্পই তারা অতিবাহিত করেছে। শাস্ত্রে ৩৩ কোটি লিখে দেয়েছে। কিন্তু এটা তো বোঝাতে হবে - অবশ্যই অন্যান্য ধর্মের থেকে দেবতা ধর্মের আদমসুমারী বেশী হবে, কিন্তু তারা কনভার্ট হয়ে গেছে তো কিভাবে বেরিয়ে আসবে। অনেকে গিয়ে বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি হয়েছে, সেইজন্য সংখ্যায় অল্প হয়ে গেছে। এটাও হল ড্রামা। এসব বোঝার জন্য প্রথমে বুদ্ধি চাই। যতক্ষণ বুদ্ধিতে জ্ঞান না বসে ততক্ষণ কেবল অর্পণময় হওয়াতে কি লাভ আছে? সমর্পিত তো অনেকে হয় কিন্তু যারা ভালোভাবে ধারণা করে এবং অন্যদেরকেও করায়, প্রজা বানায় তারাই ভালো পদ প্রাপ্ত করে।

তো এই গান হল অ্যাকুরেট - তোমাকে ডাকতে মন চায়...। সবথেকে প্রথমে ৮৪ জন্ম কারা নিয়েছেন? যারা প্রথম দিকে এসেছিলেন, তারা হলেন দেবী-দেবতা। তারা ভারতেই ছিলেন। এখন তো কেউ কোথায় না কোথায় কনভার্ট হয়ে গেছে। কেউ তো ভারতেরই বাইরে চলে গেছে। নাহলে তো ভারতের মতো সবথেকে বড় তীর্থ আর কোথাও নেই। অন্যান্য যে সকল ধর্ম স্থাপক আছে, তাদেরকেও পাবন বানানোর জন্য ভগবানকে ভারতে আসতে হয়, কেননা সবাই হল পতিত, সবাইকে পাবন বানাচ্ছেন এক বাবা। এটা তোমরা জানো। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে যথার্থ ভাবে জানতে পারে। তোমরা বলবে যে আমরা রুদ্র জ্ঞান যন্তু বসে আছি, এইরকম কোনও যন্তু হয় কি, যেখানে এতটা সময় ধরে বসে থাকবে? বসে বসে কি করছো? রুদ্র যে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তা শুনছো। যতক্ষণ রুদ্র বাবা এই শরীরে আছেন, শোনাতেই থাকবেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো অবশ্যই এখানেই থাকবেন, তাই না। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত গাওয়া হয়ে থাকে। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মার দিন আর রাত খোড়াই বানাবে। তিনি তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতা। দিন আর রাতের প্রশ্ন হল এখানকার। ব্রহ্মার রাত মানে পতিত। পুনরায় যখন পাবন হন তখন দিন হয়। ব্রহ্মাকেও পাবন বানাচ্ছেন সে-ই এক সদ্গুরু। সত্য বাবা, সত্য টিচার, সদ্গুরু তিনজন একসাথে আছেন। প্রথমে অবশ্যই বাবার বাচ্চা হবে, তারপর টিচারের থেকে পদ প্রাপ্ত করবে। নম্বরের ক্রমান্বয়ে তো আছে তাই না। এটাও যদি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে কতোই না খুশীতে থাকে। তোমরা প্রথমে অসীম জগতের বাবার ছিলে তাই না। এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। ভক্তিমার্গে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে এসেছো, কেননা তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। অবশ্যই স্বর্গের রাজস্ব দেবেন। এটা বোঝানো তো খুব সহজ। যে সেন্সিবল্ হবে, সে-ই বোঝাতে পারবে। বাস্তবে সেন্সিবল্ হলে তোমরা ব্রাহ্মণেরা। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিবান আছে, তাদেরও নম্বরের ক্রম আছে। জগতের বুদ্ধিবানদের মধ্যেও নম্বরের ক্রম আছে। এখানেও যারা সেন্সিবল্ হতে থাকবে, তারা অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কতখানি সেন্সিবল্ হতে পেরেছি? যেরকম বাবা মুরলী শোনান, সেইরকম সেখানেও তোমরা মুরলী শোনাতে পারো। তোমরা তাদেরকে বোঝাও যে - রুদ্র যন্তু আর রুদ্র জ্ঞান যন্তুর মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। রুদ্র জ্ঞান যন্তু রচিত হলে তার থেকে বিনাশ জ্বালা বেরিয়ে আসবে, ভারত স্বর্গ হবে আর এরা আবার যন্তু রচনা করে যাতে বিনাশ না হয় অর্থাৎ স্বর্গ স্থাপন না হয়। এটা তো উল্টো হয়ে গেল। তবেই তো বলেন যে আমি সবাইকে উদ্ধার করতে এসেছি। রুদ্র জ্ঞান যন্তু রচনা করি। তো তোমরা প্রতিজ্ঞা করো - বাবা, আমরা তোমার থেকে শুনে অন্যদেরকেও শোনাবো। আচ্ছা, অন্যদেরকে শোনাও। প্রথমে এখানে তো রিপটি করো। বারংবার রিপটি করো, যাতে অন্য কোথাও বোঝাতে পারো। ফার্স্টক্লাস পয়েন্ট। সেখানকার যন্তু তো যে তিল ইত্যাদি অর্পণ করে, আমাদের রুদ্র যন্তু তো সমগ্র পুরানো দুনিয়ার সামগ্রী স্বাধা হয়েছিল। কিন্তু এসব কথা কারোর বুদ্ধিতে ভালোভাবে ধারণ হয় না। বাবাকে স্মরণ করে না তাই বুদ্ধির তালা খোলে না। বাবা বলছেন - আমি কি করবো? এইসময় সকলের বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে, তাদেরকে পাবন বানাই। যারা আমাকে স্মরণ করে না, তাদের ধারণাও হতে পারবে না। বুদ্ধির তালা কি করে খুলবে? স্মরণের দ্বারাই খুলবে। মোস্ট বিলভড্ হলেন বাবা, তাঁর অনেক মহিমা করে। শিববাবার কতো মহিমা হয়! শিবের পূজাও হয়, তো অবশ্যই তিনি আসেন তাই না। অর্গ্যান্স ছাড়া এসে কি করবেন? তাই এখন ব্রহ্মার মধ্যে এসেছি। বাচ্চারা তোমরা বাপদাদার সামনে বসে আছো, কিন্তু দেহ অভিমান থাকার কারণে এত লজ্জা, বাবার প্রতি এত রিগার্ড থাকে না। ডায়রেকশন অনুসারে চলতে পারে না। অহংকারে এসে যায়। বাবা বলছেন -

আমি হলাম নিরহংকারী, তোমাদের এত অহংকার কেন আসে? ব্যস, মনে করে আমিই বুদ্ধিমান। এতখানি দেহ-অভিমান এসে যায়।

এখন কারো পতি মারা গেলে তো তার দেহ তো বিনাশ হয়ে গেলো। আত্মা বেরিয়ে যায়, তাই পুনরায় ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মাকে আহ্বান করে। দেহকে তো আহ্বান করে না। ভাবনা রাখে তাই ভাবনার ভাড়া পায় (ভালোবাসা থাকে বলে তার প্রতিদানও পায়)। পতিকে স্মরণ করতে থাকে তো পতির সাক্ষাৎকার করে নেয়। বাবা সাক্ষাৎকার তো করান তাই না। এইরকম অনেকেরই ভালোবাসা থাকে। আসবে তো আত্মা তাই না। কারো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকলে তো তার প্রতিদান সে পেয়ে যায়। স্ত্রীর মনের ভাব বুঝে নেয়। পছন্দের জিনিস নিয়ে আসে, নিজের হাতে তাকে পরিয়ে দেয়। এইরকম অনেক কিছুই হয়ে আসছে। আগে তো খুব বিধি পূর্বক যাওয়াতো। যেরকম গনেশকে বা নানক ইত্যাদিকে স্মরণ করে তো তাদেরও সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, এইরকম অনেকেরই হতে পারে। কিন্তু সেই চাবি এক বাবার হাতেই আছে। বাবা বলছেন এই সাক্ষাৎকারের কথাও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। সাক্ষাৎকার করালেন, ড্রামা চললো, কোনও কিছুই থেমে থাকে না। ড্রামাকেও ভালোভাবে জানতে হবে। আরে, বাবাকে তো ভালো করে রিগার্ড দাও। বাবাকে এত রিগার্ড, ভালোবাসা দেওয়াও মুশকিল মনে করে, মনে করে তিনি তো হলেন নিরাকার। বলে যে এটা তো তাঁর রথ, এনাকে আমরা কি করবো? আমরা তো নিরাকারকেই স্মরণ করবো। আত্মা, নিরাকারের কোলে গিয়ে দেখাও? নিরাকারকে সাথে নিয়ে থাও, পান করো। তোমরা এনার কাছে কেন আসছো? বলে যে - না বাবা, তুমি এনার মধ্যে আছো, এনার মধ্যেই তুমি বিরাজমান মনে করে চলবো। এটা অতি কষ্টেই সাকুল্যে কারো বুদ্ধিতে থাকে। এইরকম অনেকেই আছে যারা গল্প বানায় - বাবার প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা আছে, আমি এত ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করি। বাবা (ব্রহ্মা) বলেন - আমিও সম্পূর্ণ স্মরণ করি না। আমি তো একমাত্র বিশেষ হারানিধি বাচ্চা, তথাপি আমি খুব পুরুষার্থ করি। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অর্পণ হওয়ার সাথে সাথে নিজের বুদ্ধিকে বিশাল (প্রখর) বানাতে হবে। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য ভালোভাবে ধারণা করতে হবে আর করাতেও হবে।

২) বাবার সমান নিরহংকারী হতে হবে। অহংকার ছেড়ে বাবার প্রতি অত্যন্ত লভ্ এবং রিগার্ড রাখতে হবে। দেহ-অভিমানে আসবে না।

বরদান:- মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্ম করে কর্মযোগী, কর্ম বন্ধনমুক্ত ভব ব্রাহ্মণ জীবন কর্মবন্ধনের জীবন নয়, কর্মযোগী জীবন। কর্মেন্দ্রিয়গুলির মালিক হয়ে যা চাও, যেভাবে চাও, যতটা সময় কর্ম করতে চাও সেইভাবেই কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা করাতে থাকো তাহলে ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা হয়ে যাবে। কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দেহ সেবার জন্য প্রাপ্ত হয়েছে, কর্মবন্ধনের হিসেব-নিকেশের জীবন সমাপ্ত হয়েছে। পুরানো দেহ আর দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধ সমাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য একে মরজীবা জীবন বলা হয়।

স্নোগান:- দিলারামের সাথে অনুভব করতে হলে সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিটি গৃহকে স্বর্গ বানানোর দায়িত্ব হলো তোমাদের উপরে, সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে, দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, ঈশ্বরের কোলে আসার পর তোমাদের কেমন অনুভব হয়?

*উত্তর:- মঙ্গল মিলন উদযাপনের অনুভব ঈশ্বরের কোলে আগত বাচ্চাদের হয়। তোমরা জানো যে সঙ্গমযুগ হলো মিলন উদযাপনের যুগ। তোমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়ে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো। এইসময় তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে মিলিত হচ্ছে। সমগ্র কল্পে কেউই এইভাবে মিলন করতে পারবে না। এটা হল তোমাদের খুবই ছোটো ঈশ্বরীয় কুল, শিববাবা হলেন দাদা, ব্রহ্মা হলেন বাবা আর তোমরা বাচ্চারা হলে ভাই-বোন, এছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই।

*গীত:- নবীন বয়সের কলি তোমরা...

ওম্ শান্তি । বাবা যখন আসেন, তখন প্রথমে কিছুটা সময় সাইলেন্সে বসতে হবে, কেননা সবার আগে স্মরণের দান দেওয়া হয়। স্মরণের দ্বারাই পতিতদেরকে পাবন বানাতে হবে। বাচ্চারা তোমরা দান দিচ্ছো আর নিচ্ছো। বাবা এসে কাঁটারদেরকে কলি বানাচ্ছেন পুনরায় কলি থেকে ফুল হয়। তোমরা জানো যে আমাদের সেবাই হলো - প্রত্যেককে স্বর্গের যোগ্য বানানো। যেরকম তোমরা নিজেরা হয়ে উঠছো।

বাবা এসে প্রথমে হেল্‌থ, তারপর ওয়েল্‌থ (সম্পত্তি) প্রদান করেন। প্রথমে শান্তি তারপর সুখ। বাস্তবে সুখ দুটোতেই আছে। বাচ্চারা, তোমাদের সুখ আর শান্তি দুটোই চাই আর সল্ল্যাসী প্রমুখরা কেবল শান্তি প্রার্থণা করে। সল্ল্যাসীরা সুখ চায় না। সুখ তো তারা দিতে পারবে না। যদি শান্তি দেয়-ও, তাও অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য। তারা বলে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। বিশেষ করে সল্ল্যাসীরা শান্তি চায় মুক্তির জন্য। মুক্তি অন্য কেউ তো দিতে পারবে না। এখানে অসীম জগতের মুক্তি, অসীম জগতের জীবন্মুক্তি বলা যায়, সেটা কেবল অসীম জগতের বাবা-ই দিতে পারেন। তোমরা জানো যে এই সময় সবাই হল কাঁটা। এই সময় সবাই কাঁটা লাগাতে থাকে। বাবা বলেন সবাই একে-অপরকে কাম কাটারী দ্বারা আঘাত করতে থাকে। তাদের জানা নেই যে কাম কাটারী চালানোকে হিংসা বলা হয়। তোমরা যখন বিকারে যাও তখন একে-অপরকে দুঃখ দিতে থাকো। এটা হল দুঃখের দুনিয়া। সুখের দুনিয়া স্বর্গকে বলা যায় - যখন নতুন সৃষ্টি নতুন ভারত হবে। ভারতবাসী, যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী, তারা জানে যে এই দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়। তারা সেটা অনুভব করতে পারে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তাদের মহিমা গাইতে থাকে। বুদ্ধতে পারে যে এনারাই ভারতের মালিক ছিলেন। ভারত স্বর্গ ছিল - এটারও অনুভব হয়, কিন্তু হাওয়ার মতো। বুদ্ধতে পারে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের এত মন্দির বানায় তো নিশ্চই তাদের রাজধানী ছিল। মহারাজা-মহারানী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কবে ছিল সেটা ভুলে গেছে। কত সাধারণ ভুল। খুব বেশী দিন হয়নি। পাঁচ হাজার বছরের কথা। যীশু খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ইত্যাদিরা এসেছে দু-আড়াই হাজার বছর হবে। তাদের ক্ষেত্রে বলা হয় রি-ইনকারনেশন (পুনর্জন্ম) নিয়েছে। এমনিতে তো প্রত্যেকেই রি-ইনকারনেট (পুনর্জন্ম) নেয়। আত্মা এসে প্রবেশ করে, একেও রি-ইনকারনেট বলা হবে। কিন্তু প্রথমে বড়দের নাম গাওয়া হয়। বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা রি-ইনকারনেট করবেন, তারপর এসে শরীরে প্রবেশ করবেন। রি-ইনকারনেটের অর্থই হল এটা। তো যারা সুনামধন্য, তাদের জন্য বলা হয়। যেরকম বুদ্ধের রি-ইনকারনেশন, যীশু খ্রীষ্টের রি-ইনকারনেশন। ভারতের সাথে বৌদ্ধ আর খ্রীষ্টানদের কানেকশন দেখা যায়। গুরু নানকের আনুমানিক ৫০০ বছর দেখানো হয়। তার রি-ইনকারনেশন হলো ছোট্ট। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধদের হলো বড়। তাই রি-ইনকারনেশন সবাই করে। এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করতে থাকে। কিন্তু তিনি কবে আসবেন, কিভাবে আসবেন - এটা জানে না। শরীরে তো অবশ্যই আসতে হয়। কিন্তু জন্ম না নেওয়ার কারণে তাকে রি-ইনকারনেশন বলা হয়। ছোটো শিশু হয়ে তো জন্মান না। সবথেকে বড় রি-ইনকারনেশন পরমপিতা পরমাত্মারই বলা হবে। মানুষ গেয়ে থাকে - পরমাত্মা ২৪ অবতার নেন। তারপরে বলে দেয় নুড়ি-পাথরে অবতার নিয়েছেন। নীচের দিকেই যেতে থাকে। যেরকম ভারতের পতন হয়, সেরকম তাদের বলা কথারও পতন হতে থাকে। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তিনি অবশ্যই নতুন আর পুরানোর সঙ্গমেই আসবেন। তাকেই সবথেকে বড় রি-ইনকারনেশন বলা হয়। শিবের হলো সবথেকে বড় রি-ইনকারনেশন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুদ্ধতে পারে না, কেননা তারা পরমাত্মার থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। নিরাকারের সাথে পরিচিতি অবশ্যই আছে কিন্তু

তারা এটা জানেনা যে পরমাত্মা কবে আসেন, এসে কি করেন? এমন নয় যে বিষ্ণুর রি-ইনকারনেশন বলা হবে। দেবী-দেবতা ধর্মের রি-ইনকারনেশন বলা হবে না। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বলা হয়।

বিষ্ণু অবতরণের একটা নাটকও বানায়। এখন বাস্তবে বিষ্ণু অবতরণের তো কোনও কথাই নেই। তোমরা এখন বিষ্ণুর কুলের হচ্ছে। ঈশ্বরের কুল আছে তাই না। ইনি হলেন শিবের বাচ্চা ব্রহ্মা, ব্রহ্মার বাচ্চা হলে তোমরা। একেই ঈশ্বরীয় কুল বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন আমি এসে তোমাদেরকে নিজের আপন বানাই। বাচ্চার আমি এসে তোমাদের বাবা হই। আমি তো হলাম তোমাদের সকলের বাবা। কিন্তু এখন তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা আমার হয়েছে, এইজন্য তোমরা আমাকে দাদা (ঠাকুর্দা) বলে থাকো। আত্মাদের বাবা তো আছিই। সবাই জানে যে এইসময় আমি এসেছি। তোমরাই এখন মিলন করছো। অসীম জগতের বাবার সাথে তখনই মিলিত হও যখন বাবা জন্ম দেন। এখন তোমাদেরকে ব্রহ্মার ধর্মের বাচ্চা বানিয়েছি। বিকারের দ্বারা বাচ্চা তো হতে পারে না। এত প্রজা আছে। ভাই-বোন তো অনেক, এরা সবাই হল মুখ বংশাবলী তাই না। সন্ধ্যাসীদের বংশাবলী হয় না কেননা তাদের সাথে দাদা-বাবার কোনও কানেকশন নেই। এখানে বাবাও আছেন আবার দাদাও আছেন। দাদা এনাকে (বড় ভাইকে) বলা হয়। বাবা এসে নিজের বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছি। এটা হল মঙ্গল মিলন। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি - একেই সঙ্গম বলা হয়। সঙ্গমে মিলন হয়। যেরকম তিন নদীর সঙ্গম। সেখানে কি হয়? গুরু আর জিঞ্জাসুদের মিলন হয়। সেটা তো হয়ে গেলো লৌকিক মিলন। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা আর পরমাত্মার মঙ্গল-মিলন। এটাই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ মিলন। আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। এখানে কোনও জলের নদীর কথা নেই। এখানে তোমরা বসে আছো। এটা হল তোমাদের জন্য বিশেষ মঙ্গল-মিলন। আত্মারাও হল চৈতন্য। এটা হল পরমপিতা পরমাত্মার লোন নেওয়া শরীর, একেই মঙ্গল মিলন বলা হয়। কুস্তের মেলা বলা হয় তাই না। কুস্তকেও সঙ্গম বলা হয়। তিন নদীর সঙ্গমের নাম কুস্ত রেখে দিয়েছে। সবথেকে বড় সঙ্গম কোনটি? সাগর আর নদীর সঙ্গম। সবথেকে বড় নদী হল ব্রহ্মপুত্র। এনার মধ্যেই বাবা আসেন এইজন্য সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর একত্রিত মেলা তো আছেই। এখন সঙ্গমে হল কুস্তের মেলা। তোমরা সবাই জ্ঞানসাগর বাবার সাথে মিলিত হও, একে ঈশ্বরীয় কুস্তের মেলা বলতে পারো। এটা হলো আত্মাদের সাথে পরমাত্মার সঙ্গম। কুস্ত বা সঙ্গম - কথা তো একই। তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমরা নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি। আমাদেরকে গৃহস্থ থেকেও পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। যেখানে পবিত্রতা আছে, তাকেই স্বর্গ বলা হবে। বাচ্চারা পবিত্র থাকে তো পবিত্রতাই হল সুখ-শান্তি। তোমাদের স্থিতি এমন হওয়া উচিত যেরকম দেবতাদের থাকে। কোনও অপগুণ যেন না থাকে, একেই স্বর্গ বলা হবে। সেটাই পুনরায় স্থায়ী স্বর্গ হয়ে যাবে। ঘরে এমন যোগ্য হতে হবে, এইজন্য বলা হয় - ঘর-ঘরকে স্বর্গ বানাও। সত্যযুগে প্রতিটা ঘর স্বর্গ ছিল, এখন নেই। যে বাচ্চারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবে, তাদেরকে নিজের ঘরে বসে পতিত থেকে পাবন হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে।

এটা হল সবথেকে বড় চৈতন্য তীর্থ। যেখানে শিববাবা হলেন সাগর, সেখানে তোমরা আত্মারা গঙ্গা অবশ্যই থাকবে। এটা হল সবথেকে বড় এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ মেলা। সেখানের সব হল ভক্তি মার্গের মেলা, এটা হলো জ্ঞান মার্গের মেলা। ভক্তিমার্গের মেলা তো প্রত্যেক জন্মেই লাগতে থাকে। জ্ঞান মার্গের মেলা একবারই লাগে। এটা হল আত্মিক মিলন। সুপ্রীম আত্মা পরমধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়। সবথেকে ভালো যাত্রা বা মেলা হল এটা। এই চৈতন্য সাগর তো যেখানে খুশী যেতে পারে। পার্থিব জগতের জড় সাগর তো কোথাও যেতে পারে না। এই সাগর যেতে পারেন। তোমরা নদীরাও নিমন্ত্রণে যাবে। জ্ঞান সাগর এই ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে যান। তোমরা হলে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের নদী - কেউ পবিত্র, কেউ অপবিত্র। কোনো কোনো সময় এমনও অনেক এসে যায় যারা পবিত্র থাকতে পারে না। তথাপি আসতে তো থাকে, তাই না। বাইরের গৃহস্থীরাও আসতে থাকে। অ্যালাও করা হয়। এমন নয় যে সবাইকে অ্যালাও করবে। কোনো মিত্র সম্বন্ধী প্রমুখ আসে, যাদের ওঠানোর (জ্ঞানী বাচ্চা হওয়ার) জন্য অ্যালাও করতে হয়। নাহলে তো কায়দা অনেক আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো পতিত আসতে পারে না। কোনও পাণ্ডা বা পরি ইত্যাদি কেউই কোনও পতিতকে সাথে নিয়ে আসতে পারবে না এইজন্য বাবা বলছেন সতর্ক থাকো, তোমরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করবে। কাউকে সাথে নিয়ে আসছো বা পার্টিয়ে দিচ্ছো, রেস্পন্সিবিলিটি তোমাদের উপরে। সেন্টারে নিমন্ত্রণ দাও। কতো পতিত আসে। সেন্টারে পতিত এলে তবে তো তাকে পাবন বানাবে। এখানে তো সাগর বসে আছেন তাই নিয়ম রাখা হয়েছে। নাড়ি টিপে দেখা হয়। ডাক্তার নার্স তো ভিন্ন ভিন্ন হয় তাই না। মাঝা বাবা বা অনন্য বাচ্চারা কথা বললে সাথে সাথেই বুঝে যাবে যে বুদ্ধিতে বসছে কি না। তোমরা যখন কাউকে বোঝাবে যে দু'জন বাবা আছেন তখন মেনে নেবে। যুক্তি বলে দেওয়া হয়। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো সবাই স্মরণ করে। আমরা হলাম এই রকম বাবার সন্তান। কিন্তু তাঁর অ্যাকুপেশন সম্বন্ধে মানুষ জানে না। এটা তো তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, যে-যে নাম রূপে মানুষ আসে, সেই নাম রূপে ৫ হাজার বছর পর পুনরায় অবশ্যই

আসবে। যীশু খ্রীষ্টের যে চিত্র আছে, অবিকল ঠিক সেইসময়েই আবার হবে। যীশু খ্রীষ্টের এইরকম চিত্র আর অন্য কোনও মানুষের হতে পারে না। কৃষ্ণের যে চিত্র আছে সেটা পুনরায় অন্য কোনও মানুষের হতে পারে না। আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছে, বাবা এই আত্মাদেরকে পুনরায় পাবন বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে কল্যাণকারী হলেন বাবা, অকল্যাণকারী হল রাবণ। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন বাবা। এই সময়ে কেবল মানুষই নয়, উপরন্তু সব জিনিসেরই সঙ্গতি হয়ে যায়। নরকের বিনাশ, স্বর্গের স্থাপনা হয়। যারা কল্প পূর্বে এসেছিল - কেউ পাঞ্জাবী, কেউ পার্সী আসে, তাই না, সবাইকে নিমন্ত্রণ দিতে হবে। বাবা এসেছেন - ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলতে পারো। তোমাদের চিত্রও খুব সুন্দর। এখন তোমরা মন্দিরের যোগ্য তৈরী হচ্ছে। এখন ভূতগুলিকে তাড়াতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। লক্ষ্মী বা নারায়ণকে বরণ করার জন্য বিকারী অবগুণ গুলিকে বের করতে কতো পরিশ্রম করতে হয়! কারো মধ্যে কামের ভূত, কারো মধ্যে ক্রোধের ভূত, কাউকে আবার মোহের ভূত থাপ্পড় মেরে দেয়। একদম নিচে পড়ে যায়। লোভের বশবর্তী হয়েও নিচে পড়ে যায়। ভালো-ভালো ঘরের কন্যারা মিঠাই দেখলে তো লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নেয়। লোভও অনেক ক্ষতি করে দেয়। লোভের বশীভূত হয়েই চুরি করে। প্রথমে তোমরা ভাড়িতে ছিলে। এখন তো সবাইকে নিজেদের গৃহেই ভাড়া বানাতে হবে। এখন তো বলে যে সাতদিন ভাড়িতে থাকতে হবে। আজকাল কাউকে ভাড়িতে বসানো খুবই মুশকিল। সেন্টারেও আসে তো বাবার রঙে রঞ্জিত হয়, তারপর বাড়িতে গেলে সেই রঙ উড়ে যায়। সঙ্গদোষ লেগে যায়। এখন তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে আমরা ঈশ্বরীয় কূলে বসে আছি। দাদা, বাবা আর আমরা ভাই-বোনেরা রয়েছি। ব্রাহ্মণকুল সর্বোত্তম বলে গাওয়া হয়ে থাকে। লৌকিক ব্রাহ্মণদেরকেও তোমরা জ্ঞান শোনাতে পারো - ব্রাহ্মণ হলো উত্তম চোটি (টিকি), এই সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণেরাই পুনরায় দেবতা হয়, প্রথমে তো দেবতাদের থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ, টিকি তো সবার উপরে থাকে, তাই না, তোমরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা দেবতাদের পূজা করতে থাকো, নিজেকে পূজারী, তাঁদেরকে পূজ্য মনে করে থাকো। তোমরা ঐ পূজারী ব্রাহ্মণদেরকেও এটা বোঝাতে পারো। তোমরা তো হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ সঙ্গমযুগী। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী, পুনরায় তোমরাই দেবতা হবে। স্বর্গের দেবতা অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাই বানাবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তরের অপগুণগুলিকে চেক করে, সেগুলিকে বের করে দিতে হবে। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করে নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে।

২) প্রতিটি গৃহকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে ভূতগুলিকে তাড়াতে হবে। বাবার সাথে মঙ্গল মিলন উদযাপন হবে।

বরদানঃ:- নিজের অনাদি সংস্কারগুলিকে ইমার্জ করে সকল সমস্যাগুলিকে অতিক্রমকারী উডন্ত বিহঙ্গ ভব অনাদি রূপে তোমরা সবাই উড়তে পারো, কিন্তু বোঝা হওয়ার কারণে উডন্ত পাখীর পরিবর্তে খাঁচায় বন্দী পাখী হয়ে গেছে। এখন পুনরায় অনাদি সংস্কার ইমার্জ করো অর্থাৎ ফরিস্তা রূপে স্থিত থাকো, একেই সহজ পুরুষার্থ বলা হয়। উডন্ত বিহঙ্গ হলে পরিস্থিতিগুলি নিচে আর তোমরা উপরে চলে যাবে। এটাই হলো সকল সমস্যার সমাধান।

স্নোগানঃ:- প্রতিটি কদমে কল্যাণ আছে মনে করে প্রত্যেক আত্মাকে শান্তির শক্তির দান দেওয়াই হল সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্যর্থ কথা, অন্যকে ডিস্টার্ব করে এমন কথার থেকে নিজেকে মুক্ত করে কথার ইকোনমি করো"

আজ বাপদাদা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে দেখার সাথে সাথে চতুর্দিকের সকল আত্মাদেরকে দেখছেন। চতুর্দিকের বাচ্চারা আকার রূপে বাপদাদার সামনে রয়েছে। ডবল সভা, সাকারী আর আকারী দুটিই কতো বড় সভা। বাপদাদা দুটি সভারই বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। কেননা বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে বিশেষ দুটি রূপে দেখছেন। এক - প্রতিটি বাচ্চা হলো এই সকল মনুষ্যাত্মাদের পূর্বজ, সমগ্র বৃক্ষের ফাউন্ডেশন। কারণ জড় থেকে সমগ্র বৃক্ষ নির্গত হয় আর দ্বিতীয় রূপে পূর্বজ বড়দেরকেই বলা হয়। তো সৃষ্টির আদিতে তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরই পার্ট রয়েছে। সেইজন্য তোমরা হলে মহানের থেকেও মহান। সেই কারণেই সর্ব আত্মাদের পূর্বজ তোমরা। তার সাথে সাথে উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার প্রথম রচনা হলে তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাই। সুতরাং ভগবান যেমন উচ্চ থেকে উচ্চ, তেমনই বড়'র থেকেও বড় পূর্বজ হলে তোমরা। তো এতসব পূর্বজ বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা প্রফুল্লিত হন। তোমরাও প্রফুল্লিত হও যে, আমরা হলাম পূর্বজ - সেই নিশ্চয় আর নেশায় থাকো? তো বাপদাদা আজ পূর্বজদের সভাকে দেখছেন।

তোমরা সবাই যারা বাবার বাচ্চা হয়েছে, তারা মায়ার থেকে বেঁচে গেছে। বাচ্চার অর্থই হলো বাবার হওয়া অর্থাৎ বাবার বাচ্চা হওয়া। তো মায়ার থেকে বেঁচে যায় যারা তারা বাবার হয়ে যায়। তোমরা সবাই মায়ার থেকে বেঁচে গেছে তো না? নাকি কখনো কখনো মায়ার চক্রবৃহৎ এসে যাও? বলা হয় না যে, এমন চক্রবৃহৎ হয় সুকৌশলে যাকে ভেদ করতে হয়। তো মায়ার চক্রবৃহৎ ফেসে যাওয়ার মতো কেউ নেই তো? কোনো চক্রবৃহৎ আছে কি? তার থেকে মুক্ত আছে তো? (হ্যাঁ বাবা) এই রকম ক'রো না যে এখানে হ্যাঁ বাবা করে গেলে আর সেখানে গিয়ে বললে না বাবা। একবার যখন চক্রবৃহৎ থেকে বের হওয়ার রাস্তা বা বিধি জেনে গেছে, তবে তো আর তাতে ফেসে যাওয়ার ব্যাপারই নেই। মায়াকেও খুব ভালো ভাবে জেনে গেছে নাকি কখনো কখনো অজানা হয়ে যায়? তখন বলে থাকো - আমি তো জানতামই না যে এটা মায়ী ছিল? কেননা আজকালকার ফ্যাশন যেমন নানান রকমের ফেস চাপিয়ে নেওয়া, এখন এই রকম, তারপরেই আরেক রকমের ফেস পরে নেয়। তো মায়ার কাছেও ফাঁদে ফেলে দেওয়ার মতো অনেক রকমের ফেস রয়েছে। তার কাছে তো অনেক বড় দোকান রয়েছে। যে সময় যে রূপ ধারণ করতে চায় সেই সময় ধারণ করে নেয়। আর যদি স্ত্রী বা অস্ত্রাতসারে ফেসে গেলো, তবে তো বেরিয়ে আসতে অনেক টাইম লেগে যায়। আর সপ্তমের এক সেকেন্ড ব্যর্থ যাওয়া অর্থাৎ এক বছর ব্যর্থ চলে যাওয়া, সেকেন্ড নয়। ভেবে দেখো সপ্তমযুগ কতো ছোট। এখন তো ডায়মন্ড জুবিলী পালিত হচ্ছে আর এই অল্প সময়ের মধ্যে যেটা হওয়ার হতে হবে, যেটা জমা করবার জমা করতে হবে, সে'সবই এখনই হতে পারো। তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, তৈরী হওয়ার সময় কত কম আর তৈরী হয়ে থাকো সমগ্র কল্পের জন্য। সুতরাং কোথায় ৫ হাজার আর কোথায় এখন ৬০ বছর, চলো যত সময়ই হোক না কেন, হাজারের হিসাবে তো হবে না তাই না!

তো এই অল্প সময়ে রাজ্য অধিকারী হতে এবং রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসার জন্য কি করতে হবে? এমনিতে তো সংখ্যার হিসাবের দিক থেকে সত্যযুগে বিশ্বের সিংহাসন সকলের তো প্রাপ্ত হতে পারে না। ধরো প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সিংহাসনে বসবে কিন্তু প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণের যে রয়্যাল ফ্যামিলি, তারাও লক্ষ্মী-নারায়ণেরই মতো সকলের থেকে স্নেহ আর সম্মান পাবে। তো প্রথম রাজধানীর রয়্যাল ফ্যামিলিতেও যদি আসে, তবে হলো প্রথম নম্বর। প্রধান সিংহাসনে যদি নাও বসে, তবুও প্রালব্ধ নম্বর ওয়ানের হিসাবেই হবে। নাহলে তোমরা সকলে ত্রেতা পর্যন্ত সিংহাসন খোঁড়াই পাবে নাকি? কিন্তু বিশ্ব রাজ্য অধিকারীর লক্ষ্য সকলের আছে তো? নাকি সেখানেও একটি স্টেটের রাজা হবে? তাহলে প্রথম নম্বরের রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসা, এটাও হলো শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। কারো সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, কারো রয়্যাল ফ্যামিলি প্রাপ্ত হয়। এরও গূহ্য রহস্য রয়েছে।

যে সপ্তমযুগে সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনে স্বতঃ এবং সদা থাকে, কখনো কখনো নয়, যে সদা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত স্বপ্নেও, সংকল্পেও পর্যন্ত পবিত্রতার ব্রততে সব সময় থেকেছে, স্বপ্নেও পর্যন্ত অপবিত্রতাকে টাচ করেনি, এই রকম শ্রেষ্ঠ আত্মারা সিংহাসনে আসীন হতে পারে। চারটিই সাবজেক্ট যে ভালো মার্কস নিয়েছে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করেছে, তাকেই পাশ উইথ অনার বলা হয়। মধ্যে মধ্যে মার্কস কম হয়েছে, তারপর আবার মেকআপ করে নিয়েছে। মেকআপ করতে হয়েছে যাদের তারা নয়, কিন্তু আদি থেকে চারটিই সাবজেক্টে বাবার হৃদয়ের পছন্দের যারা, তারাই

সিংহাসন নিতে পারে। তার সাথে সাথে ব্রাহ্মণ সংসারে সকলের প্রিয়, সকলের সহযোগী থেকেছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রত্যেকে অন্তর থেকে সম্মান করে, এই রকম সম্মানধারী সিংহাসনে আসীন হতে পারে। এই বিষয় গুলির মধ্যে কোনো না কোনোটাতে ঘাটতি থাকলে তারা নম্বর ক্রমানুসারে রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারবে। প্রথম রয়্যাল ফ্যামিলিতে, অষ্টম রয়্যাল ফ্যামিলি কিম্বা ত্রেতাতেও হতে পারে। সিংহাসনে আসীন হতে হলে এই সকল বিষয় গুলিকে চেক করো। সেবাতে যদি ১০০ মার্কস জমা হলো আর ধারণাতে ২৫ পার্সেন্ট তাহলে কী হবে? সে কি অধিকারী হবে? কোনো কোনো বাচ্চা অন্য সাস্কেটে এগিয়ে রয়েছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ধারণাতে যেই রকম সময় সেই অনুসারে মোল্ড করা, তারাই হলো রয়্যাল গোল্ড। কখনো কখনো মায়া বাচ্চাদের থেকেও চতুর হয়ে যায়। অকস্মাৎ সময় অনুসারে সেই স্বরূপ সে ধারণ করে নেয়। আর বাচ্চারা কি করে? বাবার কাছে তো সকলের কথা পৌঁছে যায় না! মনে করো একজন রং আর দ্বিতীয় জন হলো রাইট। এই রকমও হয় যে, দুই দিকেরই কোনো না কোনো ঘাটতি থেকে যায়, কিন্তু মনে করো তুমি নিজেকে একেবারে রাইট মনে করছো আর অপরজন একেবারেই রং, তাহলে তুমি হলে রাইট আর সে হলো রং, তবুও যেই রকম সময়, বায়ুমণ্ডল যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেই মতো নিজেকেই যদি সমাহিত করে নিতে হয়, যদি মরতেও হয়, এর থেকে যদি দূরে সরে থাকতে হয়, কিন্তু বাচ্চারা কি বলে, বলে সব ব্যাপারেই সব সময়ই আমাকেই কি মরতে হবে? মরার জন্য আমি রয়েছেি আর আনন্দ করার জন্য তারা? সব সময়ই মরতে হবে। এই মরে যাওয়া খুব কঠিন, মরজীবা তো হয়ে গেছে, সেটা তো সহজ। ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছে, তো মরজীবা হয়ে গেছে না! এই মরে যাওয়া তো খুব সহজ হয়ে গেছে। মরে গেছে, ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছে। কিন্তু এই বারে বারে মরে যাওয়া এটা বেশ কঠিন। কঠিন না? ছোট কন্যারা বলে আমাদেরকে বেশি মরতে হয় আর বড়রা বলে আমাদেরকে বেশি শুনতে হয়। তো তোমাদেরকে সহ্য করতে হয়, তাদেরকে বেশি করে শুনতে হয়, তাহলে মরবে তবু কে? কে মরবে? একজন মরবে নাকি দুইজনই মরবে? দু'জনেই যদি মরে যায়, তবে তো আর কোনো কথাই নেই, খেলাই শেষ। তো মরতে জানো নাকি একটু কঠিন মনে হয়? একটু শ্বাস আটকে আসে, শ্বাস নেওয়া মুশকিল মনে হয়। কষ্টকর হয়? সেই সময় যখন বলো না যে, আমাকেই কি মরতে হবে, আমিই বদলাবো, বদলানোর দায়িত্ব কি আমারই? তারও তো রয়েছে! আধাআধি ভাগ করে নিক - তুমি এতখানি মরো, আমি এতখানি মরবো। বাপদাদার তো সেই সময় খুব দয়াও হয়। কিন্তু এই মরে যাওয়া, মৃত্যু নয়। এই মরে যাওয়া হলো চিরকালের জন্য বাঁচা। লোকে বলে থাকে না যে, না মরলে স্বর্গ পাওয়া যায় না। তো সেই মৃত্যুর দ্বারা তো স্বর্গ লাভ হয় না, কিন্তু এই মরে যাওয়ার কারণে স্বর্গের অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এই মরে যাওয়া অর্থাৎ স্বর্গের অধিকারী হওয়া। ভয় পেয়ে যাও যে - মরতে হবে, মরতে হবে, সহ্য করতে হবে, তখনই ছোট বিষয়ও বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। ভেবে দেখো তোমরা, কোনো চোর ডাকাত নেই, কিন্তু ভয় চেপে বসেছে যে, চোর ডাকাত রয়েছে, তাহলে ভয় পেলে কি লাভ হবে? ভয় থেকে হয় হার্ট উপরে নীচে হবে নাহলে ব্লাড প্রেশার উপরে নীচে করবে। ভয় থেকেই তো হয় না? তাই ভয় পেয়ে যাও তোমরা। মরে যাওয়া বড় কথা নয়, কিন্তু তোমার ভয়টাই বড় ব্যাপার বানিয়ে দেয়। তারপর তখন বলতে থাকো যে, কী জানি আমার সাথেই কেন হয়, জানি না! কিন্তু মরজীবা হওয়ার সময় যেমন সাহস দেখিয়েছো, ভয় পাওনি, খুশী মনে করেছো, সেই রকমই খুশী মনে পরিবর্তন করতে হবে। মরতে হবে - এই শব্দে নয়, কিন্তু মরতে হবে - মরতে হবে এই কথা বার বার বলতে থাকো বলেই ভয় পেয়ে যাও। বাস্তবে এটা মরে যাওয়া নয়, নিজের ধারণার সাবজেক্টে নম্বর নেওয়া। সহ্য করতে ভয় পেও না। ঘাবড়ে যাও কেন? কারণ যেটা সত্যি নয় তার জন্য কেন আমি সহ্য করবো? কিন্তু সহ্য করবার আঙ্গা কে দিয়েছে? যে মিথ্যা বলছে সে দিয়েছে? কোনো কোনো বাচ্চা সহন করেও, কিন্তু বাধ্য হয়ে সহ্য করা আর ভালোবাসার কারণে সহ্য করা, এতে প্রভেদ রয়েছে। পরিস্থিতির কারণে সহ্য করো না তোমরা, বাবার আঙ্গা হলো সহনশীল হও। তো বাবার আঙ্গা মানা মানে হলো পরমাত্মার আঙ্গা মানা। সেটা আনন্দের বিষয় নাকি বাধ্য হয়ে করা? সুতরাং অনেক সময় তোমরা সহ্য করেও থাকো কিন্তু তাতে সামান্য মিশ্র হয়ে থাকে, ভালোবাসাও থাকে, বাধ্যবাধকতাও থাকে। সহ্য যদি করতে হয় তবে সেটা খুশী মনেই করো। বাধ্য হয়ে করবে কেন? সেই ব্যক্তি যখন সামনে উপস্থিত হয় তখন বাধ্য হয়ে করার কথা মনে হয় আর বাবা সামনে এলে বা বাবার আঙ্গা পালন করছি ভাবলে তখন ভালবাসা মনে হবে, বাধ্যবাধকতা নয়। সুতরাং এই শব্দটির (মরতে হবে) কথা ভেবো না। আজকাল এটা একটু কমন হয়ে গেছে যে - মরতে হবে, মরতে হবে, কতদিন মরতে হবে, শেষ দিন পর্যন্ত নাকি দুই বছর, এক বছর, ৬ মাস? তাহলে তো মরতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কতদিন মরতে হবে? এই মরে যাওয়া তো মরা নয়, এ হলো অধিকার পাওয়া। তাহলে কি করবে? মরবে? এই মরতে হবে শব্দটাকে বলা বন্ধ করো। মরতে হবে এ'কথা ভাবো বলেই তো মরতে ভয় পাও তাই না? দেখো, নিজের মৃত্যুকে ছাড়ো, কেউ কেউ তো অন্যের মৃত্যু দেখেও ভয় পেয়ে যায়। তো এই শব্দের পরিবর্তে করো। এই ধরনের কথা ব্যবহার করো না। শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করো। ব্রাহ্মণদের ডিকশনারীতে এই রকম শব্দই নেই। জানি না কে শুরু করেছে! শুরু তো তোমাদেরই মধ্যে কেউ না কেউ করেছে না? তোমরা মানে যারা সামনে বসে রয়েছে তারা নয়। ব্রাহ্মণরাই করেছে। বাপদাদা বোঝানোর জন্যই উদাহরণ হিসাবে বললেন। কিন্তু সারাদিনে এই রকম ব্যর্থ বোল বা

ঠাট্টা তামাশার অনেক বোল তোমরা বলে থাকো। তাতে ভালো শব্দ থাকে না, কিন্তু বলবে যে আমার বলার ভাব সেটা ছিল না, কিন্তু মজার ছলে বলে ফেলেছি। তো এই রকম ঠাট্টা তামাশা কি ব্রাহ্মণ জীবনে তোমাদের নিয়মে আছে? এই রকম লেখা তো নেই? কখনো পড়েছো যে, ঠাট্টা তামাশা করতে পারো? মজা করো কিন্তু জ্ঞান যুক্ত, যোগ যুক্ত। বাকি ব্যর্থ ঠাট্টা তামাশা যাকে তোমরা মজা মনে করছো, তাতে অন্যদের স্থিতি বিঘ্নিত হয়, তবে সেটা মজা হলো নাকি দুঃখ দেওয়া হলো?

তো আজ বাপদাদা দেখেছেন যে, এক তো সকলে হলো পূর্বজ আর দ্বিতীয় হলো সবথেকে বড়'র চেয়ে বড় পূজ্য আত্মা হলে তোমরা। তোমাদের মতো পূজা সমগ্র কল্পে কারোরই হয় না। সুতরাং তোমরা হলে পূর্বজও এবং পূজ্যও। কিন্তু পূজ্যও হলো নশ্বর ক্রমিক। যারাই ব্রাহ্মণ হয় তাদের পূজা অবশ্যই হয় কিন্তু কারো পূজা বিধি সম্মতভাবে হয় আর কারো হয় কাজ চালাবার মতো। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ যেখানেই যোগে বসছে, কখনো কাজ চালাবার মতো করতে হয় করছে, কখনো ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে করছে, কখনো যোগ করছে, কখনো ব্যর্থ ভাবছে আবার কখনো কিছুটা ভালো কথাও ভাবছে, তবে সেটা কাজ চালাবার মতো হলো না (ভাসা ভাসা) ? সাদা আলো জ্বলে গেলো ব্যস কাজ হয়ে গেলো। এই রকম ধারণাতেও কাজ চালাবার মতো (ভাসা ভাসা) অনেকে রয়েছে। কোনো সারকামস্ট্যান্স (পরিস্থিতি) চলে এলে বলবে এখন তো এইভাবে চালাই, পরে দেখা যাবে। তো এই রকমদের পূজাও কাজ চালাবার মতো হয়ে থাকে। দেখো লক্ষ লক্ষ শালগ্রাম বানায়, কিন্তু কি হয়ে থাকে? বিধিপূর্বক পূজা হয়ে থাকে? কাজ চালাবার মতো (ওপর ওপর) হয়ে থাকে না? পাইপ দিয়ে স্নান করিয়ে দিলো, তিলকও পন্ডিতরা এই রকম এই রকম করে (ছিটিয়ে ছিটিয়ে) লাগিয়ে থাকে। তাহলে সেটা কী হলো? কাজ চালাবার মতো হলো না? পূজ্য সকলেই হয়, কিন্তু কীভাবে পূজ্য হয়ে উঠছে, সেটা হলো নশ্বর ক্রমিক। কারো সকল কর্মের পূজা হয়ে থাকে। দন্ত মঞ্জুনীরও (দাঁতের ব্রাশ) দর্শন করানো হয় যে দাঁত মাজছেন। মথুরাতে যাও, তো দন্ত মঞ্জুনীরও দর্শন করিয়ে থাকে, সেটা হলো দাঁত মাজার সময়। তো কাজ চালাবার মতো হয়ো না। নাহলে পূজাও সেই রকমই হবে। আচ্ছা এখন সকল টিচার খুশী তো? নাকি কোনো কোনো ইচ্ছা এখনও মনে রয়েছে? মনে যদি কোনো ইচ্ছা থেকে যায় তবে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো হতে দেবে। হয় ইচ্ছা পূর্ণ করো নাহলে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো হও। সেটা তোমার হাতে। আর দেখা যায় যে, ইচ্ছা হলো এমনই জিনিস, রোদের মধ্যে হাটলে যেমন তোমার ছায়া আগে আগে যায় আর তাকে যতই ধরার চেষ্টা করো না কেন, তাকে কি ধরতে পারা যাবে? আর তুমি যদি পিছন ঘুরে যাও, তবে সেই ছায়া কোথায় যাবে? তোমার পিছনে পিছনে আসবে। তো ইচ্ছা তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে চোখের জল ফেলিয়ে দেবে আর ইচ্ছাকে যদি ছেড়ে দাও তবে ইচ্ছা তোমার পিছে পিছে আসবে। যে কেবল চাইতেই থাকে সে কখনোই সম্পন্ন হতে পারে না। আর কিছু যদি নাও চাও, রয়্যাল চাওয়াও তো আছে। জানো তো তোমাদের রয়্যাল চাওয়া কি? বর্তমানের কিছু নাম যদি প্রাপ্ত হয়, কিছুটা মর্যাদা প্রাপ্ত যদি হয়, যদি কখনো বিশেষ আত্মাদের সারিতে আমারও নাম এসে যায়, বড় ভাইদের সারিতে যদি আমারও নাম থাকে, বড় দিদিদের সারিতে আমাকেও যদি গণনা করা হয়, আমারও তো চান্স পাওয়া উচিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো খুশীর খাজানার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারবে না। এই চাওয়ার পিছনে কিস্বা কোনো প্রকারের জাগতিক ইচ্ছার পিছনে ছুটে যাওয়া, মনে করো যেন মৃগতৃষ্ণা। এর থেকে সর্বদাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। জুনিয়র থাকা কোনো খারাপ ব্যাপার নয়। ছোটরাও হলো ঈশ্বরের সমান। কারণ তারা বাপদাদার হৃদয়ে সামনের দিকের নশ্বরে রয়েছে। অল্পকালের ইচ্ছার অনুভব করে তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই যে, তা কাঁদায় নাকি হাসায়?

আজ বাপদাদা বিশেষ এর ওপরে অ্যাটেনশন টেনে আনছেন যে, ব্যর্থ বোল যা কিনা কারোরই ভালো লাগে না, তোমাদের ভালো লাগে, কিন্তু অন্যদের ভালো লাগে না, তো সব সময়ের জন্য সেই শব্দকে সমাপ্ত করে দাও। এই রকম সারাদিনে যদি বাপদাদা তাঁর বাচ্চাদের বলা শব্দ গুলিকে নোট করেন, তবে অনেক ফাইল হয়ে তৈরী হয়ে যেতে পারে। এই অপশব্দ, ব্যর্থ শব্দ, চিৎকার করে কথা বলা... এই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাও হলো প্রকৃতপক্ষে অনেককে ডিস্টার্ব করা। এ'কথা ব'লো না যে - আমার গলার আওয়াজটাই জোরে হয়। তোমরা মায়াজীত হতে পারলে আওয়াজজীত হতে পারবে না? সুতরাং এই রকম কাউকেই ডিস্টার্ব করে থাকা বোল এবং ব্যর্থ বোল ব'লো না। দুটো শব্দের কথা হয়তো, সেটাকেই আধ ঘন্টা ধরে সেই কথাটাকে বলতে থাকবে, বলতেই থাকবে। তো এই যে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলতে থাকো, যেটা কিনা দুটো শব্দই কাজ সেরে নেওয়া যায়, সেটাকে ১২ টা - ১৫ টা শব্দে ব'লো না। তোমাদের স্লোগান হলো 'কম বলো, ধীরে বলো'। সুতরাং যারা বলে যে, আমাদের গলার আওয়াজটা জোরে, আমি চাই না তাও আওয়াজটাই জোরে হয়। তো তারা তাদের গলায় একটি স্লোগান লাগিয়ে ঝুলিয়ে দাও। কী হয়? তোমরা তো তোমাদের অভ্যাসবশতঃ জোরেই কথা বলছো, কিন্তু যারা আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে, তারা শুনে বুঝতে পারছে না যে, এর গলার স্বর চড়া। তারা ভাবছে কি জানি হয়তো ঝগড়া চলছে। সুতরাং এটাও হলো ডিস-সার্ভিস। সেইজন্য আজকের পাঠ দিচ্ছি - ব্যর্থ বোল অথবা কাউকে ডিস্টার্ব করতে পারে এমন বোলের

থেকে নিজেকে মুক্ত করো। ব্যর্থ বোল মুক্ত। তারপরে দেখো অব্যক্ত ফরিস্তা হতে তোমাদের অনেক সুবিধা হবে। কথা, কথা আর কথা, কথা বলতেই থাকো তোমরা। বাপদাদা যদি টেপে রেকর্ড করে তোমাদেরকে শোনায়, তখন তোমাদেরও হাসি পাবে। তাহলে কোন্ পার্থকে পাক্সা করেছে? বোল এর ইকোনমি করো, নিজের বোল এর ভ্যালু রাখো। মহাত্মাদেরকে যেমন বলা হয় না যে - সত্য বচন মহারাজ, তো তোমাদের বোল সর্বদা সত্য বচন অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রাপ্তি করানোর মতো বচন যেন হয়। তোমরা কথায় কথায় হাসির ছলে বলে বসো - এ তো একটা পাগল, এ তো একেবারে বুদ্ধ, এই রকম আরো শব্দ আছে, বাপদাদা এই মুহুর্তে ভুলে গেছেন, কিন্তু শুনতে পাওয়া যায়। তো ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে এই রকম শব্দ বের হওয়া মানে, যাদের কথাকে মানুষ সত্যবচন মহারাজ বলবে, তারাই অন্যদেরকে অভিশম্পাত করছে। কাউকে অভিশাপ দিও না, সুখ দাও। যুক্তিযুক্ত কথা বলো আর কাজের কথা বলো, ব্যর্থ কথা বলো না। তো যখন বলতে শুরু করছো, তখন এক ঘন্টার মধ্যে চেক করো যে, কতগুলো ব্যর্থ কথা হলো আর কতগুলো সত্যবচন হলো? নিজাদের বোল এর ভ্যালু তোমাদের জানা নেই। তাই বোল এর ভ্যালুকে বোঝো। অপশব্দ বলো না, শুদ্ধ শব্দ বলো। কেননা এখন হলো লাস্ট মাস আর আদি যে মাস তখনই হলো ডায়মন্ড জুবিলী। সুতরাং সারা বছর ডায়মন্ড হবে নাকি ৬ মাস হবে? সারা বছর হবে তাই না! সেইজন্য বাপদাদা ডায়মন্ড জুবিলীর পূর্বে বাচ্চাদেরকে বিশেষ অ্যাটেনশন এনে দিচ্ছেন। বাপদাদা চতুর্দিকের দৃশ্য গুলিকে তো দেখেই থাকেন। সারাদিন ধরে দেখতে থাকেন না, সেকেন্ডে সব কিছু দেখতে পান। তো পার্থ পাক্সা করেছে - মুক্ত হতে হবে? নাকি একটু আধটু মুক্ত আর একটু আধটু মুক্ত? প্রত্যেকে নিজেকে দেখো। এটা আবার বলতে শুরু করো না যে, বাবা তো মুরলী (বাণী) শোনাচ্ছেন আর বলছেন অন্যদেরকে দেখো না! নিজেকে দেখো - আমি বাবার শ্রীমতকে কতখানি গ্রহণ করেছে? এখনো পর্যন্ত একে অপরকে দেখে চলেছে যে - অন্যরা অনুসরণ করছে কিনা... কিন্তু অধিকার পাওয়ার সময় সে যদি নীচের পদ এর দিকে যায়, তুমি কি তার সাথে থাকবে? সেই সময় দেখবে? সেই সময় দেখবে না। তাহলে কেন এখন দেখছো? আচ্ছা, এখন মুক্ত হবে তাই তো? সকলের পার্থ স্মরণে আছে? কোন্ পার্থ? ব্যর্থ বোল এর থেকে মুক্ত... মনে আছে? ভুলে যাও নি তো? আচ্ছা!

চতুর্দিকের পূর্বজ আত্মাদেরকে, সর্বদা এই নিশ্চয় আর নেশাতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সর্বদা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে প্রতিটি কর্ম করে থাকা কর্মযোগী আত্মাদেরকে, সদা দূত সংকল্পের দ্বারা বাবার প্রতিটি কদমে কদম রেখে চলা ফলো ফাদার বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার। ডবল বিদেশীদেরকে নমস্কার।

বরদান:- লৌকিককে অলৌকিকে পরিবর্তন করে গৃহকে মন্দির বানানো আকর্ষণমূর্তি ভব প্রবৃত্তিতে থেকে গৃহের বায়ুমণ্ডলকে এইরূপ বানাও যাতে সেখানে কোনো প্রকারের লৌকিকতা না থাকে। গৃহে যারাই আসবে তারা যাতে অনুভব করে যে, এ হলো অলৌকিক, লৌকিক নয়। এটা সাধারণ গৃহ নয়, বরং এ হলো মন্দির। এটাই হলো পবিত্র প্রবৃত্তিতে যারা থাকে তাদের সেবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ। স্থানও যেন সেবা করে, বায়ুমণ্ডলও যেন সেবা করে। মন্দিরের বায়ুমণ্ডল যেমন সবাইকে আকৃষ্ট করে, সেই রকম তোমাদের গৃহের থেকে পবিত্রতার সৌরভ আসবে, সেই সৌরভ স্বতঃতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে আর সকলকে আকৃষ্ট করবে।

স্লোগান:- মন-বুদ্ধিকে দূততার দ্বারা একাগ্র করে দুর্বলতা গুলিকে ভস্ম করে দাও - তবেই বলা হবে সত্যিকারের যোগী।

সূচনাঃ - আজ অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস তৃতীয় রবিবার। সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ভাই বোন যোগ অভ্যাসের অনুভব করুন যে, আমি আত্মার দ্বারা পবিত্রতার কিরণ নির্গত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাচ্ছে। আমি হলাম মাস্টার পতিত-পাবন আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid

1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার আশা হলো বাচ্চারা যেন সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহ হয়ে যায়, যখন পাকাপাকিভাবে প্রতিজ্ঞা করবে -- বাবা, তুমি হলে আমার, আমি হলাম তোমার, তবেই সত্যিকারের প্রেমের বন্ধন জুড়বে"

*প্রশ্ন:- রুদ্র শিববাবার দ্বারা রচিত যজ্ঞ আর মানুষের দ্বারা রচনা করা যজ্ঞের মধ্যে প্রধান অন্তর কি?

*উত্তর:- মানুষ যে যজ্ঞই রচনা করে তাতে যব-তিল ইত্যাদি অর্পণ (স্বাহা) করে, ওটা হয়ে গেল বস্তুভিত্তিক(মেটিরিয়াল) যজ্ঞ। বাবা যে যজ্ঞ রচনা করেছেন তা হলো অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ, এতে সমগ্র দুনিয়াই স্বাহা হয়ে যায়। ১) এই যজ্ঞ অল্পসময় পর্যন্ত চলে, এই যজ্ঞ যতক্ষণ পর্যন্ত বিনাশ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে। বাচ্চারা, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটবে।

*গীত:- দুর্বলের সঙ্গে লড়াই বলবানের....

ওম্ শান্তি । এখন এ'কথা বাচ্চারা জানে যে এ'গুলিকে পাঠশালাও বলবে আর জ্ঞান যজ্ঞও বলবে। পাঠশালার হিসেব অনুযায়ী এইম অবজেক্ট তো অবশ্যই থাকা চাই। এখন এ হলো যজ্ঞেরও যজ্ঞ আর পাঠশালাও। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, ওরা এরই কপি করে। বস্তুনির্ভর যজ্ঞ রচনা করে, তাতে যব-তিল ইত্যাদি আহুতি দেয় আর অন্যদিকে আবার অতি বিশাল যজ্ঞও রচনা করে যেখানে চতুর্দিকে শাস্ত্র রেখে দেয়। অনের বড় জায়গা নিয়ে নেয়। তারপর একদিকে চাল, ঘি, আটা ইত্যাদি সব রাখে আর অপরদিকে সমস্ত শাস্ত্রও রেখে দেয়। যে শাস্ত্র চাও সেটাই শোনাবে, তারপর সেখানে যজ্ঞে অর্পণও (স্বাহাও) করতে থাকে। বাবা বলেন -- এই রুদ্র তো হলো আমার নাম। কথিতও আছে, রুদ্র ভগবান জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছিলেন। ঔ'নার নামেই নামকরণ হয়েছে রুদ্র যজ্ঞ। যেমন নেহেরুর পর নাম রেখে দেয় -- নেহেরু মার্গ, নেহেরু পার্কে ইত্যাদি। এখন রুদ্র তো হলো ভগবান শিব। তিনি রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। এই যজ্ঞে সমগ্র পুরানো সৃষ্টির আহুতি হয়ে যায়। এ'সব কারোর বুদ্ধিতে খোড়াই থাকবে ! এই সৃষ্টি কত বড়। শহর কত দূরে-দূরে। সবই এই অবিনাশী জ্ঞানযজ্ঞে আহুতি পড়ে যাবে পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তারপর নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি হবে। বিনাশের জন্য ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) সহায়তা করে। এ হলো রুদ্র রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। অবিনাশী অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। এরকম যজ্ঞ কারোরই হয় না। সবচেয়ে বেশী হলে এক মাস ধরে চলবে। গীতাও এক মাস ধরে শোনানো হয়। এখন বাবা বোঝান -- আমি এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছি। এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাৎ তোমাদের যে রথ (দেহ) রয়েছে তাকে স্বাহা (অর্পণ) করে দিতে হবে, বলিপ্রদত্ত হতে হবে। ওরা অন্য নাম রেখে দিয়েছে। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ দেখানো হয়ে থাকে, তাতে অশ্বকে স্বাহা করা হয়। অতি দীর্ঘ কাহিনী। বাবা বোঝান, এ হলো আমার অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। অবিনাশীর দ্বারা অবিনাশী যজ্ঞ। এমন নয় যে সদাই চলতে থাকবে। যখন সমগ্র দুনিয়া স্বাহা হওয়ার সময় আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যজ্ঞ চলবে। কারণ বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ভক্তির তো অনেক শাস্ত্র রয়েছে। জ্ঞানের সাগর যখন বাবা তখন অবশ্যই ঔ'নার কাছে নতুন জ্ঞান থাকবে। বাবা নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়ে থাকেন আর তারপর সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় তাও বোঝান যার দ্বারা আত্মা ত্রিকালদর্শী হয়ে যায়। ত্রিকালদর্শী ভাবের জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না। এক তো জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, দ্বিতীয় হলো - বাচ্চারা, তোমাদের যোগবলের দ্বারা বিকর্মাজিৎ হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা এই যে মাথার উপরে রয়েছে, তা দক্ষ হতে সময় লাগে। কত বছর হয়ে গেছে তাও কর্মাতীত হয়নি। কর্মাতীত অবস্থা যখন আসে তখন যজ্ঞও সমাপ্ত হয়ে যায়। এ হলো অতি বিশাল মহান যজ্ঞ। ফলাফলও দেখতে থাকো, প্রস্তুতি চলছে। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) প্রস্তুতি নিচ্ছে। কখনও ভয়াবহ ফ্লাডস(বন্যা) হবে, কখনও আর্থকোয়েক (ভূমিকম্প), কখনও ফ্যামেন (আকাল, খরা) হবে। ওরা গাল-গল্প করে যে ৪ বছরের প্ল্যান তৈরী করেছে, তারপর আনাজপাতি প্রচুর পরিমাণে ফলবে। আরে, খাওয়ার মতন মানুষও তো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধু মানুষই কি খোড়াই রয়েছে, পঙ্গপাল, মাকড়সা (কীটপতঙ্গ) ইত্যাদিও তো খেয়ে যায়। বন্যা আসে, অত্যন্ত ক্ষতি করে দেয়। এই বেচারী-রা জানতেও পারে না। তোমরা জানো খরা ইত্যাদি অবশ্যই হবে। নমুনা দেখা যায়। সামান্য যুদ্ধ লাগলেই তখন আনাজপাতি আসাই বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বে যুদ্ধে কত স্টিমার ডুবে গিয়েছিল। একে-অপরের অনেক ক্ষতি করেছিল।

বাবা বলেন - ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই যজ্ঞ রচিত হয়েছিল আর তোমরা রাজযোগ শিখেছিলে। যজ্ঞ রচিত হয় ব্রাহ্মণেদের দ্বারা। গীতায় তো লড়াই ইত্যাদির কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয় ইত্যাদিরাও রয়েছে। এ'সব হলো

ভক্তিমার্গের সামগ্রী। এও হলো অবিনাশী। ভক্তিমার্গে পুনরায় সেই সামগ্রীই বেরিয়ে আসবে। রামায়ণ ইত্যাদি যে'সকল শাস্ত্র বেরিয়েছে, তা পুনরায় বেরোবে। যাদের রাজধানী(রাজত্ব) চলেছে, ইংরেজ এসেছে, মুসলিম এসেছে, এরা সব চলে গেছে, পুনরায় আসবে। পুনরায় পার্টিশন হবে। এসব কথা তোমরা জানতে পারো, তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। কেউ কেউ তো কিছুই জানে না। সে'জন্য বাবা বুঝিয়ে থাকেন, কত যজ্ঞ রচনা করেন। ওদেরকে বোঝাতে হবে -- বাস্তবে হলো অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ যা রুদ্র, শিব ভগবান রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রচনা করেননি। শ্রীকৃষ্ণের সেই চিত্র তো সত্য যুগেই পাওয়া যাবে, তারপর কখনো পাওয়া যাবে না। কারণ সেই নাম, রূপ, দেশ, কাল সব বদল হয়ে যায়। এ'রকম তো হতে পারেনা যে শ্রীকৃষ্ণ এসে নিজেকে পতিত-পাবন বলবে। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র পরমাত্মা। এ'রকমও নয় যে তোমরা বলবে প্রথম থেকেই কেন রূপ দেখাওনি ? না, এ'ভাবে খোড়াই সব প্রথম থেকেই বলে দেবো নাকি ! তোমরা বলবে প্রথম থেকেই এই জ্ঞান কেন দাওনি, একদিনেই কেন জ্ঞান প্রদান করতে না ? কিন্তু না, তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর সে'জন্য অবশ্যই ধীরে ধীরে শোনাতে থাকবেন। এ'ভাবে খোড়াই সব এক সময়ে পড়ে নেবে নাকি ! নশ্বরের ক্রমানুসারে পড়বে আর পড়তে সময় লাগে। এর নামই হলো অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এখন এ'টা তো কোথাও লেখা নেই। শাস্ত্রে কেবল সামান্য অক্ষর রয়েছে, ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগ। আচ্ছা, প্রাচীন কবে ? শুরুতেই। তাহলে অবশ্যই এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ স্বর্গে বানানো হয়েছে। বাবা বলেন -- আমি আসিই প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে। ওরা ভুল করে ফেলেছে, টাইমও বদল করে দিয়েছে। তারপর সত্যযুগের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর করে দিয়েছে, গল্প বানিয়ে দিয়েছে। এর তো হলো ৪ ভাগ। স্বস্তিকাতেও ৪ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে -- জ্ঞান আর ভক্তি। অর্ধেক-কল্প হলো জ্ঞান - দিন, অর্ধেক-কল্প হলো ভক্তি - রাত। জ্ঞানের প্রালম্ব হলো মাখন প্রাপ্ত হয়, ভক্তির প্রালম্ব হলো ঘোল প্রাপ্ত হয়। অধঃপতনে যেতে-যেতে একদম শেষ হয়ে যায়। নতুন দুনিয়াকে পুনরায় পুরোনো অবশ্যই হতে হবে। কলা কম হতে থাকে সেইজন্য একে ব্রষ্টাচারী, ভাইসেস (বিকারী) বলা হয়ে থাকে। এ হলো আসুরীয় দুনিয়া, তাই না ! তোমরা জানো এই ভক্তি ইত্যাদি করে কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভক্তি তো করেই এসেছে, বন্ধ হয় না। যদি ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে যায় তখন ভক্তি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই না! ভক্তি তো অর্ধেক-কল্প ধরে চলবে। এইসব কথা মানুষকে বোঝাতে হবে। দুনিয়া নতুন কিভাবে হয়, তা চিত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার করাতে হবে। পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে পুনরায় নতুন স্থাপিত হয়। এখন এক্সিভিশন(প্রদর্শনী) ইত্যাদির, কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির দ্বারা ওপেনিং(উদ্বোধন) করাতে হয়। সাহায্য তো নিতেই হয় তাই না তারপর তাদের থ্যাঙ্কস জানানো হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য পত্র পাঠানো হয়। কত বড়-বড় পদবী নিজের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছে। শ্রী-শ্রীর টাইটেলও রেখে নিয়েছে। শ্রী-শ্রী বাবা বোঝান -- শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, এখন হলো ব্রষ্টাচারী। পুনরায় বাবা শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে এসেছেন। ওরা আবার আগে থেকেই নিজের উদ্দেশ্যে শ্রী নাম রেখে দেয়। তাদের আবার ইজ হাইনেস বলে। সবচেয়ে বড় হিজ হোলীনেস লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজারাও পূজা করে কারণ তাঁরা হলেন পবিত্র। স্বয়ং হলো পতিত। পবিত্র রাজাদের হিজ হোলীনেস বলা হয়ে থাকে। এখন তো হিজ হোলীনেসের বদলে অনেক টাইটেল দিয়ে দেয়। শ্রী-শ্রী বলতে থাকে। এখন অসীম জগতের বাবা তোমাদের শ্রী-তে পরিণত করছেন। নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপিত হয়, চিত্রের উপরেও বোঝাতে পারা যায়। আমরা ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করছি, আপনি ওপেনিং করুন। তাদের বোঝানো উচিত যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে, তাই না ! যিনি বোঝাবেন তার অত্যন্ত অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত, স্ফূর্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত। মিলিটারীরা কত টিপটপ থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের নাম কত মহান, শিব-শক্তিসেনা ! এই জ্ঞান প্রাপ্তই হয় অবলাদের, অহল্যাদের। এখানকার কথাই হলো ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর)। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান আর দেখা, পড়ান কাদের ? অহল্যাদের, কুঙ্কাদের। ভগবানবাচ -- ওদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, ড্রামায় এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু নিজেদেরকে সকলে পাপাত্মা খোড়াই মনে করে। বাবা বলেন এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হলে তখন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো। আসে তো অনেকেই। আশ্চর্য হয়ে শোনে(সুনন্তী, বলে(কথন্তী), বাবার হয়ে যায় (বনন্তী), তারপরও অধঃপতনে(গিরন্তী) যায় আর পালিয়ে(ভাগন্তী) যায়। এমন শুরু থেকেই হতে থাকে। সকালে বলবে আমাদের পাক্ষা নিশ্চয় রয়েছে, সন্ধ্যায় বলবে আমার সংশয় রয়েছে, আমি যাচ্ছি, আমি চলতে পারব না। লক্ষ্য (মঞ্জিল) হলো উঁচু, আমি ছুটি (বিদায়) নিচ্ছি। এ হলো ড্রামার ভবিষ্যৎ। বাবাকে পরিত্যাগ করে। মায়া এতই প্রবল যে চলতে চলতে থাপ্পড় মেরে দেয়। তোমরা চেয়েই থাকো জনকের মতন গৃহস্থী জীবনে থেকে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হোক।

বাবা বলেন এক জন্ম পবিত্র হও তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। মানুষের বিশ্বের প্রতি(বিকারের প্রতি) কত মন রয়েছে। চলতে চলতে অধঃপতনে যায়। আমরা যদি বিয়ে করতে না চাই তাহলে গভর্নমেন্ট কিছুই করতে পারে না। বোঝাতে পারে যে আমরা কেন অপবিত্র হবো যে পূজারী হয়ে সকলের সামনে মাথা নত করতে হবে। আমি হলাম কুমারী সেইজন্য সকলে আমার সামনে মাথা নত করে, তাহলে আমি কেন পূজ্য হয়ে থাকবো না! অসীম জগতের বাবা বলেন যে

পবিত্র, পূজ্য হও। রাজযোগের পরীক্ষা হলো একটাই। কতজন উত্তরণ (ওঠা) আর অধঃপতনে (নামা) যায়। প্রত্যেকে আপন আপন ভূমিকা পালন করে। রেজাল্ট অবশ্য সেটাই থাকবে যা কল্প পূর্বে হয়েছিল। এ হলো ড্রামা, আমরা হলাম অ্যাক্টর। পুরোপুরি নষ্টমোহ হলে তবেই বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে প্রেমের বন্ধন জুড়বে। বাবা, ব্যস আমরা তো তোমাকেই স্মরণ করবো, তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। এরকম প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তবেই স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই স্বর্গধামে যেতে পারবে। দুজনেই জ্ঞান-চিতায় বসে পড়বে। এরকম অনেক জোড়া তৈরী হবে। তারপর অতি শীঘ্রই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অবিনাশী জ্ঞান যন্তো নিজের এই রথ (শরীর) সহ সবকিছু স্বাহা করে দাও। সার্ভিসের জন্য অত্যন্ত তৎপর (অ্যালার্ট) এবং অ্যাক্টিভ হতে হবে।

২) মায়া যতই গরম হোক না কেন, সতর্ক থেকে তার থাপ্পড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ঘাবড়ে (ভয়ভীত) যাবে না।

বরদানঃ:- দয়া ভাবকে ধারণ করে সকলের সমস্যা সমাপ্তকারী মাস্টার দাতা ভব
যে আত্মাদেরই সম্পর্কে আসবে, তা সে যেমন সংস্কারেরই হোক, অপজিশন (বিরুদ্ধাচারী) হোক, স্বভাবের সঙ্গে সংঘাতকারী হোক, ক্রোধী হোক, যতই বিরোধীই হোক, তোমার দয়ার ভাবনা তাদের অনেক জন্মের কড়া হিসেব-নিকেশকে সেকেন্ডে সমাপ্ত করে দেবে। তুমি কেবল নিজের অনাদি-আদি দাতা ভাবের সংস্কারকে ইমার্জ করে দয়ার ভাবনাকে ধারণ করে নাও তাহলেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সকল সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- নিজের ক্ষমাশীল স্বরূপ বা দৃষ্টির দ্বারা প্রত্যেক আত্মাকে পরিবর্তন করাই হলো পুণ্যাত্মা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের পুরুষার্থের দ্বারাই তোমরা কর্মভীত হবে, সেইজন্যই কখনও নিজেকে মিয়া মিঠু (আমি সব জানি) মনে করবে না, স্মরণের শক্তির দ্বারাই ভিতরে যে ঘাটতি গুলি রয়েছে, সেগুলিকে বের করতে থাকো"

*প্রশ্ন:- সকল বাচ্চাদের অবস্থাকে মজবুত করে তোলার জন্য বাবা কি চ্যালেঞ্জ করেন?

*উত্তর:- বাচ্চারা, আহার প্রস্তুত করার সময় সম্পূর্ণ স্মরণে থেকে দেখাও - এটাই বাবা বাচ্চাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন। শিববাবার স্মরণে আহার প্রস্তুত করলে শক্তি ভরপুর হয়ে যাবে, অবস্থাও খুব ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। সেইজন্যই একে অপরকে স্মরণ করানোর পুরুষার্থ করো। ডবল সার্ভিস করতে হবে। কর্মের সাথে-সাথে নর থেকে নারায়ণ করে তোলারও সেবা করতে হবে।

*গীত:- ধৈর্য্য ধর রে মানব...

ওম্ শান্তি । এ'কথা কে বলেছেন আর কাকে বলেছেন? বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। ভক্তি মার্গে এই গান গাওয়া হয়। যখন পরমপিতা পরমাত্মা আসেন, তিনিই এসে ধৈর্য্য ধারণ করতে শেখান, আর কোনো মনুষ্য ধৈর্য্য দিতে পারে না। তোমরা জানো এখন সুখের দিন আসছে। বাবা এসেছেন সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা হলো দুঃখধাম। এ'সবই ভক্তি মার্গের গান। এখানে বাবা সম্মুখে বসে আছেন। বাচ্চাদের কিছুই বলার দরকার পড়ে না। বাচ্চারা জানে আমাদের সুখের দিন আসছে। আমরা সুখের রাজধানী স্বয়ং শ্রীমত অনুসারে স্থাপন করছি, ডিভাইন মতে চলছি। এক হলো ডিভাইন মত, দ্বিতীয় আনডিভাইন মত। ডিভাইন মত একটাই হয় যাকে শ্রীমত বলা হয়। আনডিভাইন মত অর্থাৎ আসুরিক পতিত মত, ডিভাইন মত অর্থাৎ দৈবী পবিত্র মত। শ্রীমৎ আর আসুরিক মত সম্পর্কে তোমরা বুঝেছো। ডিভাইন বলা হয় পবিত্রতাকে। আনডিভাইন বলা হয় পতিতকে। এটা হলো পতিত দুনিয়া। একজনও পবিত্র মানুষ এখানে নেই। পবিত্র মত প্রদানকারী একজনই তিনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। ঔঁনাকেই সবাই স্মরণ করে। পবিত্র সৃষ্টি সত্যযুগকে, পতিত সৃষ্টি কলিযুগকে বলা হয়। এখানে সবকিছুই আনডিভাইন। ডিভাইন ফাদার একজনই হন। পতিত দুনিয়াতে কোনো ডিভাইন ফাদার নেই। এটা হলো সঙ্গম যুগ। এই যুগ তোমাদের জন্য, বাদবাকি দুনিয়ার জন্য নয়। দুনিয়া তো মনে করে সঙ্গম যুগ আসতে এখনও অনেক বছর দেরি আছে। বাবা আসেনই পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগ করে তুলতে। এমনিতে তো কুমার এবং কুমারীরাও ডিভাইন পবিত্র হয় কিন্তু পতিত অবস্থায় হতে হবে। বিকারের দ্বারা জন্ম নিয়ে থাকে সেইজন্যই এই বিকারগ্রস্ত দুনিয়াতে কেউ-ই ডিভাইন হয়না। ডিভাইন বলা হয় নির্বিকারীকে। নির্বিকারী হয় নির্বিকারী দুনিয়াতে। ওটা হলো বাইসলেস, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যদি সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া হয়, বিকারগ্রস্ত দুনিয়াও তেমনি হবে। এখানে সম্পূর্ণ আনডিভাইন দুনিয়া। সম্পূর্ণ ডিভাইন দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের ডিভাইন ফাদার ধৈর্য্যশীল বানিয়েছেন। ডিভাইন জীব আত্মা বলা হয়, কেবল আত্মাকে ডিভাইন বলা যায় না। আত্মারা তো নিরাকার দুনিয়াতে থাকে। ডিভাইন মনুষ্য হয় পবিত্র দুনিয়াতে। এটা হলো অপবিত্র দুনিয়া। অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো - এটা নিরাকার ডিভাইন ফাদারেরই কর্তব্য। তোমরা বাচ্চারা এখন ধৈর্য্য ধরো - বাচ্চারা, সত্যযুগ আসছে। সুখধাম স্থাপন করতে সময় তো লাগবে। চট করে তো দুঃখধাম বিনাশ হয়ে সুখধাম স্থাপন হবে না। তোমাদেরও দেখো, কত সময় লেগেছে! পতিত সৃষ্টি কত বড়! তোমরাও যোগ্য হয়ে ওঠো। তোমরা নিজেরাই বলবে আমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠিনি। সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে উঠলে তারপর তো কর্মভীত অবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু অনেকের মধ্যেই দেহ-অভিমানের কারণে মনে করে যে আমি তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি। আমার শ্রীমতের দরকার নেই সেইজন্য স্মরণ করে না। বাবার স্মরণেই তো শ্রেষ্ঠ হবে। কেউ বলতে পারবে না যে আমি নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করি। মনে মনে কেউ যেন এমন না ভাবে যে আমি তো নিরন্তর স্মরণে থাকি। স্মরণে থাকতে পারলে আর কি চাই। সারাদিন কেউ স্মরণে থাকলে কর্মভীত অবস্থা হয়ে যাবে। বড় মুশকিল বাবার স্মরণে থাকা। তোমরা পুরুষার্থ করছো - সুখধামে রাজ্য-ভাগ্য নেওয়ার জন্য। নিজেকে দেখতে হবে যদি আমার মধ্যে অনেক বিকার থাকে, ঘাটতি/দুর্বলতা থাকে তবে এতো উচ্চ পদ আমি পেতে পারিনা। নিরন্তর স্মরণের দৌড় লাগাতে পারব না। নিজেকে মিয়া মিঠু মনে করবে না যে আমি তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি। সম্পূর্ণ হয়-ই শিবালয় সত্যযুগে। সম্পূর্ণ ভারত শিবালয় হয়ে যায়। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব চলে। মন্দিরে তো আর রাজত্ব করবে না তাইনা। শিবালয় সত্যযুগে সব দেবী-দেবতার রাজত্ব করে থাকে তারপর পূজার জন্য মুখ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তৈরি করে তাদের মন্দির নির্মাণ করে। প্রথম নম্বরে যারা

থাকে তাদেরই পূজা করা হয়। এখন তাদের জড় মন্দির আছে। চৈতন্য রূপে যখন রাজত্ব করে তখন তারা বিশ্বের মালিক হয়। যদিও তারা ভারতে রাজত্ব করে কিন্তু বিশ্বের মালিক না ! আর কোনো রাজত্ব থাকে না। এখন আমরা পুনরায় নিজেদের ডিভাইন রাজ্য স্থাপন করছি।

পাবন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য প্রথমে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পরিশ্রম করতে হয়। যতদিন জীবিত থাকবে, স্মরণে থাকতে হবে আর জ্ঞানের বর্ষা তো হতেই থাকবে। ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বোঝান হয়। বাস্তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছাড়া ডিভাইন অথবা পবিত্র কাউকে বলা যায় না। বাবা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন তা সত্ত্বেও নরক হয়ে যায়। ড্রামাই সুখ আর দুঃখ নিয়ে তৈরি করা আছে। শঙ্করাচার্য এসে নিজের ধর্ম স্থাপনা করেন তবুও শাখা-প্রশাখা তো পুরানো হবেই তাইনা। সন্ন্যাসীদের মহিমা আছে। রামতীর্থ, বিবেকানন্দ এনাদের স্মরণ করা হয়, কেননা এনারা শঙ্করাচার্যের পরে আসেন। নতুন-নতুন যারা আসে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে শো করায়। কিন্তু একে শিবালয় তো বলা যায় না। শিবের স্থাপন করা সত্যযুগ একটাই। মনুষ্য এই বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানে না। এমনই শুধু শুনলে কেউ-ই বুঝতে পারবে না। প্রথমে তো ৭ দিন এসে এইম অবজেক্টকে বুঝতে হবে। অন্য কোনো পড়াশোনার জন্য এমন বলা হয় না যে প্রথম ৭ দিন এসে বোঝো। এটা একটাই পাঠশালা যেখানে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তো ফাদারকে বুঝতে হবে।

বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সেবা করার জন্য এসেছি। যারা কল্প পূর্বে ছিল, তারাই আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয় বুদ্ধি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে বসবে না। সেইজন্যই বাবা জিজ্ঞাসা করেন কতখানি নিশ্চয় হয়েছে? এটা কোনো গ্রামের সংসঙ্গ নয়। অন্যান্য সংসঙ্গে তো বলা হবে অমুক মহাত্মা গীতা শোনায়, অমুক বেদ শোনায়। এখানে কোনো মহাত্মা আদি নেই। এখানে তো বাবা বসে বোঝান। প্রথমে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয় না হবে কি বুঝবে। অন্যান্য সংসঙ্গ ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে মনে করবে অমুক বেদ শোনায়, রাজ-বিদ্যা পড়ায়। এখানে তো বেদ-শাস্ত্র অথবা রাজ-বিদ্যার কোনো বিষয় নেই। তোমরা জানো বাবা এনার দ্বারা পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ এটা না বুঝবে তো কি করবে? বায়ুমণ্ডলকে আরও খারাপ করে দেবে। এখানেও তোমাদের মধ্যে এমন নয় যে সবাই শিববাবার স্মরণে শোনে এবং বোঝে যে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা পড়াচ্ছেন, না। শিববাবার পড়াশোনা..... এসব কিছুই বোঝেনা। খুব কমই আছে যারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে যে শিববাবা পড়াচ্ছেন - এটা মনে রাখতে হবে আর সারাদিন বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা স্টুডেন্টস তবেই নম্বর ওয়ান দাবি করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। বাবা বলেন আমি শিক্ষা প্রদানকারীকে স্মরণ কর। আমি তোমাদের বাবা, টিচার, এবং গুরু। তিনজনকেই একত্রে স্মরণ করতে হবে। লৌকিক সম্বন্ধে বাবা আলাদা, টিচার আলাদা এবং গুরুও আলাদা হয়। এখানে একজনকেই স্মরণ করতে হবে আর সেটাও খুব সহজ। কিন্তু মায়া স্মরণে থাকতে দেয় না। ক্ষণে-ক্ষণেই বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেয়। তোমরা বাচ্চারা হয়তো একসাথে বসে থাকবে। মনে করো, কেউ মেশিন চালাচ্ছে অথবা মাখন বের করছে তখন কি শিববাবাকে স্মরণ করে মেশিন চালায়? শিববাবার স্মরণে বাবার যন্ত্রের জন্য মাখন বের করছি। কত খুশি হয়। যন্ত্রের জন্য আহার প্রস্তুত করছি, এতে খুশি হয় তাইনা। কিন্তু এরপরও ক্ষণে-ক্ষণেই ভুলে যায় তারপর আবারও নিজের জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করবে এমনও থাকা দরকার। শিববাবাকে স্মরণ করে আহার প্রস্তুত করলে তাতে শক্তি ভরপুর হয়ে যাবে। তোমাদের অবস্থাও খুব ভালো হয়ে যাবে কিন্তু এমনটা হয়না। ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মাহাত্ম্য আছে, কিন্তু যখন আত্মা শিববাবার স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করবে। শক্তির ভান্ডারা এমনই হতে হবে। স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করলে তবেই শক্তি পাওয়া যাবে। তাও শক্তির বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। অন্যথায় পুরুষার্থ করো। বাবারও ইচ্ছা হয় নিজের হাতে শিববাবার স্মরণে থেকে আহার প্রস্তুত করতে। প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখো, স্মরণ স্থায়ী হয় কিনা। বাবা চ্যালেঞ্জ করেন ভান্ডারাতে যারা আছ, চেষ্টা করে দেখো। বাবা জানেন বাচ্চারা এক ঘন্টার জন্যও স্মরণ করতে পারে না। যারা স্মরণ করে তারা যদি জ্ঞানী হয় তবে তাদের ডবল সার্ভিস করতে লেগে পড়তে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁটাকে ফুলে পরিণত না করা হয় ততক্ষণ কোনো লাভ নেই। রাজত্বের যোগ্য তারাই হয় যারা নর থেকে নারায়ণ করে তোলার সার্ভিস করে। ভাগ্যে যতটুকু আছে পুরুষার্থ করে সে তার ভাগ্য অর্জন করে থাকে। বাবা তো সবাইকেই বলেন যতটা করবে, যা করবে, তার প্রতিদান (ফল) পাবে।

নিজের মোস্ট বিলভেড বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করাতেই পরিশ্রম করতে হয়। বাবাও বলেন আমি অনেক উপায় বের করি কিন্তু হয়না। অনেক পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হয়। পুরুষার্থ করতে-করতে শেষে গিয়ে কর্মাতীত অবস্থা হবে। তারপর সাক্ষাত্কার করতে থাকবে। মায়া আসবে না। এখানে বসে-বসে সব দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকবে। এখন তো টেলিভিশনে দেখছ। টেলিভিশন কোনও দিব্য দৃষ্টি নয়। বিনাশের সাক্ষাত্কার, বৈকুণ্ঠের সাক্ষাত্কার

টেলিভিশনে দেখতে পারে না। যে যত জ্ঞানী আর যোগী হবে তার বৈকুণ্ঠের রাজধানী দৃশ্যায়ন হবে। টেলিভিশন ছাড়াই তোমরা জার্মান, লন্ডন ইত্যাদি দেখবে। টেলিভিশন থেকে এই দিব্য চক্ষুর সাক্ষাৎকার ওয়াল্ডারফুল। স্বচ্ছ অন্তর দিয়ে বাবার সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে তবেই মজা আছে। বুদ্ধিও বলে শেষে বাবা খুব খাতির যত্ন করবেন। ঘোরানো, ভ্রমণ করানো, আপ্যায়ন করা একে আতিথেয়তা বলে না ! এমন হওয়ার জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। যিনি যোগ্য করে তোলেন তাঁকে স্মরণ করলেই তোমরা যোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে। যত স্মরণ করবে আর স্বদর্শন চক্রে ঘোরাবে ততই লাভ হবে। বীজকে স্মরণ করলে বৃক্ষও স্মরণে আসবে। এ'সব বিষয়ে তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এই স্মরণ এবং জ্ঞান দ্বারা আমরা এতোটাই সঞ্চয় করে থাকি। ওখানে বুঝতেই পারা যাবে না যে এই উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্তি হয়েছে। ওখানে খোঁড়াই বুঝতে পারে যে এই উপার্জন আমাদের সঙ্গম যুগের। বাদশাহী পাওয়া যায়। তোমরা সবসময় সুখে থাকো। মজিল অনেক উঁচু। এখন তোমরা ডিভাইন হচ্ছে। সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন আনডিভাইন। তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা ডিভাইন হচ্ছে। মনুষ্যকে দেবতা বানানো একজনই গডফাদার আছেন। ফাদার শব্দটা বলা খুব সহজ। কোনো বয়স্ক বৃদ্ধ ব্যক্তি দেখলে তাকে বাবা বা পিতাজী বলা হবে। কোনো বৃদ্ধ আরেকজন বৃদ্ধকে দেখলে ভাই মনে করবে। ছোট, বড়কে দেখলে বাবা মনে করবে। নিরাকার বাবার সম্পর্কে তো কেউ-ই জানে না। শুধুই গডফাদার বলে থাকে। এটা বোঝে না যে আমরা আত্মা, আর উনি হলেন আমাদের পিতা। বাবা অবশ্যই উত্তরাধিকার দেবেন। এখন তোমরা জানো আমাদের পিতা উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। এই বর্ষার জন্যই আমরা বারবার তাঁকে আহ্বান করতাম, প্রার্থনা করতাম। এখন তিনিই আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। এখন আমরা প্রার্থনা অথবা ভক্তি করা থেকে মুক্তি পেয়েছি। বড় মজার এই নলেজ। তোমরা বলেও থাকো তুমি আমাদের অসীম জগতের পিতা এরপর আমাকে ছেড়ে লৌকিক পিতার প্রতি বুদ্ধি কেন যায়? কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে বুদ্ধিতেও বসে না। স্বয়ং-ই বলে আমার ভাগ্যে রাজযোগের বাদশাহী নেই, তো বাবা কি করবেন ? কেন ভাগ্য তৈরি করছো না? ভাগ্য তৈরি করার জন্য তো কারো মানা নেই। ভাগ্যে নেই সুতরাং বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর মায়া বিড়াল তাদের বুদ্ধিতে বিভ্রান্তি তৈরি করে দেয়। বাবাও বা কি করবেন ? মায়া বিড়ালের উপরে জয়লাভ করতে হবে। কাজকর্ম করার সময়ও শিববাবার স্মরণ থাকলে অনেক লাভ হবে। এক মিনিটও স্মরণ করলে অনেক লাভ হতে পারে। একে অপরকে সাবধান করো। তারপর কেউ মানুষ বা না মানুষ। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) একে অপরকে বাবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা, টিচার, সঙ্গুরু তিনজনকেই একসাথে স্মরণ করতে হবে। আহাির প্রস্তুত করার সময় বা খাওয়ার সময় স্মরণে অবশ্যই থাকতে হবে।

২) স্বচ্ছ অন্তরে বাবার সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে। কাঁটা থেকে ফুল, মনুষ্যকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদান:- ব্যক্ত ভাবের উর্ধ্ব থেকে ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকা সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত ভব দেহের ধরনী হলো ব্যক্ত ভাব, যখন ফরিস্তা হয়ে গেছো এরপর দেহের ধরনীতে কিভাবে আসতে পারো । ফরিস্তা পৃথিবীতে পা রাখে না। ফরিস্তা অর্থাৎ যে উড়তে পারে। তাদের নিচের আকর্ষণ টানতে পারে না। নিচে থাকলে শিকারী শিকার করবে, উপরে উড়তে থাকলে কেউ-ই কিছু করতে পারবে না। সেইজন্য যত সুন্দর সোনার খাঁচাই হোক না কেন তাতে ফেঁসে যাওয়া উচিত নয়। সদা স্বতন্ত্র, বন্ধনমুক্তই উড়তি কলায় যেতে পারে।

স্লোগান:- অসম্ভবকে সম্ভব করে সফলতার অনুভূতি যারা করে তারাই হলো সফলতার নক্ষত্র।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের পুরুষার্থ করে এয়ারকন্ডিশন টিকিট কিনতে হবে, এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেওয়া অর্থাৎ মায়ার গরম হাওয়া বা আক্রমণ থেকে সেফ থাকা"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের মহাবিনাশের জন্য কি দুঃখ হবে কি হবে না? এর পাপ কার উপর পড়ে?

*উত্তর:- তোমাদের এই মহাবিনাশের জন্য দুঃখ হতেই পারে না, কেননা তোমরা তো ফরিস্তা হচ্ছে। তোমাদের নলেজ আছে যে এখন সমস্ত আত্মাদেরকে মশার ঝাঁকের মতো ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের কারো মৃত্যুতে দুঃখ হয় না, কেননা তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখো, তোমরা জানো যে আত্মা সদা অমর। এই বিনাশের পাপ কারো উপরে বর্তায় না, এটা তো যেমন লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। সবাই লড়াই করে মরে গিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। এটাই ড্রামার ভবিতব্য।

*গীত:- জলসামুদ্রে স্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা/পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের এক লাইন শুনেছে। এই জলসা/মেহফিল কার? জ্ঞানের সাগরের। যাঁকে মানুষ ইন্ডের মেহফিল বলে থাকে - ইন্ডসভা। অসংখ্য মানুষ মনে করে - ইন্ড জলের বর্ষা বর্ষণ করেন। বাচ্চারা জানে এটা জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সভা, এখানে পতঙ্গরা বসে আছে, জীবিত থেকেও বাবার হয়ে যায় অর্থাৎ এই দুনিয়ার থেকে তারা মৃত, কেননা জীব আত্মাদের এই দুনিয়া পছন্দ নয়। এখানে সবাই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বাবা বলেন - আমি স্বর্গ স্থাপনা করি। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। কেউ তো পোখরাজ পরী, কেউ নিলম পরী হয়। নাম তো অনেক আছে। এটা একটা উপহার দেওয়া হয়। কিছু বাচ্চারা সেমিবল হয়ে অন্যদেরও সার্ভিস করতে লেগে পড়ে। সার্ভিসেও তত্পর কারা হবে? যারা বহিঃশিখার প্রতি সম্পূর্ণ বলিপ্রদত্ত হবে। এটা অনেক বড় জলসা (মেহফিল) । তোমরা জানো বাবা আত্মাদের মেহফিল-এ এসেছেন। কিন্তু ঊনাকে যারা ভালোভাবে জেনেছে, তারা ঊনার সম্মুখে প্র্যাকটিক্যালি আছে। এই সময় কোটির মধ্যে কেউ-ই জানে। যারা পতঙ্গ হবে তারাই জানবে, যারা সম্পূর্ণ রূপে বলিপ্রদত্ত হবে, তারাই বাবার হয়।

এটা তো বোঝান হয়েছে - এখানে জীবিত থেকেও মরে যাওয়া। বাবা, আমি তোমার। প্রথমে আমরা তোমার কাছে অশরীরী হয়ে থাকি। তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করি। বাচ্চারা যা কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত করে থাকে এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না কেননা বাবাকে জানে না। তোমরা বাচ্চাদের পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। গাওয়া হয়েছে - সমস্ত বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি গীতার পাতা। সমস্ত মনুষ্য মাত্র এই বিশ্বমঞ্চে কার পাতায় আছে? দেবী-দেবতা ধর্ম থেকেই এদের উদ্ভব হয়েছে সেইজন্যই তোমরা বৃক্ষের চিত্র দেখলে দেখতে পাবে শুরুতে এর কোনো পাতা নেই। পাতার জন্ম পরে হয়। সুতরাং তাদের উপরে দেখানো হয়েছে। ফাউন্ডেশন হলো দেবী-দেবতা ধর্মের। প্রথমে কান্ড একটা তারপর সেটা থেকে শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে, তারপর পাতা বের হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই বিশাল মনুষ্য সৃষ্টি ধর্মের বৃক্ষ। আজকাল গভর্নমেন্ট ধর্মকে মানে না। বলে থাকে আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে থাকতে পারি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি কত হয়। নিজেদের মধ্যে লড়াই চলতেই থাকে, ঠিক যেমন লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। কোথাও না কোথাও লড়াই-ঝগড়া করতেই থাকে। এ'সবই ড্রামায় নির্ধারিত। এমনই যুক্তি করে যাতে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে যায়। পূর্বে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান খোড়াই আলাদা-আলাদা ছিল। সব একত্রে ছিল। গভর্নমেন্টও মজবুত ছিল। নিজেদের মধ্যে কেউ লড়াই করতে পারত না কারণ উপরে সব বড়-বড় নবাব থাকত। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়াতে ইউনিয়ন ইত্যাদি বড়ো-বড়ো কমিটি আছে। কিন্তু এইসবের জন্য ধনী তো কেউ-ই নেই। দুই টুকরো হয়ে গেছে। দুঃখ বৃদ্ধি পেতেই চলেছে। একে অপরকে মারছে। ড্রামায় দেখ কত রহস্য। একে অপরকে মারবে এতে খোড়াই বাবার পাপ হবে! আমি সাক্ষী হয়ে দেখি। তোমরা জানো লড়াই করে সব শেষ হয়ে যাবে। কোনো প্রসিদ্ধ মানুষ মারা গেলে তার জন্য ৮-১০ দিন অল্পবিস্তর কার্যক্রম চলতে থাকে। হলিডে পালন করে। তোমাদের জন্য তো কিছুই নেই। তোমরা তো ফরিস্তা হয়ে উঠছ। তোমাদের বিনাশের জন্যেও দুঃখ হয়না। এখন তো মশার ঝাঁকের মতো মরবে এরপর কে কাকে দেখবে! এ'সব রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো।

নতুন দুনিয়ার বসবাসকারীদের ফার্স্টক্লাস হওয়া চাই। ওখানে কেউ মারা গেলে খোড়াই তোমাদের দুঃখ হবে! তোমরা

তো সাক্ষী হয়ে দেখো - অমুকে গিয়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করবে নিজের পাট প্লে করার জন্য। তোমাদের মধ্যেও সবাই নিশ্চয় বৃদ্ধি নয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পা থেকে চটি (কেশ শিখা) পর্যন্ত খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে কারো কম, কারো বা বেশি। কারো আবার কানাকড়িও খুশি বৃদ্ধি পায় না, যেমন আটার মধ্যে লবণ। একে তো পানসে বলা হয়। বোঝা যায় যে নারায়ণী নেশা কাদের বৃদ্ধি পায়। তারা মাতা-পিতার সার্ভিস করে থাকে। এমন নয় যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সার্ভিস করতে পারবে না। ওরা তো আরও বেশি করে সার্ভিস করবে, আরও বেশি করে মা-বাবার নাম উচ্ছল করে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল পুষ্পের মতো এবং অচল-অটল থেকে অন্যদেরও করে তোলে। সুতরাং তাদের মহিমাও বেশি। তোমরা তো শুরুতেই বেরিয়ে এসেছিলে। এটাও ড্রামা। ভাঙি হওয়ারই ছিল। তার মধ্য থেকে কেউ কাঁচা ইট, কেউ পাক্কা ইটও বেরিয়ে এসেছে। আই. সি. এস পরীক্ষায় থোড়াই সবাই পাশ করে কেননা গভর্নমেন্টকে অনেক মাইনে দিতে হয়। এখানেও ঠিক তাই। বড় সম্পত্তি দিতে হয়। মুখ্য রূপে ৮ জন পাশ করে, এরপর ১০৮ এর মালা তৈরি হয়। পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ পেতে হবে। রিজার্ভ (সংরক্ষণ) করা হয় না – ফার্স্টক্লাস, এয়ারকন্ডিশন। এয়ারকন্ডিশনে কখনও গরম হওয়া লাগবে না। তোমাদেরও এই দুনিয়ার কোনো রকম গরম হওয়া অর্থাৎ মায়ার আক্রমণ যেন না হয়, এতোটাই মজবুত হতে হবে। আট রত্ন তো সম্পূর্ণ রূপে ফার্স্টক্লাস এরপর ১০৮। নামও আছে মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমি কোন্ টিকিট কিনছি। প্রত্যেকেই টিকিট নিতে হবে। পুরুষকেও নিজের, স্ত্রীকেও নিজের টিকিট নিতে হবে। স্ত্রী-দের চাম্স বেশি কেননা পুরুষ যা করে তার অর্ধেক ভাগ স্ত্রী পেয়ে থাকে। স্ত্রী যাই লেনদেন করুক এবং দান করুক না কেন, তার অংশ তার স্বামী পায় না কেননা পুরুষ তো রচয়িতা। পয়সা তার হাতেই থাকে। সে যা করবে তার অংশ স্ত্রী পাবে। স্বর্গে তো দুজনেই মালিক হয়। বাচ্চাও একটাই হয়, উত্তরাধিকারও সে-ই পায়। কন্যাও নিজের অংশ নিয়ম অনুযায়ী নিয়ে নেয়। কল্প পূর্বেও যেমন নিয়মে চলেছিল সেভাবেই চলবে। সেখানকার রীতি রেওয়াজ নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। বাবা অনেক সাক্ষাৎকার করিয়েছেন - কিভাবে রাজধানী ট্রান্সফার হয়। এখানে ট্রান্সফার হলে ব্রাহ্মণ, গুরু ইত্যাদিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আগে আচার-অনুষ্ঠান খুব ভালো ছিল। যখন বাণপ্রস্থ নিতো বাচ্চাদের অতি স্নেহের সাথে নিজের গদিতে বসিয়ে বলত এখন থেকে তুমি কাজকারবার সামলাও। এখন তো সম্পূর্ণ বৃদ্ধ হয়ে গেলেও গদি ছাড়ে না। আগে বাচ্চার মাতৃ-স্নেহী ছিল, এখন তো মাতৃ-দ্রোহী হয়ে গেছে। মাকেও চুলের মুঠি ধরে বাইরে বের করে দেয়। এদের বলা হয় প্রতারক, মায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। সত্যযুগে এসব কিছুই হয়না। তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। মহাফিলের অনুভব তোমাদের এখানে হবে। এই জ্ঞানের সাগর যেখানেই আছে সেখানেই মেলা হবে। নদীর মেলা হয় না ! তোমরা নদী তো নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়েই থাকো। এটা হলো জ্ঞান সাগর এবং নদীর মেলা। এখানে আছেন জগত অম্বা সরস্বতী, ওনার নামও প্রসিদ্ধ। মায়ের কাছেও কত মিলিত হওয়ার জন্য আসত কারণ ওনার মুরলী ভীষণ মধুর ছিল। বাচ্চারা অনুভব করত যে মাম্মার মুরলী তাদের আকর্ষণ করে (টেনে আনে)।

এটা হলো সাগর আর নদীর মিলন স্থল বা জলসাঘর। অনেক বাচ্চা এখানে আসে। প্রথমে সাগর, তারপর নদী, ছোটো নদী বা বড় ক্যানেল ইত্যাদি হয়, তাই না। তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারো যে তোমরা ছোটো নদী নাকি বড় নদী? বড় বড় নদীদের আহ্বান করে বলে যে এসে ভাষণ করো। তো অবশ্যই সে তীর পুরুষার্থী হবে। মাম্মাকে সবাই আহ্বান জানাতো। শিববাবার থেকে প্রাপ্ত হওয়া খাজানা এসে শোনাও। কন্যারা, তোমরা গিয়ে জ্ঞান রত্নের দান করো। জ্ঞানের এক-একটি পয়েন্ট লক্ষ টাকার সমান। শাস্ত্রে জ্ঞানের কোনও কথা নেই। যদি থাকতো, তাহলে ভারত অনেক ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হত। তোমাদের তো রত্ন প্রাপ্ত হচ্ছে, যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য ধনবান হবে। এখন সঙ্গম যুগে তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ। পুনরায় সত্যযুগ ত্রেতাতে তোমাদের ডিগ্রী কম হতে থাকবে। এখন তোমরা ঐশ্বরীয় দরবারে বসে আছো। তোমরা জানো যে বাবা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। অন্যরা তো দুঃখ দেয়। যা থেকে দুঃখ পাওয়া যায় সেইসব জিনিস গুলিকে ভুলে যাওয়া হয়। হে বাবা, আমাদের তো তুমি আছো, দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু গ্রীকৃষ্ণের নাম শুনলে তো তাকেই স্মরণ করতে থাকে। তোমরা গ্রীকৃষ্ণের রাজধানীতে ছিলে। বাবা এই কংসপুরীকে গ্রীকৃষ্ণপুরী বানিয়ে দেন। আসুরী পুরী থেকে পুনরায় দৈবী পুরী হয়ে যাবে। ওখানে দেখানো হয়েছে যে - অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং দেবতাদের জয় হয়। দেবতারা থাকেন স্বর্গে। বাস্তবে তোমাদের যুদ্ধ হল ৫ বিকারের সাথে। এখন রামায়ণের খুব চর্চা হবে কারণ দশহরা আসছে। গভর্নমেন্টও পালন করে। রামলীলা করে কিন্তু এটা জানে না যে রাবণ কি জিনিস।

কিছু কিছু বাচ্চা বলে যে, আমাদেরকে ধ্যানে বসাও (নেষ্ঠা/মেডিটেশন) করা শেখাও। বাস্তবে তো চলতে-ফিরতে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু যারা সারাদিন স্মরণ করে না, তাদেরকে মেডিটেশনে বসানো হয়, বলা হয়, এখানে বসে কিছু স্মরণ

করো। অনেকেই আছে, যারা সেন্টারে যখন আসে তখন স্মরণ করে, বাড়িতে গিয়ে ভুলে যায়। স্মরণ করার প্র্যাক্টিস নেই। বুদ্ধি অন্যান্য দিকে উদ্ভাস্ত হতে থাকে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আত্মা হল স্টার, যাকে বিন্দুও বলা হয়। স্টারে তো এই রকম কোণ (Angular) থাকে। বিন্দুতে থাকে না। সাদৃশ্য বোঝাতে স্টার বলা হয়। ভাগ্যবান নক্ষত্র বলা হয়। বিন্দুরূপ আত্মার মধ্যে জ্ঞান ঝলমল করছে। বিন্দু আত্মার মধ্যে সমগ্র পার্ট আছে। বাবা বলছেন আমি বিন্দুর মধ্যে এই এই পার্ট আছে, যেটা ভক্তিতে পালন করে এসেছি। বাচ্চারা তোমাদের পার্ট সবথেকে বেশী কেননা তোমরা অলরাউন্ডার চক্র লাগিয়ে থাকো। তাই চক্রবর্তী রাজাও তোমরাই হবে। দুঃখ হোক বা সুখ - সবই তোমরা ভোগ করে থাকো। আমার পার্ট তোমাদের মতো এত নয়। আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। পুনরায় ভক্তিমার্গে আমার সার্ভিস শুরু হয়। ড্রামানুসারে স্মরণও করতে থাকে, যে যে দেবতার পূজা করে, তাদেরও সাক্ষাৎকার আমিই করাই। ড্রামাতে এটাই পার্ট আছে। তারা মনে করে, এনার দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে এনার মধ্যেও ভগবান আছেন। মনে করে গনেশের দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, তো গনেশের মধ্যেও পরমাত্মা আছেন। এসব থেকেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান বুঝে নিয়েছে। আর তোমরা সকল বাচ্চারা বোঝা যে আমরা সবাই বাবাকে স্মরণ করছি অর্থাৎ সকলের মধ্যে বাবার স্মরণ আছে। তো এর দ্বারাও সর্বব্যাপী বুঝে নেয়। বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণও সবাই নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে করে। যে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। এছাড়া আত্মা তো সকলের নিজের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি কোনও বাচ্চার মধ্যেও প্রবেশ করে যেকারোর কল্যাণ করতে পারি। কিন্তু তারা উল্টো অর্থ করে দিয়েছে। ড্রামাতে সেটাও নির্ধারিত আছে। ড্রামা অনুসারে সকলের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি বানানোও ড্রামার মধ্যে পার্ট আছে। বানাবে তারাই, যারা আগে বানিয়েছিল। যারা গীতা শোনাচ্ছে তারা পরের কল্পেও এইভাবে শোনাবে। তো এখন বাচ্চাদের জলসাঘরে বাবা বসে আছেন। যারা আমাকে জানে, আমি তাদের মাঝেই শোভিত হই। আর যারা কিছুই জানেনা, তারা জলসাঘরে বসে কি করবে? তোমরা ভাষণ করো তো অনেকেই আসে। তাকে বহি বাবার সাথে জলসাঘর বলা হবে না। বহি বাবার সাথে জলসাঘর তো হল এটা। কেউ ফিঁদা হয়ে যায়, পুনরায় অন্য দিকে বুদ্ধির যোগ চলে যায়। যতক্ষণ সম্পূর্ণ না হয়, বুদ্ধি উদ্ভাস্ত হতে থাকে। কর্মাতীত অবস্থা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবস্থা এখন বলা হবে না। সেটা অস্তিম সময়ে হবে। তখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। এটা হলো পুরানো খোলস। আত্মা এই পুরানো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শিববার থেকে প্রাপ্ত খাজানা সবাইকে বিতরণ করতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে ২১ জন্মের জন্য ধনবান হতে হবে।

২) নিজের অবস্থা অচল-অনড় বানাতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কমল ফুল সমান হয়ে বাবার নাম সুপ্রসিদ্ধ করতে হবে। সেবাতে তৎপর থাকতে হবে।

বরদানঃ:- সঙ্গমযুগের এই নতুন যুগে প্রত্যেক সেকেন্ড নবীনত্বের অনুভবকারী ফাস্ট (দ্রুত) পুরুষার্থী ভব সঙ্গমযুগে সবকিছু নতুন হয়ে যায়, এইজন্য একে নতুন যুগও বলা হয়। এখানে উপরে ওঠার কৌশলও নতুন, কথা বলার কৌশলও নতুন, চলাও নতুন। নতুন অর্থাৎ অলৌকিক। স্মৃতিতেও নবীনত্ব এসে গেছে। কথাও নতুন, মিলনও নতুন, দেখাও নতুন। দেখবে তো আত্মা, আত্মাকে দেখবে, শরীরকে নয়। ভাই-ভাইএর দৃষ্টিতে সম্পর্কে আসবে, দৈহিক সম্বন্ধে নয়। এইরকম প্রত্যেক সেকেন্ডে নিজের মধ্যে নবীনত্বের অনুভব করা, এক সেকেন্ডে আগে যে স্থিতি ছিল, পরের সেকেন্ডে তার থেকে ভালো স্থিতি হবে, একেই ফাস্ট পুরুষার্থী বলা হয়।

স্নোগানঃ:- পরমাত্মা ভালোবাসার দ্বারা জীবনে সদা অতীন্দ্রিয় সুখ এবং আনন্দের অনুভব করাই হল সহজযোগ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা তার পার্টে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে ১০০% রেস্ট পাওয়া সম্ভব নয়, সে রেস্ট পাবে একমাত্র নির্বাণধামে, কারণ সেখানে তার কোনো পার্ট নেই"

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা শ্রীমতের পথে চলতে চলতে পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাদের মনে কোন্ সংকল্প জেগে ওঠে, যা ক্রমশ বিকল্পের রূপ ধারণ করে?

*উত্তর:- ১. তাদের মনে বাবার হাত ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প জেগে ওঠে। বাবা বলেন এই সংকল্পের আগমনই হলো বিকল্প। এইরকম সংকল্প করাও পাপ। পড়াশুনা না করার অর্থই হলো ক্লান্ত হয়ে যাওয়া। এইরকম বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির পথ নিজেরাই বন্ধ করে দেয়। ২. কোনো কারণে যদি অভিমান বশতঃ কেউ মাতা পিতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী (রাজ্য ভাগ্য) হারিয়ে ফেলে।

*গীত:- আজ অন্ধকারে রয়েছে মানুষ...

ওম্ শান্তি। এ হলো ভক্তির গান বা প্রার্থনা। ওরা কার কাছে এই প্রার্থনা করে? ভগবানের কাছে। কিন্তু নিবিড় আঁধারে থাকার জন্য মানুষ ভগবানকে জানতেই পারে না। তাহলে তাদের এই প্রার্থনা কে শুনবে? ভগবান যখন তাদের আর্তনাদ শোনে, তখন তিনি এসে জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেন। কিন্তু যদি বাচ্চারাই ভগবানকে না জানে, তাহলে তিনি শুনবেন কিভাবে? এখন তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে রয়েছো। ভগবান এসে তোমাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে প্রকাশময় দিবসে নিয়ে যাচ্ছেন। গায়ন রয়েছে - ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন। মানুষ রাত্রিকালে দ্বারে দ্বারে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরেছে অনেক। কখনো পাহাড়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম স্থানে, মন্দিরে, মসজিদে গমন করে। কিন্তু ভগবানকে কোথায় পাওয়া যাবে? ভারতে সেই ঈশ্বরের জন্ম পালন করা হয় - শিবরাত্রি বলা হয়ে থাকে। তাঁরই স্মরণিক প্রতিমা ভারতেই রয়েছে। কিন্তু মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে, তিনি কখন এখানে আসেন! মানুষ একেবারেই ঘোর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এখন আর তোমরা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। তোমরা নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী সেই আলোকময় দুনিয়াতে আসা যাওয়া কর। বাচ্চারা, এই সমস্ত সৃষ্টির রচনা কে করেন আর কিভাবে করেন - তা তোমরা এখন জানো।

তোমরা এখানে এসেছ - ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ঈশ্বর তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন - মানুষ থেকে দেবতা করে তুলছেন। এই নলেজ তোমরাও ক্রম অনুযায়ী বুঝতে পারো। কেউ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারে না বলে, মাতা-পিতার প্রতি রুষ্ট হয়ে, বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়। যাদের উদ্দেশ্যে গায়ন রয়েছে - আশ্চর্যজনক ভাবে মাতা পিতার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। পশ্যন্তী (দেখে), কথন্তী (বলে) আর তারপর বিমুখ হয়ে যায়.... তারা এটাও জানে যে মাতা পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে, কিন্তু আবার তা ভুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন - যাকে শান্তি বলা হয়, তা শুধুমাত্র প্রাপ্ত হতে পারে শান্তিধামে অথবা নির্বাণধামে - সেই স্থানকে মুক্তিধামও বলা হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে যে সে ১০০% রেস্টে (বিশ্রামে) রয়েছে - তা হতেই পারে না, কারণ এখানে এইরকম কথা কেউ বলতে পারে না। সারাদিনে কোনো না কোনো কর্ম অবশ্যই হতে থাকে। তবে হ্যাঁ, রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্য নিদ্রামগ্ন হওয়াকেও রেস্ট নেওয়া বলা হয়। কারণ আত্মা বলে যে - আমি সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন রেস্ট নিচ্ছি। আত্মা তখন নিজেকে ডিট্যাচ (পৃথক/অনাসক্ত) করে নেয়। এ তো তোমরা জানো যে বাবা শান্তিধামে থাকেন। নাকি তোমরা এটা ভাবো যে, পরমপিতা পরমাত্মা ওখানে রেস্টে (বিশ্রামে) থাকেন। যখন পরমাত্মার কোনো পার্ট থাকে না, তখনই শুধুমাত্র তিনি রেস্টে থাকেন। তিনি মুক্তিধামে কোনো কর্ম করেন না। এইসব কিছু খুব ভালোভাবে বোঝার বিষয়। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা ক্রমশ খুলতে থাকে। বাবা বলেন - তোমরা কি জানো যে, আমি কখন রেস্টে (বিশ্রামে) থাকি? বাচ্চারা, তোমরা তো স্বর্গে সুখে বসবাস করো, সেখানে তোমরা সুখ-শান্তিতে বিরাজ করো। সেই স্থানকে রেস্ট করার স্থান (বিশ্রামাগার) বলা হয় না। যখন তোমাদের কোনো পার্ট নেই, তখন তাকে বলা হয় রেস্ট। যখন তোমরা স্বর্গে সুখভোগ করবে, তখন আমাকে আর কোনো রকমের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। আমি ওখানে (ঘরে) শান্তিতে থাকি, ওখানে শান্তির অর্থ হল রেস্ট। এখানে রেস্টে থাকা সম্ভব নয়। আত্মা বলে - রাত্রিতে নিদ্রার সময়, আমি রেস্টে থাকি। সেই সময় রেস্টে থাকি অথবা শান্ত হয়ে থাকি - ব্যাপারটা একই। আত্মা রাত্রিতে অশরীরী হয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়। তারপরে ঘুম ভাঙ্গার পর আবার কর্ম ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়, তখন আন-রেস্ট (অশান্ত) অবস্থা শুরু হয়। কর্ম করার সময় আত্মার অবস্থা হয় আন-রেস্ট (অশান্ত)। সত্যযুগে আন-রেস্ট (অশান্ত) অবস্থা আসার কোনো ব্যাপারই নেই,

আন-রেস্ট (অশান্ত) করে তোলে মায়া। ওখানে এমনও বলা যায় না যে, তোমরা রেস্টে থাকো। কাজকর্ম সবই করো, কিন্তু অশান্ত হয়ে থাকো না। রেস্ট - এই জগতে, এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কোনো অস্তিত্বই নেই। মনে করো, কেউ বলছে যে, তারা শিমলা যাচ্ছে রেস্ট করার জন্য - কিন্তু রেস্ট এর প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী, তারা কখনোই তা পায় না। সত্যিকারের রেস্ট তখনই পাবে, যখন তোমরা নির্বাণধামে থাকবে, সেখানে তোমরা চুপ হয়ে থাকবে। এছাড়া আর কোথাও কারোর রেস্ট নেই। যদি কেউ বলে যে সে, ১০০% রেস্টে রয়েছে তাহলে তা ভুল। একে বলা হয় অজ্ঞানতা। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে - যদি কেউ পড়াশুনা করতে না চায়, তাহলে সে রেস্ট নিয়ে থাকে। পড়াশুনা না করে রেস্ট নেওয়া - এত ক্লান্ত হওয়ার লক্ষণ। এতে সে নিজেই নিজের ভাগ্যের উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়।

বোঝানো হয় - হে রাতের পথিক, স্বর্গের পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যেও না, বিমুখ হয়ে যেও না। মাতা-পিতাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সংকল্পও যেন মনে না আসে। এই সংকল্প যদি আসে, তাহলে তাকে বিকল্প বলা হয়। এমন মাতা-পিতা যাঁর থেকে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় তাঁর জন্য এমন সংকল্প কেনই বা মনে আসবে! বাচ্চারা বাবাকে চিঠিতে লেখে - কখনো কখনো এমন সংকল্প মনে জেগে ওঠে - কিছুই বুঝতে পারছি না এইসব পড়াশোনা ছেড়েই দিই। আরে, এই সময়টাই তো বোঝার সময়। বুঝতে পারা অর্থাৎ পড়াশোনা করা, তোমরা জানো যে তোমরা এখন পড়াশোনা করছো। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, সবার উপরে তাঁর স্থান, তাঁকে আর কেউই জানতে পারে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণকেও যদি বা কেউ জানে, কিন্তু ভারতবাসীদের এ কথা জানাই নেই যে - লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজত্ব কবে গ্রহণ করেছিলেন, আর কেই বা তাদেরকে এই রাজত্বের অধিকার দিয়েছিলেন? মায়া একেবারেই ঘোর অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। বাবা এসে বোঝাতে থাকেন যে - রচয়িতা পিতা, এই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কেমন ভাবে করেন? সে কথা কেউই জানে না। বাবা এসে বুঝিয়ে দেন যে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে ক্রিয়েটর (রচয়িতা) বলা যায় না। তাঁকে যদিও প্রজাপিতা বলা হয়, তাহলেও তিনি রচয়িতা নন। মানুষ বলে যে - তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। নিরাকার ফাদারকে ই রচয়িতা বলা যায়। যিনি রচয়িতা, সেই পিতাকে নিশ্চয়ই মানুষই জানবে, জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে তাঁকে জানা সম্ভব নয়। জন্তু-জানোয়ারেরা কখনোই নিজের মুখে বলে না যে, তাদেরকে পরমাত্মা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বলতে পারে যে - আমাদের সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং ভগবান। সুতরাং বাবা এসে বোঝাতে থাকেন যে - তোমরা দেখো যে এই রচনা কিভাবে রচিত হয়েছে? সবার প্রথমে মুখ বংশাবলির রচনা হয়। বাচ্চারা বড় হলে তবেই তারা পিতা হতে পারে। এই অসীমের পিতা বলেন - দেখো, আমি কিভাবে এই রচনাকে সৃষ্টি করি। ঐর (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করে, ঐর মুখের দ্বারা আমি বলি - হে আত্মা, তোমরা তো আমারই, আমি তোমাদের পিতা। বাচ্চারা, অতঃপর ঐর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে রচনা করি। তোমরা হলে মুখ বংশাবলি। অজ্ঞান কালেও তো বলা হয়ে থাকে যে - যেমনই হোক না কেন, সে আমার আপন। বাবাও এরকমই বলেন। তোমরা সকলে ব্রহ্মার সন্তান হয়ে যাও। এখন তোমরা হলে মুখ বংশাবলি, এরপর তোমরা হবে মাতৃ গর্ভজাত বংশাবলি। বাবা বলেন যে - তোমরা তো আমার, এরপর তোমরা দৈবী বংশে জন্ম নেবে। বাবা এই ঐশ্বরীয় রচনা কেমন ভাবে রচনা করেন - তা কেউই বুঝতে পারে না। বাবা বুঝিয়ে দেন যে - ইনিও (ব্রহ্মা বাবাও) বলেন যে, আমিও মুখ বংশাবলি হয়ে উঠি। বাবার সাথে সাথে মায়েরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তোমরা বলো যে - তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলি, শিববাবা তোমাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে শরীরধারী হতে হবে। শিববাবার তো কোন শরীর নেই। তিনি ব্রহ্মা বাবার শরীরের লোন নিয়ে তারপর তিনি সেই দেহের মাধ্যমে বলেন যে - তোমরা সকলেই আমার - একেই বলা হয় মুখ বংশাবলি। শিববাবা ঐনার মুখের মাধ্যমে, এই স্ত্রীর মাধ্যমে বলেন যে - বাচ্চারা তোমরা আমার। এসব কথা শুধু বাবাই বুঝিয়ে দিতে পারেন, এছাড়া অন্য কোন শাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এ সকল কথার কোনো উল্লেখ নেই। তোমরা এখন এ'সব কথা জানতে পারছো, এরপর এসবই অবলুপ্ত প্রায় হয়ে যাবে।

এখন ঘোর অন্ধকারের সময় চলছে। বাবা এসে চতুর্দিক জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে দেন - সেই কারণেই ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিনের গায়ন রয়েছে। কিছু তো সত্যতা অবশ্যই রয়েছে। বলে না যে, যে মিথ্যা তো মিথ্যাই, তাতে সত্য বিন্দুমাত্রও নেই। কিন্তু বাবা বলেন - অল্প বিস্তর কিছু না কিছু থেকেই যায়, সম্পূর্ণ প্রলয় হয়ে যায় না। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক কিছুজন থাকবে, তারপর পুনরায় মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। মানুষ তো মহাপ্রলয়ের কথা বর্ণনা করে দিয়েছে। কিন্তু মহাপ্রলয় কখনই হয় না। এমনটা কখনোই নয় যে, সাগরের জলে অস্থিত পাতার ওপর বসে শিশু রূপে শ্রীকৃষ্ণ আসেন - এই সবই হলো গল্পকথা। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা যখন সত্যযুগে আরামদায়ক মহলরূপী মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে তো, সেখানে অতি আনন্দে থাকবে। ওখানে কোনো রকম দুঃখ বা পাপকর্ম হয় না। সে তো পুণ্য আত্মাদেরই দুনিয়া, এখন এ হলো পাপের দুনিয়া। এখানে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে, তোমরা সদাকালের জন্য পুণ্য আত্মা হয়ে ওঠো। তোমরা এতটাই পুণ্য কর্ম করো, যার জন্য অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদেরকে পাপ আত্মা বলা হয় না। তখন তোমরা হয়ে

যাও, অবিনাশী পুণ্য আত্মা। এখানে অর্ধেক কল্পকাল পাপ আত্মা বলা হয়। এখানে ঘন ঘন অনেকেই দান - পুণ্য করতে থাকে। ভারত ভূখণ্ডকে কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) ধর্মাত্মা বলা হয়। ভারতেই এই দান পুণ্য করা হয়ে থাকে। তোমরা এখন জানো যে - এই দুনিয়া ছেড়ে আমরা চলে যাব আর এই মৃত্যুলোকে তোমাদেরকে আসতে হবে না। এখন এই দুনিয়ার সমস্ত সামগ্রী তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে থাকো। মানুষ ঈশ্বরের কাছে সবকিছু অর্পণ করে অর্থাৎ ট্রান্সফার করে তার পরবর্তী জন্মের জন্য। এখানে তোমরা সব কিছু ট্রান্সফার করে থাকো, ২১ জন্মের জন্য। তাহলে সেই পরিমাণে অনেক পুণ্য কর্ম করতে হবে, তাই না। তোমাদের থেকে কাদায় মাথা নোংরা বস্ত্র নিয়ে বাবা নতুন বস্ত্র দিয়ে থাকেন। পুরাতন গ্রহণ করে তা সোনার করে ফেরত দেন। যখন তোমরা সম্পূর্ণ সত্য হৃদয় থেকে বাবাকে অর্পণ কর, তখন বাবাও তোমাদেরকে পরিবর্তে সবকিছু দিয়ে থাকেন। তোমাদের পার্ট তো কত কল্পকাল ধরে চলে আসছে - এসব তো এই অবিনাশী ড্রামাতেই নির্ধারিত হয়েছিল যে - সকলেই ঘর সংসার ত্যাগ করেছেন। তা না হলে গোশালা কিরূপে হবে? ভাঙি কিভাবে হয় তা, মানুষ জানে না! ওরা তো দেখায় যে - বিড়াল ছানা থেকে গেছিল ইত্যাদি।

বাচ্চারা, এখন এই সমস্ত জ্ঞান তোমরা জানো। অতঃপর সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। তোমরা ২১ জন্ম ধরে রাজস্ব করবে, তারপর আবার পতনের দিকে যেতে থাকবে - ওখানে এই জ্ঞান থাকবে না। তোমাদের এখন ত্রিকালদর্শীর পার্ট চলছে। প্রধান হিরো হিরোইনের পার্ট তোমাদেরই। আর কারোর পার্ট নয়। অসুর থেকে দেবতা এবং দেবতা থেকে অসুর - তোমরা ভারতবাসীরাই হয়ে ওঠো। বাদবাকি মধ্যবর্তী কালের সবই হলো বাইপ্লটস। নাটকে মাঝে মাঝে হাসি-ঠাউর খেলা চলতে থাকে, তাই না। অর্ধেক কল্পের পর দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত চক্র সর্বদা আবর্তিত হতে থাকে - তার ফলে তোমরা সকলকে তা বোঝাতে পারো। পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন পরম আত্মা, পরমধাম নিবাসী। বাবা বলেন যে - আমার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান ভরা রয়েছে। আমি মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্যময় বীজরূপ। লৌকিক বৃক্ষের বীজ তো জড়, শিব তো হলেন চৈতন্য। তাঁর প্রতিমার পূজা করা হয়।

আজকাল গভর্নেন্ট বৃক্ষের চারা রোপন করে। ইনি হলেন চৈতন্যময় বীজ, তিনি মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের বীজ। তিনি বলেন - আমার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের নলেজ নিহিত রয়েছে। সুতরাং যদি কেউ বলে যে সে ১০০% রেস্টে রয়েছে, তখন তাকে এ'কথা বোঝাতে হবে যে ১০০% রেস্ট এখানে কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ এমনটা বলা যায় যে স্বর্গে ১০০% পবিত্রতা সুখ শান্তি বিরাজ করে। ওখানকার নামই তো হল স্বর্গ। বাবাকে বলা হয়ে থাকে সৎ শ্রী অকাল। যিনি সত্য বলেন। কোনও কাল তাঁকে খেতে পারে না। তাঁকে বলা হয় কালেরও কাল। বাবা বলেন, এ হলো হতশ্রী (ছিঃ ছিঃ) দুনিয়া। এই জঞ্জালের গাদায় আগুন লাগবেই। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে, এই মহাভারতের লড়াই হলো মহা-কল্যাণকারী। মানুষ যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি করে থাকে শান্তি লাভের জন্য, অর্থাৎ ভাবে যাতে স্বর্গের গেট না খোলে। আর তোমরা হাততালি দিয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে যাও এই ভেবে যে - এই পুরাতন জঞ্জালে যখন অগ্নিসংযোগ হবে, তখনই তো তোমরা নতুন দুনিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করতে পারবে। এই বিনাশ জ্বালা, এই রুদ্ধ জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই প্রস্ফলিত হয়েছে। যে বাবার হবে, সে-ই তো স্বর্গের মালিক হতে পারবে। বাদবাকি সকলকেই হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো যে, এখন পুনরায় মুক্তিধামে ফিরে গিয়ে আবার সত্যযুগে এসে নিজের পার্ট রিপোর্ট করতে হবে। সত্যযুগে এত সংখ্যক দেবী দেবতা কোথা থেকে এলো? মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার জন্য - না করাতের প্রয়োজন, না হাতুড়ির আঘাতের প্রয়োজন। বাবা, তোমাদেরকে কড়িতুল্য থেকে হীরের সমান, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। যে যত নলেজ ধারণ করবে সে ততো উঁচু পদপ্রাপ্ত করতে পারবে। এখন সত্যযুগের রাজধানীর স্থাপনার কার্য চলছে। তোমরা জানো যে, তোমরা নিজেদের জন্য শ্রীমৎ অনুসারে এই স্বর্গের স্থাপনা করে চলেছ। যদি শ্রীমৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে কেউ নিজমতে চলতে থাকে, তখন তা রাবণের মত হয়ে যায় - সেই কারণেই প্রত্যেক কদমে তোমরা শ্রীমৎ নিতে থাকো। বাবা তোমাদেরকে জীবিত অবস্থাতেই ট্রান্সিট বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মাকর্ষী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) দানী হয়ে উঠতে হবে। সত্য হৃদয়ে সমস্ত কিছু বাবাকে অর্পণ করে, নতুন দুনিয়ার জন্য এখান থেকে ওখানে ট্রান্সফার করে দিতে হবে।

২) জীবিত অবস্থাতেই ট্রাস্টি হতে হবে। প্রতি কদমে বাবার থেকে শ্রীমং নিতে হবে। কখনোই শ্রীমং থেকে বিমুখ হয়ে নিজের মনমতে চলবে না।

বরদানঃ- কস্বাইন্ড রূপধারী হয়ে, সেবাতে ভগবানের (খুদার) জাদুর অনুভব করা খোদার খিদমতগার ভব নিজেকে শুধুমাত্র সেবাধারী নয় বরং ঈশ্বরীয় সেবাধারী ভেবে সেবা করো। এই স্মৃতির দ্বারা স্বরণ এবং সেবা নিয়তই কস্বাইন্ড হয়ে যাবে। যখন তোমরা খোদাকে খিদমত থেকে আলাদা করে দাও, তখন একলা হয়ে যাওয়ার জন্য সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ অনেক দূরের রাস্তা বলে মনে হয়। সেই কারণেই শুধুমাত্র খিদমতগার নয় বরং আমি খুদার খিদমতগার - এই নাম যেন সর্বদা স্মরণে থাকে, তবেই খুদার জাদুতে সেবা ভরপুর হয়ে যাবে আর অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- কর্মযোগী হয়ে উঠতে হলে কমল আসনধারী (পৃথক এবং প্রিয়) হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পদ এর আধার পড়ার উপরেই নির্ভর করছে, নিজে পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে, গলি - গলিতে গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে সেবাতে নিয়োজিত থাকতে হবে?

*উত্তর:- তোমরা হলে দয়ালু বাচ্চা। তোমরা কারোর থেকে অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না। এই ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে দান করার সেবায়, অন্যকে নিজের সমান বানানোর সেবায় লেগে থাকতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে - যার ভাগ্যে থাকবে, সে অবশ্যই বীজ বপন করবে। কেউ যদি বাণী বা কর্মের দ্বারা সেবা নাও করতে পারে, তাহলে ধনের সাহায্যেও সহযোগী হতে পারে। গরীব বাচ্চারা তো একমুঠো চাল দিয়েও মহল নিয়ে নেয়।

*গীত:- প্রীতম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি। প্রিয়তমাদের জন্য একটি ডাকই যথেষ্ট। এখন এই ডাক কে ডাকছে আর কাকে? এ তো কেবল বাচ্চারা তোমরাই জানো, কেননা তোমরা বাবার দ্বারাই বাবাকে জেনেছো। ফাদার শো'জ সন, তারপর সন শো'জ ফাদার (বাবা ছেলেকে প্রদর্শন করায় আর ছেলে বাবাকে) - এমনই নিয়ম। এখন প্রিয়তমারা তাদের প্রীতমকে ডাকছে। গীত তো কৃষ্ণের জন্য গাওয়া হয়েছে। সকলেরই তো কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি আছে। কৃষ্ণের ভক্ত মনে করে যে, কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাস্তবে প্রীতম সকলেরই এক। সব পতিতদের পবিত্র একজনই করেন। নিরাকারকেই মানুষ স্মরণ করে কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে জানে না। নিরাকারের যথার্থ অর্থ কি তা মানুষ জানে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাস্তবে একই রাম, হে প্রভু, হে ঈশ্বর, ও গড! - একজনকেই ডাকতে থাকে। কোনো শরীরধারী মানুষ বা দেবতাকে ডাকে না। বুদ্ধি নিরাকারের দিকেই চলে যায়। গড ফাদার সকলেরই এক। তারা মনেও করে যে, আমরা সব ভাই - ভাই কিন্তু তা আত্মা রূপে। এমনিতে তো প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ধর্মের। নিজের ধর্মের ভাই - বোনেরাও লড়াই করতে থাকে। সবাই যখন দুঃখী হয়ে যায় তখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো কেননা সকলেরই পতিত - পাবন আমিই। সব প্রিয়তমাদের প্রীতম তো একজনই। সজনী তাদের সাজনকে স্মরণ করে। প্রিয়তমারা স্মরণ করে - প্রীতম এসে মিলিত হও। আত্মারা মন থেকে ডাকতে থাকে। ডাকে তো আত্মাই, শরীর তো নয়। জীব আত্মা, জীব আত্মার সঙ্গে কথা বলে। দুনিয়াতে মানুষের দেহভাব থাকার কারণে নিজেকে শরীর মনে করে। বাচ্চারা, তোমাদের পাক্ষাভাবে বুঝতে হবে যে, জীবের আত্মা ডাকতে থাকে। আত্মাই ভালোবাসে। শরীর, শরীরকে ভালোবাসে না। আত্মাই শরীর ধারণ করে। এই সময়ের প্রেমও অশুদ্ধ। দেবী - দেবতার প্রেম তো খুবই শুদ্ধ হবে। মানুষ মনে করে, প্রেম হলো বিকারের। সত্যযুগে কিন্তু প্রেম থাকবে কিন্তু সেখানে কোনো বিকার থাকে না। বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বিকারের হাত থেকে বাঁচান। তোমরা এই কথা যদি কাউকে বসে বোঝাও তাহলে তারা শুনে খুব খুশী হবে।

তোমরা বলো যে - বাবা, সার্ভিস হয় না কিন্তু সার্ভিসের তো অনেক উপায় বাবা বলে দেন। এখন দশহরা যখন আসে, দেবীর পূজাও সব জায়গায় হয়। তাই সেখানে গিয়েও বোঝানো উচিত। বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। তিনি হলেন, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা। আমরা আত্মারাও মূল বতনে থাকি। বতন ঘরকেও বলা হয়। আমাদের, আত্মাদের বাবাও সেই পরমধামেই থাকেন। বাবা বাচ্চাদের পার্টিয়ে দেন। এও ড্রামা অনুসারে অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে। তাঁকেও নিজের সময় অনুসারে আসতে হয়। এক হলেন বাবা আর বাকি সকলেই আত্মা। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি। তাদের মধ্যে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন সত্যযুগে। বাকি ৮ - ১০ টি হাতওয়ালা মানুষ হয় না। এরা কোথা থেকে আসবে? যেখানে পূজা হচ্ছে সেখানে তোমাদের ইনোসেন্ট হয়ে গিয়ে জিপ্তেস করতে হবে - এটা কি হচ্ছে? রুদ্র যজ্ঞও অনেক হয়। বিত্তবান লোকেরা অনেক যজ্ঞ ইত্যাদি করাতে থাকে। তোমরা যেখানে খুশী রমণ করতে পারো, তোমরা হলে রমতা যোগী। যারা যেই যেই দেশে থাকে, তারা সেখানেই সার্ভিস করতে পারবে। এরা কারা যাদের পূজা হয়? এঁরা কি করে গেছেন? এঁরা কাদের সন্তান? এইসব কথা বসে জিপ্তেস করা উচিত। তারপর বোঝানো উচিত। কেননা তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, দয়ালু হতে হবে। তোমরা অকারণেই অর্থ নষ্ট করো।

বাচ্চাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে। এখন দশহরা আসছে, এর উপর বোঝানো উচিত যে, রাবণকে কেন জ্বালানো

হয়? রাবণের রাজ্য কবে থেকে কতদিন চলেছে? এরপর বিষ্ণুর রাজ্য কতো সময় চলে? সে হলো ব্রহ্মার দিন আর এ হলো ব্রহ্মার রাত । গভর্নমেন্টকেও গিয়ে বোঝানো উচিত । অবশ্যই এখন হলো রাবণ রাজ্য । সে হলো বিষ্ণু সম্প্রদায় অথবা দৈবী সম্প্রদায়, এ হলো আসুরী সম্প্রদায় । বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝানো উচিত । ছবি নিয়ে যাওয়া উচিত । চেষ্টা করা উচিত যে - এমন বাণ মারবে যে নাম উজ্জ্বল হয়ে যায় । বেনারসে সরস্বতী ইত্যাদির অনেক টাইটেল পাওয়া যায় । এখন সরস্বতী তো হলেন জগৎ অম্বা । ভারতবাসী সবাই জগৎ অম্বাকে মানবেন, যিনি জগতের রচনা করেছেন । তাহলে অবশ্যই পিতাও থাকবে । জগৎ পিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অম্বা সরস্বতী বলা হয়, তাই না । সরস্বতীও ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । তাহলে ব্রহ্মাকে কে রচনা করেছেন? গায়ন আছে যে, শিব পরমাত্মায়ে নমঃ, তারা হয়ে গেলো দেবতায় নমঃ, তাহলে দেবতাদের রচয়িতা শিব পরমাত্মা হয়ে গেলেন, তাহলে তাঁর থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া গিয়েছিল ! তাই বাচ্চারা, তোমাদের তো বোঝাতে বেরোতে হবে । যারা খুব ভালো বুঝদার বাচ্চা, তাদের সেবা করা উচিত । বাবা তো গলিতে গলিতে যাবেন না । এ হলো বাচ্চাদের কাজ । সেবা না করলে মনে করা হবে যে এরা সেবাপরায়ণ নয় । তাহলে পদও তেমনই পাবে । বাবার সন্তান হয়েছো, কিন্তু তবুও সবকিছুই পড়াশোনার উপরে নির্ভর করে । যারা বেশী পড়বে, তারাই উঁচু পদ পাবে । শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে । উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত । এ কথা শিববাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । বাইরের বাচ্চারাও বুঝবে যে - শিববাবা মধুবন থেকে মুরলী চালান । মুরলী না এলে বাচ্চারা হয়রান হয়ে যায়, তারা ভাবে - শিববাবার মুরলী কেন এলো না? কেননা শিববাবার মুরলীতেই আমাদের জন্ম হীরের তুল্য হয়ে যাবে । মুরলী তো রোজ শোনা উচিত । সাত দিনের মুরলীও যদি কারোর কাছে যায়, সে যদি বসে পড়তে থাকে, তাহলে কতো খুশী হওয়া যায় । অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত । যে কোনো কানা, খোঁড়া, বোবা বা প্রতিবন্ধী মানুষও এই মুরলী পড়তে পারে । জ্বরই হোক বা যে কোনো রোগ, অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত ।

তোমরা কেবল বলো - তোমাদের দুজন বাবা, তাই যাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, তারা এই দুটি শব্দেই বুঝে যাবে । এই জ্ঞান এমনই সহজ । বাবাকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায় । বুদ্ধিতে যতো চক্র ঘোরাবে, ততই চক্রবর্তী হতে পারবে । বাবা বলেন যে - যারা আমার ভক্ত, বা লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদিকে মানে, তাদের বোঝাও - তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে, ৮৪ চক্র ঘুরেছো, এখন আবার দেবতা হও । এই বাবাও লক্ষ্মী - নারায়ণের ভক্ত ছিলেন, তাই না । তোমরা পূজারী থেকে আবার পূজ্য হও । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো পূজ্য ছিলেন তাই না । তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, বলবে - কাল আমরা এঁদের পূজা করতাম আর এখন এমন তৈরী হচ্ছে । বোঝানো তো খুবই সহজ । বাচ্চারা, তোমাদের দয়ালু হতে হবে । যাদের সার্ভিসের শখ থাকবে যে ব্রাহ্মণ শেখাবেন তার সাথে ধরে থাকবে । তারা বলবে, আমাদের বসে বোঝাও । তোমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে খেয়ে থাকো, তাই শিববাবার সার্ভিস তো করতেই হবে, তাই না । সবাই শিববাবার ভাণ্ডারেই দেন । তারা মনে করে, আমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই খাই । তাই মন - বচন এবং কর্মের দ্বারা সার্ভিস করতে হবে । এখানে তোমরা কতো মজা পাও । সেই মজা ঘরে হয় না । মন্সা সার্ভিস করতে হবে, স্মরণও করতে হবে । পবিত্রও হতে হবে । শঙ্খধ্বনিও করতে হবে । কর্মের দ্বারাও এই যজ্ঞের যে কোনো সেবা করতে হবে । শুরুতে মাশ্চা - বাবা বাসনও মাজতেন । গোবরের মণ্ডও বানাতেন । দেহভাব দূর করার জন্য এইসব করতেন । এখন দিনে দিনে অনেকের মধ্যেই দেহ - ভাবের বৃদ্ধি হচ্ছে । যজ্ঞ থেকে ভোজন করলে সার্ভিস তো করা উচিত । বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে । সর্বব্যাপী বলে দিলে কিভাবে বিকর্মের বিনাশ হবে ? সর্বব্যাপী বলে দিলে বুদ্ধির যোগ লাগতে পারে না । তাই এই সেবা সকলকেই করতে হবে । দান দিতে হবে । ওই সেবা না হলে স্থূল সেবা করো । তাও যদি না করতে পারো অর্থের দ্বারা সেবা করো । তাহলে সেও সেবা হয়ে যাবে । বীজ বপন করলে তার ফল বের হয় । এখানে চাল, রুটি দিলে মহল পাওয়া যায় । কাউকেই বলতে হবে না যে বীজ বপন করো । ভাগ্যে না থাকলে কখনোই বুদ্ধিতে আসবে না । বিত্তবান ব্যক্তি হলে তারা পাঁচ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করে । গরীব হলে ৫০০ টাকার ইনসিওরেন্স করবে । এখানে গরীবরা সবথেকে বেশী ইনসিওরেন্স করে । গরীবের একমুঠি চালও বিত্তবানদের অর্থের সমান হয়ে যায় । মাশ্চাকে দেখো, কি ইনসিওর করেছেন ? তন - মনের দ্বারা দেখো কতো সেবা করেছেন । যারা অনেক অর্থ দেয়, তারাও এমন পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, যা তিনি পেয়েছিলেন ।

তোমরা তো নর থেকে নারায়ণ হবে । এই জ্ঞান হলোই স্বরাজ্য যোগ । প্রত্যেকেরই বুদ্ধি বুঝতে পারে যে, আমরা মাশ্চা - বাবাকে অনুসরণ করছি? পুরুষার্থ তো করতে হবে, তাই না । এই জ্ঞান সাগর তো গলিতে - গলিতে যাবেন না । বাবা তো জনসমক্ষে ভাষণ করতে পারবেন না । বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের সামনে ভাষণ করবো । আমি সকলের বাবা । তোমরা মায়েরা আর কুমারীরা রয়েছো । তোমাদের গিয়ে ভাষণ করতে হবে । তার উপরে তোমরা হলে আবার বি.কে । এখন জগদম্বার জন্য কতো বড় মেলা হয় । তিনি কিছু তো সার্ভিস করে গেছেন, তাই না । তোমরা সে কথা বলতে পারো,

সেখানে অনেক সার্ভিস করতে পারো। সেবা পরায়ণ বাচ্চারা নিজে থেকেই সেবা করতে থাকবে। যারা নিজে থেকেই করে, তারাই দেবতা... সকালে যাও আর রাতে ফিরে এসো। সার্ভিস করার সাহস চাই। অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে কিন্তু তারা কোনো না কোনো বন্ধনে আবদ্ধ। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অবলাদের উপরে অনেক প্রকারের বিন্দু আসে। তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখছো। তাই বাবার থেকে যদি অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হয়, তাহলে সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে। তোমরা শ্রীমতে চলো। হ্যাঁ, লৌকিক বাবা - মা থাকলে তাদের সেবাও করতে হবে, সাথে সাথে এই সেবাও করতে হবে। বস্তুতে অশ্বার মন্দিরে অনেকেই যায়, সেখানে গিয়েও তোমরা সার্ভিস করতে পারো। এমন যারা সার্ভিস করবে, তাদের গভর্নমেন্টও শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ দেওয়ার জন্য তৈরী থাকবে। যদি কেউ কিছুই না বোঝে তাহলেও পরিশ্রম করো, কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। সার্জন তো অনেক চাই। তোমরা হলে অন্ধের লাঠি। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে। তোমরা কারোর থেকেই অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না। তোমাদের তো দয়ালু হতে হবে। দয়ালু বাবার বাচ্চাও দয়ালু। যারা অনেকের মার্গ দর্শন করবে, তারা পদও উঁচু পাবে। শোনে তো অনেকেই। এখান থেকে গেলেই সব ভুলে যায়। নম্বর অনুসারেই ধারণা হয়, এতে অনেক পরিশ্রম চাই। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য পাওয়া যায়। এ কি কম কথা। গভর্নমেন্ট যেমন বলে, আরাম হলো হারাম। বাবাও বলেন নিদ্রাজয়ী হও। রাতেও উপার্জন করো।

কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে, তাহলে মনে করা হয় যে ড্রামাতে তার এতটাই পার্ট। যারা অনন্য বাচ্চা হয়, তারাই আসে। কেউ তো অনেক চোখের জল বইয়ে দেয়, অনুশোচনা করে যে - আমরা সার্ভিস করিনি, বাবার কথা শুনিনি। এমন বিভিন্ন প্রকারের হয়। বাবা সাক্ষাৎকার করান - তোমাদের কতো বলতাম, সার্ভিস করে নিজের সমান বানাও, তোমরা কিছুই করোনি, আবার কাঁদছো। ধর্মরাজের সামনেও কাঁদতে থাকে, মার খায়। পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট বের হয়ে গেছে, এরপর কাঁদলে কি কোনো লাভ হবে?

প্রীতম এখন এসেছেন তাঁর প্রিয়তমাদের নিয়ে যাবার জন্য। তিনি বলেন - তোমরা এসো, আমি তোমাদের বিশ্বের মহারানী বানাবো। যারা পুরুষার্থ করবে, তারাই হতে পারবে। তারাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয়। কেউ তো খুব ঝলমল করে। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। উপরে তোমাদের পরের দিকের রেজাল্টের স্মরণ আছে। এখন তো গ্রহণ লাগবে। চলতে চলতে গ্রহের দশা লেগে যায়। তোমরা এই ঝড় ঝাপটা থেকে বেরোতে পারো না। গ্রহণ লাগলো আর পড়ে গেলে। অনেকেরই এই গ্রহণ লাগে। এই গ্রহণ মাতা - পিতাকেও ভুলিয়ে দেয়। কেউই তো এখনো পরিপূর্ণ হয়নি। মায়াও বলবান হয়ে বলবানের সঙ্গে লড়াই করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রমতা (ভ্রমণ করে করে) যোগী হয়ে সেবা করতে হবে। মন - বচন এবং কর্ম যে কোনো প্রকার সেবায় অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে।

২) রাত জেগে উপার্জন করতে হবে। নিদ্রাজয়ী হতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতিতেও অবশ্যই মুরলী পড়তে হবে।

বরদানঃ:- অল্প কালের সংস্কার গুলিকে অনাদি সংস্কার গুলিতে পরিবর্তন করা বরদানী মহাদানী ভব। অল্প কালের সংস্কার গুলি, যেগুলি না চাইলেও বোল আর কর্ম করাতে থাকে। সেইজন্য তোমরা বলে থাকো যে, আমার মনের ভাব এটা ছিল না, আমার লক্ষ্য এটা ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলে, আমি ক্রোধ করিনি, কিন্তু আমার কথা বলার সংস্কারটাই এই রকম... তো এই অল্প কালের সংস্কারও মজবুত বানিয়ে দেয়। এখন এই সংস্কার গুলিকে অনাদি সংস্কার গুলির সাথে পরিবর্তন করো। আত্মার অনাদি অরিজিনাল সংস্কার হলো সদা সম্পন্ন, সদা বরদানী আর মহাদানী।

স্নোগানঃ:- পরিস্থিতিত রূপী পাহাড়কে উড়তি কলার পুরুষার্থের দ্বারা পার করে নেওয়াই হলো উড়ন্ত যোগী হওয়া।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা এবং পরমাত্মার যথাযথ জ্ঞান তোমাদের কাছেই আছে। তাই তোমাদের চ্যালেঞ্জ করে বলা উচিত যে তোমরাই হলে শিবশক্তি সেনা”

*প্রশ্নঃ - যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ, সেই সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা?

*উত্তরঃ - নিরন্তর স্মরণে থাকা - এটাই হলো সবথেকে উঁচু লক্ষ্য। স্মরণের দ্বারাই কর্মভোগ মিটে যাবে এবং কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যে মাতা-পিতার জন্য অসীম সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাঁকেই বাচ্চারা বলে - বাবা, তোমাকে ভুলে যাই। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকলে বাবাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

*গীতঃ- কে এই খেলা রচনা করেছে...

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ - বাচ্চারা নিজের বাবাকে চেনে । এই সময়ে বাচ্চারা এসে বাবার দ্বারা আস্তিক হয়েছে। বাবার দ্বারা-ই বাবাকে চিনেছে, তাই আস্তিক বলা হয়। তোমরা জেনেছ যে আমরা হলাম আত্মা এবং উনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। হয়তো কোনও মানুষ নিজেকে আত্মা বলে মনে করে কিন্তু পরমাত্মাকে চেনে না। যখন বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে তাদেরকে নিজের পরিচয় দেবে, তখনই তারা জানবে। বাবাকেই নিজের পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। তিনি বাচ্চাদের সম্মুখে এসে বলেন - তোমরা হলে আত্মা এবং আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমপিতা। তোমরাও এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যাও। এটা তো খুব কমন (সাধারণ) কথা। আত্মাদের পিতা তো অবশ্যই আছেন। গায়নও আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে... বাবাকে কেবল বাচ্চারা জানে। ৫ হাজার বছর পরে বাবা পুনরায় এসেছেন। যখন সকল বাচ্চারা নাস্তিক এবং দুঃখী হয়ে যায়, কেউই আস্তিক থাকে না, তখনই বাবা আসেন। আস্তিক বানানোর পরে নিজে অলুহিত হয়ে যান। তারপর আর কেউ বাবাকে জানতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এই বিষয়ে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে নিশ্চিত হয়েছ। হয়তো এখানে সমানেই বসে আছে, জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন বাবা পতিত থেকে পবিত্র দেবতা বানাচ্ছেন কিন্তু তাও সবাই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়নি। এই দুনিয়ায় তো দেবতাদের কেবল মূর্তি রয়েছে, তারা নিজেরা তো নেই। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর যত মানুষ রয়েছে, তারা কেউই আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানে না। নিজেকেই পরমাত্মা বলে দেয়। তাই না জানে আত্মাকে আর না জানে পরমাত্মাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এমন একজন মানুষও নেই যে নিজেকে সঠিকভাবে আত্মা এবং পরমাত্মাকে বাবা বলে মনে করে। কিন্তু এখন এই চ্যালেঞ্জ কে করবে? শক্তিসেনারাই চ্যালেঞ্জ করেছিল। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যতটা শক্তি আসা উচিত, ততটা শক্তি এখনো আসেনি। শিবশক্তি তো খুব বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। জগৎ অম্বাও হলেন শক্তিসেনা। আজকাল বিভিন্ন কনফারেন্সে সকল ধর্মের রিলিজিয়াস হেডস্ (প্রধান ধর্মনেতারা) আসে। তাদেরকেও বোঝাতে হবে।

বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি - এই বিষয়ে যদি নিশ্চিত না হও, যদি কোনো প্রকার সংশয় থাকে, তাহলে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে না। ভালো ভালো বাচ্চারাও চলতে চলতে মায়ার তুফান আসার কারনে পড়ে যায়। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন থেকে সংশয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। নাহলে বাচ্চারা কখনো এইরূপ সংশয় প্রকাশ করতো না যে ইনি আমাদের বাবা নন। এখানে এটাই হল আশ্চর্যের বিষয়। মুখে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের পিতা, তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেন। কিন্তু তারপরেও ভুলে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক বিকর্ম মাথার ওপর রয়েছে। তোমরা জানো যে মাম্মা-বাবা, যাদেরকে ব্রহ্মা-সরস্বতী বলা হয়, তারা নম্বর ওয়ানে আছেন। ওরাও বলে যে এত যোগ করি, পরিশ্রম করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক জন্মের পাপের বিনাশ হয় না। কোনো না কোনো ভাবে ভুগতে হয়। অগ্নিমে এই ভোগ করার হাত থেকে মুক্ত হয়ে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। মায়াও কম শক্তিশালী নয়। দুজনেই শক্তিশালী। মায়ারূপী রাবণ সকল মানুষকেই পতিত বানিয়ে দিয়েছে। পতিত-পাবনের গায়ন করে, তালি বাজায়। তাহলে নিশ্চয়ই পতিত-পাবন কেউ আছেন। কিন্তু নিজেকে কেউ পতিত বলে মনে করে না। ওদেরকে এটা বোঝানো খুব জরুরি যে এটা হলো পতিত দুনিয়া। সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। পবিত্র দুনিয়াতে এইভাবে পতিত-পাবনকে ডাকবে না। ওখানে তো ভারত খুব সুখী ছিল, একটাই ধর্ম ছিল। এখন তোমরা জেনেছো যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি

সকল বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির রহস্য জানেন। এখন তিনি স্বয়ং পড়াচ্ছেন, কিন্তু কেউ কেউ এমনও আছে যারা এটাও ভুলে যায় যে আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান। অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন - এই নেশার পারদ উর্ধ্বগামী হয় না। এখান থেকে বেরিয়ে ঘরে গেলেই নেশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খুব কমজন আছে যারা যথাযথ ভাবে পুরুষার্থ করে। মায়া খুব শক্তিশালী। দেহ-অভিমান হল নশ্বর ওয়ান। বাবা বুঝিয়েছেন যে নিজেকে দেহী মনে কর। আমরা হলাম আত্মা, এই শরীরের দ্বারা কর্ম করি। কখনোই নিজেকে পরমাত্মা মনে করবে না। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছি। প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ কর। কিন্তু অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে না এবং সত্যিকথাও বলে না। চার্ট লিখে পাঠালেও তাতে ভুল থাকে। ঠিকঠাক চার্ট লেখে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, নিজেকে আত্মা বলে মনে কর। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন বাবার কাছে যাচ্ছি। ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করলে তার নেশা সারাদিন থাকবে। মানুষ টাকা পয়সা উপার্জন করলে তার একটা নেশা থাকে যে আজকে এত টাকা উপার্জন করেছে। এটাও হল একরকম ব্যবসা, তাই কতই না পরিশ্রম করতে হবে। বাবা নিজের অনুভব শোনান, তিনি কত পরিশ্রম করেন। ভোরবেলা উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। এখন আমাদের পাট শেষ হয়েছে, আমার এবার ফিরে যাব। এরপর ২১ জন্ম রাজত্ব করতে হবে। বাবা কতই না মিষ্টি, প্রিয় এবং ওয়ান্ডারফুল। এইরকম বাবাকে কোনো মানুষ জানে না। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উঁচু বানাচ্ছেন, আর বাচ্চারা তারপরে বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়ে নিজের থেকেও নিচুতে নামিয়েছে। বাবা বলেন- এইজন্য তোমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছ। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ব্রহ্মান্ড এবং বিশ্ব দুইয়ের মালিক বানাই, আর তারপর তোমরা বাচ্চারা আমার মতো বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দাও! এটাও হল ড্রামার খেলা। এখন বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন- এইভাবে বোঝাও।

লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতার ১০০ পার্সেন্ট সলভেন্ট বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। কতো তফাৎ দেখো - কোথায় ভারত স্বর্গ ছিল আর এখন নরক হয়ে গেছে। এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও সেই শক্তি আর নেই। অনেক দেহ-অভিমান আছে। যে দেহী-অভিমানী হবে, তার তো ধারণা হবে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - এইভাবে হুঙ্কার কর। আত্মা কি এবং পরমাত্মা কি সেটা কেউই জানে না। তোমরা জানো যে আমি আত্মা বিন্দু এবং আমাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। তিনি হলেন নলেজফুল, পতিত-পাবন, জনম-মরণে আসেন না। আমরা আত্মারা জন্ম-মরণে আসি। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, আমারও পাট রয়েছে, আমি এসে তোমাদের সবাইকে সুখী করে তারপর নির্বাণধামে গিয়ে বসে যাই। মানুষ বৃদ্ধ হলে বাণপ্রস্থতে চলে যায়। কিন্তু কোনো অর্থ বোঝে না। বাণপ্রস্থ মানে বাণীর থেকেও ওপরে অবস্থিত স্থান। কিন্তু ওরা তো মোটেই বাণীর থেকে ওপরে গিয়ে বসে না। এখন সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা। আমরা আত্মারা বাণীর থেকে ওপরে থাকি। কিন্তু সেই স্থানটাকেই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও কয়েকজনের বুদ্ধিতেই এইসব কথা আছে। অনেক দেহ-অভিমান আছে। বাবাকে ফলো করে না। মায়াও অনেক শক্তিশালী। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কি সম্বন্ধ সেটা কেউই জানে না। পিতার সম্বন্ধকে কেউই জানে না। তোমরাও মূর্খমূর্খ ভুলে যাও। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা বলে - বাবা, প্রতি মুহূর্তেই তোমাকে ভুলে যাই। আরে, তুমি মাতা-পিতাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও! লক্ষ্য-ই হল নিরন্তর স্মরণ করা। যে মাতা-পিতার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছ, তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও! আশ্চর্য বিষয়। মাতা-পিতা তো একজনই। বাবা বলছেন, আমিই তোমাদের মাতা-পিতা। এইগুলো অতি গুহ্য বিষয়। অনেকে জগৎ অন্ধাকে মাতা মনে করে। কিন্তু না, তিনি তো সাকার রূপধারী। তোমরা মাতা-পিতা রূপে নিরাকারেরই গায়ন করো। আগে এইসব কথা বলা হত না। প্রতিদিন অনেক অনেক গুহ্য কথা শোনানো হয়ে থাকে। কোনো বিষয় যদি বোঝাতে না পারো, তাহলে বলবে - এটা এখনো বাবা বলেননি, বাবাকে জিজ্ঞেস করবো। প্রতিদিন অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট পাওয়া যায়। নলেজ তো অনেক বড়। যে বোঝার সে বুঝবে। অনেকে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। বাবাকে পত্র লেখে- আমি আর চলতে পারব না, বিরক্ত লাগছে। বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বিকারের বশীভূত হলে আর পড়াশুনা হয় না। এই পড়াশুনা তো ব্রহ্মচর্যের ধারণার দ্বারাই হবে। ব্রহ্মচর্যের রত্নকে খন্ডন করলে ধারণা হবে না। অন্যকে বলতেও পারবে না যে কামবিকার হলো মহাশত্রু। বুদ্ধির তালা-ই বন্ধ হয়ে যায়। খুবই উঁচু লক্ষ্য।

সন্ন্যাসীরা তো গৃহস্থ ধর্মকে ত্যাগ করে চলে যায়। ওরা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসী, আর এটা হলো রাজযোগ। বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। হঠযোগীরা কখনও রাজযোগ শেখাতে পারবে না। এইসব কথা পুরোপুরি ভাবে বোঝানোর কৌশল রপ্ত হয়নি। ওদের পন্থা হল হঠযোগ সন্ন্যাস। ওরা তো পতিতকে পবিত্র করতে পারবে না। তোমাদের সন্ন্যাস হল অসীমের উপর, আর ওদের সীমিত সন্ন্যাস। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যাব। এই অসীমের উপর সন্ন্যাস বুদ্ধির দ্বারা করা হয়। ওদের হঠযোগ হলো কর্ম সন্ন্যাস। তোমাদের মার্গ হলো রাজযোগ,

কর্মযোগ - যেটা স্বয়ং ভগবান শিখিয়েছেন। এখন তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে যে ওটা হল হঠযোগ আর এটা হল রাজযোগ। শিবকেও জানে না। আত্মা যেমন বিন্দুরূপ, শিববাবাও সেইরকম বিন্দুরূপ। দুই ভ্রূর মাঝেই বিন্দুর চিহ্ন দেওয়া হয়। অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। দুই ভ্রূর মাঝেই দেওয়া হয়। এখানেই আত্মা থাকে। এটা কেউ জানে না। এত ছোট বিন্দুর মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঁচ নিহিত রয়েছে। এইগুলো কত গভীর কথা। কেউই বুঝতে পারে না। প্রকৃত সত্যটা সবাইকে বোঝাতে হবে। আত্মা যেমন বিন্দু, সেইরকম পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। অন্য কোনো আত্মা এলে সে তো পাশে এসেই বসবে। না কি মাথায় বসবে? ওই শরীরের মধ্যে তো সেই আত্মা নিজেও রয়েছে। বাবা বলছেন- আমিও হলাম বিন্দু, আমাকে পরমপিতা পরম আত্মা বলা হয়। তাঁর অনেক মহিমা। ‘শিবায় নমঃ’ - এই মহিমা কে করে? আত্মা অর্থাৎ শালগ্রাম করে। তাহলে তো এরা নিশ্চয়ই আলাদা, তাই না? দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। তোমরা জানো যে তাঁর একটাই নাম - ‘শিব’। ব্রহ্মা-বিশ্ব এবং শঙ্করকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিশ্ব দেবতায় নমঃ বলা হয়। কিন্তু তাঁকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। তাহলে শিব নিশ্চয়ই উঁচু, তাই না? তোমরা এইসব কথা বুঝতে পারো। এই সময়েই তোমাদের কাছে এই জ্ঞান আছে। তোমাদের এই জন্ম হলো হিরেতুল্য। দেবতারা তো ফল ভোগ করে। যিনি এত প্রাপ্তি দেন, সেই বাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল। এইরকম পারলৌকিক পিতাকে কতই না সম্মান করা উচিত। বুদ্ধিযোগ এই ব্রহ্মার সাথে নয়, তাঁর সাথে রাখতে হবে। ওই বাবা এই শরীরের দ্বারা পড়ান, এই শরীরটাকে লোন নিয়েছেন। সমগ্র জগতের কাছে ইনি কত বড় অতিথি। শিববাবা পরমধাম থেকে আসেন। ইনি ভারতের কত বড় অতিথি। কোথা থেকে এসেছেন? দুনিয়াতে মন্ত্রীদের কত সম্মান করা হয়। অথচ গুপ্ত বেশে কত বড় অতিথি এসেছেন পণ্ডিতদেরকে পবিত্র বানাতে। আত্মা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভোরবেলা উঠে স্মরণের দ্বারা উপার্জন করতে হবে। নিজের সাথে কথা বলতে হবে। দেহী-অভিমাত্রী হয়ে থাকতে হবে।

২) রাজযোগ এবং কর্মযোগ শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে। কখনো বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাবার রিগার্ড অবশ্যই রাখতে হবে।

বরদানঃ:- বাবার সমান অসীম জগতের বৃত্তি ধারণকারী মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী ভব অসীম জগতের বৃত্তি অর্থাৎ সকল আত্মাদের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি রাখা - এটাই হলো মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া। কেবল নিজের বা নিজের লৌকিক নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের কল্যাণার্থে নয়, সকলের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি হবে। যে নিজের উন্নতিতে, নিজের প্রাপ্তিতে, নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে চলে, সে হলো স্ব কল্যাণী। কিন্তু যে অসীম জগতের বৃত্তি রেখে অসীম জগতের সেবাতে ব্যস্ত থাকে তাকে বলা হবে বাবার সমান মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী।

স্লোগানঃ:- নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতিতে সমান যে থাকতে পারে, সে-ই হলো যোগী তু আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন জীবনের বিশেষত্ব হলো— অপ্রসন্নতা মুক্ত এবং প্রসন্নতায়ুক্ত"

আজ ভালোবাসার সাগর বাপদাদা নিজের প্রেমস্বরূপ আত্মাদের দেখছেন। প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্ম-প্রেম সমাহিত হয়ে আছে। এই পরমাত্ম-প্রেম প্রাপ্তও হয় একটাই জন্মে। ৮৩ জন্ম দেব আত্মাদের বা সাধারণ আত্মাদের থেকে পেয়েছে। ভাবো এটা, স্মরণ করো, সারা কল্পের পরিক্রমণ করো – তোমরা তো স্বদর্শন চক্রধারী, তাই না! তো এক সেকেন্ডে সারা কল্প পরিক্রমণ করেছো? ৮৩ জন্মে পরমাত্ম-প্রেম পেয়েছিলে? পাওনি। শুধু এই সঙ্গমের এক জন্মে পরমাত্ম-প্রেম প্রাপ্ত হয়েছে! সুতরাং পার্থক্য কি জেনে নিয়েছো তো না! আত্মাদের ভালোবাসা আর পরমাত্ম-

প্রেম – কত প্রভেদ! সাধারণ আত্মাদের ভালোবাসা কোথায় নিয়ে গেছে? কী প্রাপ্ত করিয়েছে – অনুভব রয়েছে না? আর পরমাত্ম-প্রেম কোথায় নিয়ে যায়? আপন সুইট হোম আর সুইট রাজধানীতে। আত্ম-

ভালোবাসা রাজ্য-ভাগ্য নষ্ট করে দেয় এবং পরমাত্ম-প্রেম রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করায়, আর এই জন্মেই। এমন নয় যে, কেবল ভবিষ্যতের আধারে চলছে তোমরা। না। ডায়রেক্ট পরমাত্ম-প্রাপ্তি তো এখন। বর্তমানের সামনে ভবিষ্যতও কিছু নয়। তোমরা গীত গেয়ে থাকো তো না যে, স্বর্গে কী হবে আর কী না হবে। আর এখন গীত কী? যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি... নাকি পাওয়ার আছে? পেয়ে গেছে। পাওবরা পেয়ে গেছে? গোপীদের গায়ন তো আছেই। এই সময়ের গায়ন আছে, অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই ব্রাহ্মণদের ভাণ্ডারে। দেবতাদের ভাণ্ডারে নয়, ব্রাহ্মণদের ভাণ্ডারে। তো তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে তো না? তাহলে কি অনুভব করো যে, কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নেই! তাছাড়াও, এই সকল প্রাপ্তি অবিনাশী, অল্পকালের নয়। সুতরাং, যার সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে তার জীবনের বিশেষত্ব কী হবে? সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে আর একটা কিছুও কম নেই, তো তার চলন আর চেহারা কী বিশেষত্ব দেখা যাবে? সদা প্রসন্নতা। যা কিছুই হয়ে যাক কিন্তু সর্বপ্রাপ্তিমান নিজস্ব প্রসন্নতা ছাড়তে পারে না। অপ্রসন্নতা কখনো যদি হয় তো চেক করো যে অপ্রাপ্তির অনুভব হয় নাকি সর্বপ্রাপ্তির হয়?

আজ বাপদাদা অনেক সেবাকেন্দ্র আর উপ-সেবাকেন্দ্র দেখেছেন, বিদেশে নয়, দেশের সেবাকেন্দ্রে গুলিকে দেখেছেন। সেবাকেন্দ্রে বিশেষ তো সেবাধারী রয়েছে, তো আজ পরিক্রম করতে করতে সেবাধারী আর সেবাস্থান দুইই দেখেছেন। ছোট হোক বা বড়, প্রতিটি স্থানে বাবা সবাইকে চেক করেছেন যে সেবাধারীর তাদেব তন, মন, ধনের দ্বারা সম্বন্ধ-সম্পর্কের প্রতি সেবায় কতটা প্রসন্ন! কেননা, বিশেষ বিষয় তো এটাই, তাই না! তো কী দেখেছেন?

তন তো সকলের পুরানোই, তা' যুবক হোক বা বড়। ছোটরা তো আরোই, বড়ের থেকেও কোথাও কোথাও দুর্বল, হতে পারে ব্যাধি বড়, কিন্তু অসুস্থতার অনুভূতি – আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, এটা ব্যাধি বাড়িয়ে দেয়। কারণ তনের প্রভাব মনের ওপরে এসে পড়লে তো ডবল রোগ হয়ে যায়। তন আর মন উভয়তঃ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে বারবার সোল-কন্সিয়াস হওয়ার পরিবর্তে অসুস্থ কন্সিয়াস হয়ে যায়। সুতরাং, বাবা কী দেখলেন? দেখলেন যে, তনের দ্বারা তা' অসুস্থ বলা কিংবা হিসেব- নিকেশ মেটানো বলা, মেজরিটি করছে, কিন্তু তাদের ৫০% ডবল ব্যাধি আর ৫০% সিঙ্গল ব্যাধি রয়েছে। কিন্তু কী হওয়া উচিত? কখনও মনে অসুস্থতার সঙ্কল্প আনা উচিত নয় – আমি অসুস্থ, আমি অসুস্থ... তারপরে কী হয়? এই পাঠ পোক্ত হয়ে যায় যে, আমি অসুস্থ...কখনো কখনো রোগ না হওয়া সত্ত্বেও মনে খুশি থাকে না, তো বাহানা করবে যে আমার কোমরে ব্যথা। কেননা, মেজরিটির তো হয় পায়ে ব্যথা, নয়তো কোমরে ব্যথা। এখন তার চেকিং কীভাবে হবে? ডাক্তারের কাছে এর কোনো থার্মোমিটার আছে যে কোমরে ব্যথা আছে কি নেই তারা চেক করতে পারে? এক্ষরে করাও, এটা করাও, সে তো আরও খরচা হয়ে যায়। তো বাবা কী দেখেছিলেন? তিনি তনের ব্যাপারে বলেছেন, এই রকম অনেক সেবাধারী দেখা গেছে। সেবাধারী তোমরা সবাই। এমন ভেবো না যে শুধু টিচারদের বিষয়। প্রবৃত্তিতে থাকা তোমরাও সেবাধারী তো না? নাকি যারা সেন্টার গুলোতে থাকে তারা সেবাধারী? প্রবৃত্তিতে থাকা তোমরাও সেবাধারী। কখনও তোমাদের ঘরেরও পরিক্রমণ করবেন বাবা। কীভাবে তোমরা ঘুমাও, কীভাবে ওঠো! তোমাদের ডবল বেড, নাকি সিঙ্গল বেড? আচ্ছা, এটা তো আজকের পরিক্রমের বিষয়।

আজকালকার হিসাবে ওষুধ খাওয়া বড় ব্যাপার মনে ক'রো না। কারণ কলিযুগের বর্তমান সময়ে সবথেকে শক্তিশালী ফুট

হলো এই ওষুধপত্র। দেখো কতো রঙ বেরঙের না! কলিযুগের লাস্টের এ হলো এক রকম ফুট, তাই খুশী মনে খেয়ে নাও। ওষুধ খাওয়া - এটা ব্যাধিকে মনে করায় না। কিন্তু যদি বাধ্য হয়ে থাক্ছো মনে করো, তবে বাধ্য হয়ে খাওয়া ওষুধ ব্যাধির কথা মনে করিয়ে দেবে। আর শরীরকে চালিত রাখার জন্য, এর দ্বারা শক্তি ভরছে, সেকথা মনে করে খাও, তবে ওষুধ ব্যাধির কথা মনে করাবে না, মনে খুশী এনে দেবে যে, ব্যস দুই তিন দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবো। আজকাল তো অনেক নতুন নতুন ফ্যাশন হয়েছে, কলিযুগে সবথেকে বেশী ইনভেনশন হলো আজকাল ওষুধপত্র বা নানান রকমের থিওরী বেরিয়েছে। আজ অমুক থিওরী, আজ তমুক থিওরী, তো এ'গুলো হলো কলিযুগের সীজনের শক্তিশালী ফল। সেইজন্য ঘাবড়ে যেও না। কিন্তু ওষুধ-কন্সিয়াস, ব্যাধি-কন্সিয়াস হয়ে থেও না। তো শরীরের অসুখ-বিসুখ তো হওয়ারই, নতুন কথা নয়। সেইজন্য অসুখ-বিসুখে কখনো ঘাবড়ে যেও না। ব্যাধি এলো আর তাকে প্রয়োজনীয় ফুট খাইয়ে দাও বিদায় দিয়ে দাও। আচ্ছা এ হলো তন এর রেজাল্ট। তারপরে আর কি দেখলেন?

মন, মনের মধ্যে কী দেখলেন? একটা আনন্দের জিনিস এটাই দেখলেন যে, মেজরিটি প্রত্যেক সেবাধারীর মনের মধ্যে বাবার ভালোবাসা আর সেবার উদ্দীপনা দুইই রয়েছে। বাকি ২৫ পার্সেন্ট কোনো কারণে বাধ্য হয়ে চলছে। তার সংখ্যা অল্প। কিন্তু মেজরিটির মনের মধ্যে এই দুটি জিনিস দেখলেন। আর এটাও দেখলেন যে, বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে স্মরণেও শক্তিশালী হয়ে বসছে, চলছে, সেবা করার ব্যাপারে অ্যাটেনশনও ভালোই দিচ্ছে। কিন্তু খেলাটা কি ঘটছে, চাইছে স্মরণের সীটে ভালো ভাবে সেট হয়ে বসতে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অল্প সময়ের জন্য সেট তো হচ্ছে, তারপর নড়াচড়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চারা যেমন বেশিক্ষণ তাকে সীটে বসিয়ে রাখলে, কিছুক্ষণ পরে নড়াচড়া করবেই। সুতরাং মনও যদি কন্ট্রোলে, অর্ডারে না থাকে, তবে কিছুক্ষণ তো খুব ভালো ভাবে বসছে, চলছে, সেবাও করছে, কিন্তু কখনো সেট হতে পারছে, কখনো আপসেটও হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী? হতে চাইছে সেট হতে, কিন্তু আপসেট কেন হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ কী? একাগ্রতার শক্তি, দৃঢ়তার শক্তি - এর অভাব রয়েছে। খুব ভালো প্ল্যানের কথা ভাবছে যে, এইভাবে বসবো, আজ এটা অনুভব করবো, তারপর এই সেবা করবো, তারপর এইভাবে চলবো। কিন্তু কর্ম করার সময় বা বসে বসেও দৃঢ়তার শক্তি কম হয়ে যায়। অন্যান্য বিষয়ে মন-বুদ্ধি বিভক্ত হয়ে যায়। কাজে ব্যস্ত যদি নাও হয়, কিন্তু ব্যর্থ সংকল্প - এটাই হলো সবচেয়ে বড় কাজ, যেটা কিনা নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তো শূল কাজ যদি নাও হয়, কিন্তু দৃঢ়তার শক্তি বিভাজিত হয়ে যাওয়ার কারণে মন আর বুদ্ধি সীটে সেট হওয়ার পরিবর্তে অস্থিরতার মধ্যে এসে যায়।

বাপদাদা তোমাদের সবাইকে যে কাজ দিয়েছিলেন তা দেখলেন। বাপদাদার কাছে সব চিঠি এসে পৌঁছেছে। কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চা হলো বড়ই চালাক। কি চালাকি করে? চিঠি তো লিখেছে কিন্তু তাতে নিজের নাম লেখেনি। এটা ভেবে নিচ্ছে যে বাবা তো জানেনই। বাবা জানেন, কিন্তু তবুও যখন কাজ দেওয়া হয়েছে, তবে সেই কাজটাকে ঠিক মতো তো সম্পূর্ণ করো না? টিচার যদি বলে যে, লিখে নিয়ে এসো, টিচারকে কি বলবে যে - আপনি তো জানেনই যে - আমি এটা লিখতে পারি, তো টিচার কি সেটা মানবে? তো কেউ কেউ তো নামই লেখে না। কিন্তু যে গ্রুপকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, মেজরিটির মধ্যে আনন্দের বিষয় যে, সকলেই লিখেছে যে, আমরা ডায়মন্ড জুবিলীর মধ্যে করে দেখাবো। এটা হলো মেজরিটির বক্তব্য। তোমাদের সকলেরও কি? জীবনমুক্ত হয়ে যাবে? সকল বিষয়ের থেকে যদি মুক্ত হয়ে যাও তবে কি হয়ে যাবে? জীবনমুক্ত হয়ে যাবে। তো সকলে নিজের সাহস, উদ্দীপনা ভালোই দেখিয়েছে, ফরেনের হোক বা ভারতের, সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালোই রয়েছে। কেউ কেউ তারই মধ্যে খুব কম জনই লিখেছে যে, আমাদের টাইম লাগবে। টাইম লাগুক তাদের। তোমরা তো জীবনমুক্ত হয়ে যাও। তো রেজাল্টে দেখলেন যে, সকলের উৎসাহ রয়েছে যে, ডায়মন্ড জুবিলীর মধ্যে কিছু করে দেখাবো। কিন্তু বাপদাদা দেখেছেন যে, নিজেকে ডায়মন্ড বানানোর যতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে, ততখানিই ডায়মন্ড জুবিলী বর্ষের মধ্যে সেবার প্ল্যানও খুব ভালো বানিয়েছে। ফাস্ট বানিয়েছে, এতে বাপদাদা খুশী হয়েছেন, কিন্তু এই রকম বলবে না যে, সেবার অনেক চাপ, সেইজন্য একটু উপরে - নীচে হয়ে গেছে। এটা বাপদাদা চান না। যে সেবা নিজেকে বা অন্যকে ডিস্টার্ব করে, সেটা সেবা নয়, সেটা হলো স্বার্থ। আর কোনো না কোনো স্বার্থই নিমিত্ত হয়, সেই কারণেই উপরে নীচে অবস্থা হয়। নিজের হোক কিম্বা পরের কোনো স্বার্থ যখন পূর্ণ না হয় তখন সেবাতে ডিস্টার্বেন্স হয়ে থাকে। সেইজন্য স্বার্থ থেকে পৃথক আর সকলের সাথে সম্বন্ধে প্রিয় হয়ে সেবা করো, তখনই যে সংকল্প করবে বা যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, ডায়মন্ড জুবিলীতে ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করবো, সেটা পূরণ হতে পারে। আধা মনে রাখবে না। কেউ কেউ এই রকম জবাব দিয়ে থাকে, বলে থাকে, ডায়মন্ড জুবিলী তো পালন করার ছিল, সেটা উদযাপন করেছি, তাতেই বিজি হয়ে গেছি। কিন্তু বাপদাদার দুটো শব্দকে স্মরণে রাখবে। অর্ধেক নয়। 'ডায়মন্ড হয়ে, ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করতে হবে।' কেবল উদযাপন করা নয়, নিজে হয়ে তারপর উদযাপন করতে হবে। তো নিজের সুবিধা মতো অর্থ বের ক'রো না যে - উদযাপন তো করে নিই। কেবল হওয়া নয়, কেবল উদযাপন

করা নয়। দুটোই একসাথে হবে। আর তোমাদের সকলের জানা আছে যে, যখন তোমরা বলবে যে - কি করবো বাবা, সাহসের অভাব হয়েছিল, মায়া খুব তীব্র, মায়াকে তোমার কাছে রাখো। রাজস্ব করবে তোমরা আর মায়াকে বাবা সামলাবেন! রাজস্ব তো তোমাদেরকে করতে হবে তাই না? মায়াজিৎ জগজিৎ হতে হবে, তো মায়াকে জয় না করে জগজিৎ কীভাবে হতে পারবে? সেইজন্য চতুর্দিকে অ্যাটেনশন প্লীজ। বুঝেছো? আচ্ছা।

বাবা যে পরিক্রমণ করেছিলেন তার অর্ধেকটা শোনালেন, পরে বাকিটা শোনাবেন। সেন্টার গুলি কোনোটা খুব সুসজ্জিত, কোনোটা সিম্পল, কোনোটা খুবই রয়্যাল, কোনোটা এর মাঝামাঝিরও ছিল। বেশীরভাগই ভাবে যে, যেন বেশ রয়্যাল দেখায়, কোনো ভি. আই. পি. এলে তাদের যেন মনে হয় যে বেশ ভালো। কিন্তু আমাদের (ব্রাহ্মণদের) আদি থেকে এখনও পর্যন্ত নিয়ম হলো যে, একেবারেই যেন সাদামাটা না হয় আবার বেশী রয়্যালও না হয়। দুয়ের মাঝামাঝি হতে হবে। তোমরা তো দেখেছো যে ব্রহ্মা বাবা কত সাধারণ ভাবে ছিলেন। কিন্তু সুযোগ সুবিধার অনেক উপকরণ রয়েছে, এইসব উপকরণ দেওয়ার (সাপ্লাই) মতো থাকলেও যে কাজই করবে এর মাঝামাঝি লেবেলে করবে। এই রকমও যেন কেউ বলতে না পারে যে এটা কি লাগিয়ে দিয়েছে - কি জানি, কেউ না বলে বসে যে এ তো রাজার মতো ঠাট্টবাট হয়ে গেল! তো আজকের পার্ট কী তাহলে? মুক্ত সব কিছুই থেকে হয়ে গেছে না? সব কিছুই থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা হয়ে গেছে তো না? পাকা নাকি বাড়ি ফিরে গেলেই বলবে যে, করাটা কঠিন! পাকাপোক্ত থেকে। মায়াকে ডায়মন্ড জুবিলীতে মজা দেখিয়ে দাও। মাস্টার সর্বশক্তিমান তোমরা, কম তো নও না?

আচ্ছা, ডবল ফরেনারও অনেকে এসেছে। স্থাপনার কার্যের ডবল শোভা হলো - ডবল বিদেশী। বাপদাদা জানেন যে, কত পরিশ্রম করে, যুক্তি সাজিয়ে তারা এখানে এসে পৌঁছেছে। ভালোবাসা কম হলে পৌঁছানোটাও কঠিন বলে মনে হয়। একদিকে বাবা শুনতে পান যে, টাকার দাম পড়ে গেছে আর পরের বছরই শুনতে পান যে, অনেক পরিমাণ বিদেশী এসেছে। তো এটাই হলো সাহসিকতা। রাশিয়ার গ্রুপও তো এসেছে না? রাশিয়ার ভাই বোনেরা টিকিট কীভাবে জোগাড় করলো? এদের কাহিনী খুব ভালো, শোনার মতো। টিকিট কীভাবে জোগাড় করে তার কাহিনী শোনার মতো। এইসব তো হওয়ারই। কাগজই তো, পেপার তো, তাকে তোমরা ডলার বলো, পাউন্ড বলো, হলো তো পেপারই, তো পেপার কতদিন লাস্টিং করবে? সোনার মূল্য আছে, হীরের মূল্য আছে, পেপারের কী মূল্য? মানি ডাউন (টাকার দাম পড়ে যাওয়া) তো হতেই হবে। আর তোমাদের মানি হলো সবথেকে মূল্যবান। যেমন যশোর প্রথম দিকে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল না যে, ওম্ মন্ডলী হলো রিচেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সুতরাং এখনও যখন চতুর্দিকে এই স্থূল অস্থিরতার পরিবেশ তৈরী হবে, তখন তোমাদেরকে সংবাদপত্রে দিতে হবে না। তোমাদের কাছেই সংবাদদাতারা আসবে আর তারা নিজেরাই খবরের কাগজে লিখবে, টি. ভি. তে দেখাবে যে, ব্রহ্মাকুমারীজ আর রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কেননা তোমাদের চেহারা ঝলমল করবে, যা কিছুই হয়ে যাক না কেন। দিনে খাওয়ার জন্য রুটিও না পাওয়া গেলেও তোমাদের চেহারা ঝলমল করতে থাকবে। তো চতুর্দিকে থাকবে দুঃখ আর তোমরা আনন্দে নাচতে থাকবে। একেই বলা হয় কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। সেইজন্য বাপদাদা আজ বলছেন যে, ব্রাহ্মণ, যারা কিনা সৎ, ব্রাহ্মণ জীবনে শ্রেষ্ঠ জীবনের লক্ষ্য যাদের রয়েছে, তাদের বিশেষত্ব হলো প্রসন্নতা। কেউ যদি গালিও দেয়, তবুও তোমাদের চেহারায় দুঃখের ঢেউ যেন না আসে। প্রসন্নচিত্ত। গালি দিতে দিতেও ক্লান্ত হয়ে যাবে....এই রকম হওয়া সম্ভব? এই রকম নয় যে, সে এক ঘন্টা বললো, আমি কেবল এক সেকেন্ড বললাম। এক সেকেন্ডও যদি বলো বা ভাবো, চেহারায় অপ্রসন্নতা এলো তাহলে ফেল। এতখানি সহ্য করেছি তো না! এক ঘন্টা ধরে সহ্য করেছি, তারপর বেলুনের থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেলো। তো গ্যাস ওয়ালা বেলুন হয়ো না। আর তোমাদের কোন্ জিনিসটি চাই? বাবাকে পেয়ে গেছো, সব কিছু পেয়ে গেছো - গীত তো এটাই গাও তাই না? তো এই রকম টাইমে এই রকম এই রকম কথা স্মরণ করো তাহলে চেহারা বদলে যাবে না। এমনও নয় যে তার সামনে জোরে জোরে হাসতে শুরু করে দিলে, তাতে সে আরো বেশী রেগে আগুন হয়ে যাবে। প্রসন্নতা অর্থাৎ আত্মিক স্মিত হাসি। বাইরের নয়, আত্মিক। তো আজকের পার্ট কি ছিল? সদা অপ্রসন্নতা মুক্ত আর প্রসন্নতা যুক্ত, ডবল - বুঝেছো? আচ্ছা।

চতুর্দিকের বাপদাদার প্রেম স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে প্রসন্নতার থেকে মুক্ত করে থাকা তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদেরকে, সদা স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করা ভাগ্যবান আত্মাদেরকে, সদা বাবাকে প্রত্যক্ষ করবার উৎসাহ উদ্দীপনাতে থাকা দেশ-বিদেশ উভয়ের সকল বাচ্চাদেরকে, বাবাকে নিজের সুখবর লিখে জানানো, নিজের সেবার উদ্দীপনা রেখে থাকা বাবার সদা স্নেহী আর সমীপ বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- অখন্ড স্মৃতির দ্বারা বিদ্ব গুলিকে বিদায় দিয়ে থাকা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সঙ্গমযুগ হলো বিদ্বকে বিদায় দেওয়ার যুগ, যাকে অর্ধ কল্পের জন্য বিদায় দিয়েছে তাকে আর আসতে দিও না। সর্বদা স্মরণে রাখো আমি হলাম বিজয়ী রত্ন, মাস্টার সর্বশক্তিমান - এই স্মৃতি যদি অখন্ড থাকে তাহলে শক্তিশালী আত্মার সামনে মায়ার বিদ্ব আসতে পারবে না। বিদ্ব এলো আর তাকে দূর করলাম, তবে অখন্ড অটল বলা যাবে না, সেইজন্য সদা শব্দটির উপরে অ্যাটেনশন দাও। সর্বদা স্মরণে থাকলে সদা নির্বিদ্ব থাকবে আর বিজয়ের নাগাড়া বাজতে থাকবে।

স্লোগান:- ঈশ্বরীয় সেবাতে নিজেকে অফার করাই হলো বাপদাদার ধন্যবাদ (আফরিন) নেওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের দুয়ারে কেউ এলে তাকে কিছু না কিছু জ্ঞান ধন দান করতে হবে, প্রথমে ফর্ম ভরাও তারপর দু'জন বাবার পরিচয় দাও"

*প্রশ্ন:- জাদুকর বাবার কাছে কোন্ জাদু রয়েছে?

*উত্তর:- জাদুকর বাবার জাদু দেখো -- এত উচ্চ পিতা বলেন, আমি তোমাদের সেবার জন্য এসেছি, আমি তোমাদের সন্তানও হয়ে যাই। বাচ্চারা, তোমরা যখন আমার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাও তখন আবার আমি তোমাদের কাছে ২১ জন্মের জন্য বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। এও হলো ওয়ান্ডারফুল কথা। বাবা কত প্রেমপূর্বক তোমাদের পড়াশোনা করান। তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ করেন। তোমাদের কাছ থেকে কোনো ফি'জ (পারিশ্রমিক) ইত্যাদি নেন না। ওঁনাকে বলা হয় -- নিপুণ-বিনোদনকারী।

*গীত:- যে পিয়ার সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তম আর উত্তরাধিকার। যে প্রিয়তমের সঙ্গে থাকে তারজন্যই বর্ষণ হয়। কোন্ প্রকারের? একে জ্ঞান বর্ষণ বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানবর্ষণ কে করেন? জ্ঞানের সাগর। এখন এই গান যারা গেয়েছে অথবা তৈরী করেছে তারা তো কিছুই জানেনা। তোমরা হলে লাকি (সৌভাগ্যশালী) জ্ঞান নক্ষত্র। তোমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান হয়েছো, সে'জন্য তোমাদের জ্ঞান-নক্ষত্র বলা হয়ে থাকে। বাবার থেকে জ্ঞান গ্রহণ করছো। নলেজে সবসময় এইম অবজেক্ট থাকে। কিছু না কিছু প্রাপ্তির রাস্তা পাওয়া যায়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো অসীম জগতের বাবার দ্বারা অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমাদের কাছে কখনো কোনো নতুন জিজ্ঞাসু এলে তখন ফর্ম ভরতে ভয় পায়। তখন তাদেরকে বোঝাতে উচিত কারণ তারপরেও তোমাদের কাছে এসেছে তখন কোনো না কোনো বিচার (ভাবনাচিন্তা) মিলে যাওয়া উচিত। ওরা তো গরীব। তোমাদের কাছে তো অর্থটি আছে। হ্যাঁ, নশ্বরের অনুক্রমে কেউ পুরোপুরি পাশ হয়ে যায়, কেউ কম। এ হলো নেশা, আমাদের কাছে প্রচুর জ্ঞানরত্ন আছে। জ্ঞান-সাগর কোনো মহলে তো থাকেন না। ঝুপড়িতে থাকেন। ঝুপড়িতে থাকা পছন্দ করেন। যখন কেউ বলে যে আমরা ফর্ম ভরবো না, তখন বলা -- আচ্ছা, নিজের নাম তো লিখবে ! আমি বড় বোনকে দেখাবো যে অমুকে এসেছিল। কিছু বোঝবার জন্যই তো এসেছো। আচ্ছা, নিজের নাম লেখো, লৌকিক পিতারও নাম লিখতে হবে, তারপর বোঝাতে হবে -- দু'জন বাবা রয়েছেন। এক হলেন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা। যখন পিতা বলা তখন ওঁনার নাম তো লেখো। পরমপিতা যখন বলা তখন উনি হলেন সকলের পিতা। প্রত্যেকেরই লৌকিক এবং পারলৌকিক পিতা থাকে। ভক্তিমার্গে হয় দু'জন পিতা। সত্যযুগ-ত্রৈতায় লৌকিক পিতা তো থাকে, পারলৌকিকের নামও নেবে না। বাচ্চারা, এ'সব কথা তোমাদেরকে বুঝে তারপর বোঝাতে হবে। কত সহজ কথা বোঝানো হয়ে থাকে। যাঁকে গডফাদার বলা হয়ে থাকে -- উনি হলেন পরলোকের অধিবাসী। বুদ্ধিতে আসে -- অবশ্যই সত্যযুগ-ত্রৈতায় পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করি না। এখানে তো সকলেই স্মরণ করে। তাহলে বোঝাতে হবে লৌকিক বাবার নাম লেখো, এখন পারলৌকিক পিতারও নাম লেখো। সব জীব আত্মারা সেই পারলৌকিক পরমপিতাকে স্মরণ করে। তিনি হলেন অদ্বিতীয়। যেমন আত্মা হলো নিরাকার তেমনই তিনিও হলেন নিরাকার। ওঁনার তো কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর নেই। ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলতে পারা যায় না। লৌকিক পিতাকেও কখনো সর্বব্যাপী বলতে পারা যায় না। সর্বব্যাপী বললে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে কী? তাহলে পারলৌকিক পিতাকে সর্বব্যাপী কেন বলা? পারলৌকিক পিতাকে সকলে এত স্মরণ করে তাহলে অবশ্যই ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। রচয়িতার থেকে রচনার উত্তরাধিকার তো চাই, তাই না ! এ'রকম নতুন নতুন কথা বোঝালে তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। তোমরা অনুভবের দ্বারা বলা -- ওই বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার যুক্তি বলা হয়ে থাকে। ওই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তোমরা জানো ভারত জীবনমুক্ত ছিল, এখন হলো জীবনবন্ধ। দুঃখ থেকে লিবারেট করেন বাবা-ই।

এই ত্রিমূর্তি সহ লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অত্যন্ত ভালো। প্রত্যেকের কাছে থাকা উচিত। এর উপরে বোঝাও যে অবশ্যই এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিলেন, সত্যযুগের মালিক ছিলেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই পারলৌকিক পিতা, স্বর্গের রচয়িতাই দিতে পারবেন। কোনো ফর্ম নাও যদি ভরে তাহলেও কিন্তু এ'কথা লেখানো সহজ। দু'জন বাবা আছেন, দু'জনের থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা তাদের সন্তান ইত্যাদিদের জীবন কাহিনী তো নেই। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাকে ঝুড়ির মধ্যে করে নিয়ে গেছে, এই হয়েছে। আচ্ছা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ

রাজত্ব কোথা থেকে পেয়েছে ? অবশ্যই আদি সনাতন দেবী- দেবতাদের রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে প্রথম স্থানে হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদের এই স্বর্গের উত্তরাধিকার কে দিয়েছেন ? এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বসে রয়েছেন, এ হলো উত্তরাধিকার লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর বৃক্ষে নিয়ে এসো, এখানে তপস্যা করছে -- রাজযোগের। এর দ্বারাই এই লক্ষ্মীনারায়ণে পরিণত হন। এ'কথা বোঝানো কত সহজ। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভক্তদের বোঝানো অত্যন্ত সহজ। এখন ভিতরে কেউ এলে তখন কিছু না কিছু শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। তোমাদের মাধ্যমে এই গণিকা, ভীলনি (নিম্ন বর্ণের উপজাতি) ইত্যাদিদেরও উদ্ধার হবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখন সেই শক্তি নেই। বাবা বুঝিয়েছেন -- তোমরা নিজের স্বামীকেও ভুঁ-ভুঁ(স্তান দান) করতে থাকো। স্ত্রী নিজের স্বামীর কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারে -- তুমি নিজের লৌকিক পিতার নাম বলো। আচ্ছা, পারলৌকিক পিতার নাম বলো? যাঁকে তুমি প্রতিমূহুর্তে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করো অবশ্যই ওঁনার কাছ থেকে অধিক কিছু প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণকে স্মরণ করলে তো কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

বাবা এসে তোমাদের কতো সেবা করেন। না চাইতেই তোমাদের পড়ান। তিনি বলেন - এসো, তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাই। সকল মনোকামনা পূরণ করেন। নর-নারায়ণের চিত্রও রয়েছে, তাই না ! লক্ষ্মীর পূজা হয়। মনে করে লক্ষ্মীর থেকে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। এ'সব হলো ভক্তিমার্গের কথা। লক্ষ্মী(স্ত্রী) ধন কোথা থেকে নিয়ে আসবে? অবশ্যই তিনি স্বামীর থেকে পান। পূজারীরা তো এ'সব কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে। তোমরাও এখন বোঝো -- আগে আমরা কি করতাম ? কিছুই বুঝতাম না। এখন ভালোভাবে জেনে গেছি। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হয়, তখন সকালে তাঁকে দুধ পান করানো হয়, দোলনায় দোলানো হয়, রাতে আবার লুচি-ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। এখনই কি এত বড় হয়ে গেছে যে লুচি-ক্ষীর খাওয়ার মত উপযুক্ত হয়ে গেছে। এ'সব হলো বোঝার মতন কথা, তাই না ! তোমরা জানো এই রাধা-কৃষ্ণই আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। শিববাবা এঁাদের এই পদ দেন। শিবকে কখনো লুচি -ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ানো হয় না। ওঁনার উপর কেবল দুধ ঢালা হয়। এখন শিববাবা তো হলেন নিরাকার, যাঁর কোনো নাম-রূপ নেই, ওঁনার উপর দুধ ইত্যাদি ঢালার মানে কি? ওঁনাকে কিছুই খাওয়ানো হয় না। তিনি হলেন নিরাকার, তাই না! শ্রীকৃষ্ণের তো রুটি ইত্যাদি খাওয়ার জন্য মুখ রয়েছে। শিবের কাছে কিছুই দেওয়া হয় না। শঙ্করের কাছেও দেওয়া হয়, শিবের কাছে নয়। শঙ্করের তো তবুও আকারী রূপ আছে, তাই না ! দুজনেই তো এক হতে পারে না। বাবা এখন কত নলেজ দেন। এ হলো কত গুপ্ত কথা।

তোমরা গোপিকারা হলে শিববাবার। শিবকে আবার বালকও বলা হয়। এও শিববাবা জিজ্ঞাসা করে থাকেন, তোমরা শিবকে বালক কেন বানিয়েছো ? উত্তরাধিকার তো বালককে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমে যখন তোমরা বলিপ্রদত্ত হও তবেই শিববাবা বলিপ্রদত্ত হন। এও রয়েছে যে বাবা বাচ্চাদের উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যান কিন্তু বলেন, প্রথমে তোমাদের বলিপ্রদত্ত হতে হবে, তবেই আমি হবো। বলিপ্রদত্ত হওয়া অর্থাৎ ওঁনাকে নিজের সন্তান বানানো, ওঁনার পালনা করা। কত ওয়ান্ডারফুল কথা ! মাতারা রয়েছে, তাই না! পুরুষেরাও শিব-বালককে নিজের উত্তরাধিকারী করেন। শিববাবাকে জাদুকর বলা হয়ে থাকে, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণ জাদুকর নয়। এ হলো বড় গুপ্ত কথা, বিরলই কেউ বুঝতে পারে। অপরোক্ষ ভাবেও বলে দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমরা হলে অনুভাবী। বাবা সাক্ষাৎকার করেছেন, মাষ্টা কোনও সাক্ষাৎকার করেননি তবুও মাষ্টা সকলের আগে গেছেন। সকলের সাক্ষাৎকার তো হবে না। এমন তো অনেকের সাক্ষাৎকার হয়েছে, আজ তারা নেই। সাক্ষাৎকারের দ্বারা কোনো কানেকশন জোড়ে না। এ হলো ধারণ করা আর করানোর মিষ্টি কথা। জাদুকর(বাবা) হলেন নিপুণ বিনোদনকারী, তাই না ! জাদুকরেরা অতিব চতুর হন। কমলালেবু বের করে দেখায়, মাথা কেটে আবার জুড়ে দেয়। পূর্বে অনেক জাদু দেখানো হতো।

বাচ্চারা এখন জেনে গেছে বাবার মহিমা গায়ন করা হয়। তোমার লীলা অপার, তোমার গতি-মতি আলাদা। বাবা কত শ্রীমৎ দেন শ্রীমতের দ্বারা তোমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত করছেন। শ্রী শ্রী বলা হয় নিরাকার শিববাবাকে। লক্ষ্মীনারায়ণকে এমন শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন ? অবশ্যই ওঁনাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হবেন। বাবার থেকে আমরা এই বিদ্যা শিখে থাকি যে মানুষকে দেবতায় কিভাবে পরিণত করা যায়। এখন তোমরা সকল সীতা-রা রাবণের জেলে রয়েছে, শোক-বাটিকায় দুঃখ করছো। রাম-রাজ্যে কখনও শোক থাকে না। সেইজন্য যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না? আমরা হলাম আত্মা এ'কথাও মানে। জিজ্ঞাসা করো তোমাদের লৌকিক পিতার নাম কি ? পারলৌকিক পিতার নাম কি ? বাবাকে সর্বব্যপী তো বলবেন। বাবা মানে উত্তরাধিকার। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন তা রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে সেইজন্য বলা হয়ে থাকে -- মায়াতে জয় করতে পারলে জগৎকে জয় করতে পারবে (মায়া জীতে জগতজিৎ)। মায়ার উপরে বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। মন হলো

তুফানী ঘোড়া। ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে খুব। বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। তোমরা ঠিক আর ভুলকে বুঝতে পারো। তোমরা বোঝাতে পারো এখন এই দুনিয়া বদল হচ্ছে। অতি ভয়াবহ যুদ্ধ অবশ্যই লাগবে, তাতে সবকিছু বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যাদবেরা মুশলের দ্বারা নিজেদের যাদব কুলেরই বিনাশ করে। পাণ্ডব কুলের বিজয় হবে। কিন্তু দেখানো হয়েছে ৫ পাণ্ডব বেঁচে গেছে, তারাও পাহাড়ে গিয়ে গলে গিয়ে মারা গেছে। তারপর কি হয়েছে? কিছুই না। রাজযোগ শেখানো হয়েছে তাহলে কিছু তো বাঁচবে। প্রলয় খোড়াই হয়! এইসমস্ত কথা এখন তোমরা জানো। দেখানো হয়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ সাগরে পাতার উপরে ভেসে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ তো গর্ভ-মহলে আসে। গর্ভ জেলে দুঃখ থাকে। সাগর হলো গর্ভমহল। অতি আরামে বসে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই গীতার জ্ঞান, ভাগবত ইত্যাদি শুনে এসেছো, ভক্তিমার্গে ধাক্কা খেয়ে এসেছো, এখন বাবা তোমাদের এক সেকেন্ডে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। একে ভবিতব্য বলা হয়, কিন্তু কিসের ভবিতব্য? বলবে ডামার ভবিতব্য। পূর্ব নির্ধারিত ডামা, তাই না! মানুষ তো কেবল ভবিতব্য বলতে থাকে, বোঝে না কিছুই। সেজন্য যখন কেউ আসে সর্বপ্রথমে এটা বলো যে দুজন পিতা আছে। পারলৌকিক বাবা যিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি তো স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। এখন তো নরক। পুনরায় উত্তরাধিকার নিতে পারো। আমরাও অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই ভারত হলো ভগবানের জন্মভূমি। যেমন ইব্রাহিম, বুদ্ধ ইত্যাদিদের আপন জন্মভূমি রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো বাবা এসেছেন, উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে দয়ালু হতে হবে। যেকোনো কাউকে এ'কথা বোঝানো অতি সহজ। পারলৌকিক পিতার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক ফাদার একবারই আসেন। ওঁনাকে স্মরণের মাধ্যমে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। অতি সহজ। এমন এমন কথা ভালোভাবে ধারণ করো আর বোঝাও। দান করো। পারলৌকিক পিতা স্বর্গের রাজত্ব দেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়েছেন, তাই না! এই সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণের পিতা কে? আমি তোমাদেরকে বলছি, স্বর্গের স্থপতি ফাদার এখন তাদেরকে স্বর্গের রাজত্ব দিচ্ছেন। এছাড়া আশীর্বাদ দিয়ে কি করবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রাইট আর রং-কে(ঠিক আর ভুল) বুঝে বুদ্ধি বল এর দ্বারা মন-রূপী তুফানী ঘোড়াকে বশ করে মায়াজিৎ, জগতজিৎ হতে হবে। পরাজিত হওয়া চলবে না।

২) শিবকে বালক বানিয়ে ওঁনার পালনা করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে ওঁনাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হবে। ওঁনার কাছে সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা বিঘ্নগুলিকে সমাপ্তকারী বাবার সমান সমীপ রত্ন ভব বাচ্চাদের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে যে আমি বাবার সমান সমীপ রত্ন হয়ে সুপুত্র হওয়ার প্রমাণ দেবো -- এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই হলো উদ্ভূত কলার আধার। এই উৎসাহ অনেক প্রকারের আসন্ন বিঘ্নকে সমাপ্ত করে সম্পন্ন হতে সহায়তা করে। এই উৎসাহ-উদ্দীপনার শুদ্ধ এবং দৃঢ় সঞ্চল বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী শস্ত্র হয়ে যায়। সেইজন্য হৃদয়ে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার বা এই উদ্ভূত কলার সাধনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে।

স্লোগানঃ:- যেমন তপস্বী সদা আসনে বসে থাকে তেমনই তোমরাও একরস অবস্থার আসনে বিরাজমান থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের এক ফোঁটা হলো নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এই এক ফোঁটাতাই মুক্তি -
জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে"

*প্রশ্ন:- কোন পুরুষার্থের মধ্যে নিজের এবং অন্যদের উন্নতি সমাহিত রয়েছে?

*উত্তর:- ১ - স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, এর মধ্যেই নিজের এবং অন্যদের উন্নতিও লুকিয়ে আছে। তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণে বসো ঠিক যেন অন্যদেরও শান্তি প্রদান করে থাকো। ২ - নিজেদের মধ্যে দেহ-অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ ছেড়ে আত্মিক বার্তালাপ করলে উন্নতি হতে থাকবে। তোমাদের মধ্য দিয়েই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। যত প্রত্যক্ষ করাবে সবাইকে শান্তি আর সুখের পথ প্রদর্শন করাবে, ততই পুরস্কার প্রাপ্ত হবে।

গীত:- তুমি প্রেমের সাগর...

ওম্ শান্তি। মানুষ ভক্তি মার্গে এই গান গেয়ে এসেছে। তাঁর মহিমা করে এসেছে। মহিমা করেছে পরমপিতা পরমাত্মার। ভক্তি মার্গে অনেক প্রকারের প্রশস্তিও আছে, উৎসবও পালন করে, তারও প্রশস্তি আছে। কোনও মানুষ, সাধু-সন্ত ইত্যাদির মহিমা হতে পারে না। গীতও গায় - তিনি জ্ঞানের সাগর। এই জ্ঞানের এক ফোঁটাও যদি আমরা প্রাপ্ত করি তবে আমরা চলে যাব। কোথায় যাবে? মুক্তি বা জীবনমুক্তি ধামে। মহিমা হতেই থাকে কিন্তু তাঁর মহিমার কথা কেউ জানেনা। তোমরা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জান। দুই জন পিতার তাৎপর্যও তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে -- এক হলেন লৌকিক পিতা, তার কথা স্মরণে এলেই শরীর ধারণকারী পিতার কথাই মনে আসে। আত্মা শরীর প্রদানকারী পিতাকে মনে রাখে কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতাকে ভুলে যায়। এটাই হলো ভুল। আসলে তারা ভুলে যায়নি কিন্তু ভুল এটাই যে তারা বলে আত্মাই পরমাত্মা। এও বলে আমি জীব আত্মা। আমার আত্মাকে বিরক্ত করোনা। বিরক্ত আত্মাই তো হয় তাই না! আত্মা গর্ভজালে সাজা ভোগ করলে তার শরীরের দ্বারাও সেই দুঃখ অনুভূত হয়। সাক্ষাৎকারও স্থূল রূপে হবে, যখন আত্মা অনুভব করবে শরীরের দ্বারা আমি দুঃখ পাচ্ছি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে সর্ব প্রথম প্র্যাকটিস কর আমি আত্মা। দেহ - অভিমান থাকলেই সম্বন্ধ স্মরণে আসবে -- ইনি কাকা, মামা ইত্যাদি...। শরীর নেই যখন কোনও সম্বন্ধও নেই। এটাই আত্মার জ্ঞান। কাউকে মহান পরমাত্মা খোড়াই বলা যেতে পারে। কেউ শরীর ত্যাগ করে চলে গেলে তার আত্মাকে ডাকা হয়। কোনও অবস্থাতেই তাঁকে পরমাত্মা বলা যায় না। না, পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসেন না। তিনি তো জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে। আত্মা তো পুনর্জন্ম নিতেই থাকে। এটাও এখন বুঝে গেছ যে সর্ব প্রথম আত্মা হচ্ছে দেবী-দেবতাদের, ৮৪ জন্ম ভারতের জন্যই গায়ন আছে। এখন বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর সম্মুখেই বসে আছেন। পতিত -পাবনকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। বাবাকেই বলা হয় জ্ঞানেশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টি চক্রের আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান আছে। ঈশ্বর এসেই সৃষ্টি রচনা করেন, কারণ তাঁর মধ্যে রচনার জ্ঞান আছে। রচয়িতা বলা হয় যখন নিশ্চয়ই সৃষ্টি রচনা করেছিলেন, তবেই তো বলা হয়। রচয়িতা বাবাকে বলা হয়। বোন-ভাইকে রচয়িতা বলা হয়না। রচয়িতা সবসময় বাবাকেই বলা হয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে আমাদের সামনে এখন বাবা বসে আছেন। হতে পারে কেউ বিলেতে বসে আছে, বলবে বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু স্মরণ তো করবেই, তাই না! তোমাদেরও স্মরণ করতে হবে, কিন্তু লৌকিক সম্বন্ধদের সংস্পর্শে এসে পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যায় তাই বাবা বলেন উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাকটিস করো। আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা চলি। আত্মার জ্ঞান তো তোমাদের আছে। এটাও জান আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল। এমনটা বলা হয়না যে পরমাত্মারা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল... আত্মা আর পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে।

এখন বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। মানুষ বলে, তোমার এক বিন্দুও অনেক। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমরা আত্মাদের পিতা। ব্যস, একেই বলে জ্ঞান। এমন কথা বলার সাহস আর কারও হবে না যে, তোমরা সব আত্মাদের পিতা আমি, যাকে জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন বলা হয়। একথা বলতে আর কেউ আসবে না। বাবাই বলতে পারেন আমি তোমাদের পিতা। প্রকৃতপক্ষেই মহাভারত লড়াই সামনে অপেক্ষা করছে। যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে। সবকিছুই নির্ভর করছে তোমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করছ তার উপর। কারও পক্ষে ছবি দেখে বোঝা মুশকিল যতক্ষণ না টিচার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। স্কুলেও তো টিচারই বুঝিয়ে দেন -- এটা ইন্ডিয়া, ওটা লন্ডন। বুঝিয়ে না দিলে বুদ্ধিতে ধারণা হবে না। যদি ম্যাপে শুধু নাম থাকে তবে নামটাই জানবে। কিন্তু কোথায় আছে, কে সেখানে রাজ্য করছে কিছুই জানতে পারবে না।

এখানেও প্রতিটি জিনিস বোঝানোর আছে। আজকাল তো চমকপ্রদ কিছু প্রদর্শনী হবে তবেই মানুষ আসবে। এখন এখানে যারা আসবে তাদের ভালো করে বোঝাতে হবে। বাচ্চারা বোঝাবে ইনি জগৎ অম্বা, সবার মনোকামনা পূর্ণ করেন। কল্প বৃক্ষ এর নীচে দেখানো হয়েছে -- কামধেনু বসে আছে। সেইজন্য সাক্ষাৎ করতেও আসবে। জগৎ পিতা আছেন যখন নিশ্চয়ই জগতের মাও থাকবে, কিন্তু জগৎ অম্বা একজনকেই বলা হয়, কেননা কলস মাতাদেরই অর্পণ করা হয়েছে। প্রধান হলেন জগদম্বা এবং সাথে তাঁর সেনাও আছে। তোমরা বাচ্চারা এগজিভিশন করছ যখন ওখানে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বাচ্চা প্রয়োজন। বাবা বুঝিয়ে বলেছেন প্রধান বিষয়ই হলো বাবার পরিচয় দেওয়া। সর্বপ্রথম ওদের বোঝাও যে বাবা হলেন দু'জন। একজন তোমাদের লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতার কাছ থেকে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে জাগতিক সম্পদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছো, এখন অসীমিত উত্তরাধিকার গ্রহণ করো।

অনেক সময় চলে গেছে অল্প বাকি আছে। বিকর্মের বোঝা মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে। যোগ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হতে পারে। এ কোনও মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। এখনও পর্যন্ত কিছু না কিছু হিসেব-নিকেশ বাকি আছে তবেই তো এখনও ভুগতে হচ্ছে। কত পরিশ্রম করতে হবে। যদি দেহী-অভিমানী হতে পার তবে অনেক বিকর্ম বিনাশ করতে পারবে। মুশকিল তাই না! এটাই তোমরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করো যাতে পরে কেউ দোষারোপ করতে না পারে। তোমরা বলতে পারবে আমরা তো ঢাক-ঢোল বাজিয়েছি, সংবাদপত্রেও প্রচার করেছি। যতটা সম্ভব সবার নিমন্ত্রণ পাওয়া উচিত। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ করো। অনেক নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করো। সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দিল্লিতেই হতে পারে। দিল্লি হলো সারা ভারতের রাজধানী। ওখানে সব সংবাদপত্রের এজেন্টরা থাকে। সংবাদপত্র দ্বারাও প্রচার করতে হবে। লৌকিক বাবার কাছ থেকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো, এখন আবার পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে বর্ষা গ্রহণ করো। ওদের বলো যে বৈকুণ্ঠকে তোমরা স্মরণ করো সেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করার জন্য বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। প্রতিটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার কর -- শিববাবার বার্থ প্লেস হলো ভারত। সবাইকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র বাবা। সুতরাং সবচেয়ে বড়ো তীর্থ পরমপিতা পরমাত্মা পতিত - পাবনের হলো তাই না! কিন্তু এটা কেউ জানে না। ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম, বুদ্ধ প্রত্যেকেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিম জন্মে আছে। ক্রিস্টিয়ান মানুষ নিজেরাই বলে ক্রাইস্ট এখানেই অন্য রূপে আছে। ক্রিস্টিয়ানরাও সৃষ্টিকর্তা বৃক্ষকে মানে। নয়তো এত আত্মা কোথা থেকে আসে। নিশ্চয়ই সেকশন আছে যেখান থেকে আসে। হিন্দুর পুনরাবৃত্তি অবশ্যই হবে। এই বৃক্ষ বড়ো সুন্দর কিন্তু এর মূল্য বাচ্চাদের কাছে নম্বর অনুসারে আছে।

বাচ্চারা অন্যদের বোঝানোর জন্য প্রদর্শনী ইত্যাদি করে থাকে। এখানে কোনও আর্টের শো করা উচিত নয়। আর্ট গ্যালারিতে তো ব্যর্থ চিত্র প্রদর্শিত হয়। মনে করে এটাই আর্ট। দেবতাদের পাতলা কোমর ইত্যাদি কেমন কেমন সব চিত্র তৈরি করে। ওখানে (সত্য যুগ) তো দেবতাদের ন্যাচারাল সৌন্দর্য থাকে। এই সময় তো ৫ ত্বয়ই তমোপ্রধান। সত্য যুগে ৫ ত্বয়ই সতোপ্রধান থাকে। কৃষ্ণ ফর্সা আবার শ্যাম বলে গায়ন আছে। ওখানে শরীরের জন্য কিছুই করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে দেখা কতো যত্ন নিতে হয়। ওখানে বৃদ্ধ বয়সেও দাঁত ইত্যাদি সব মজবুত থাকে। যখন দাঁত ভেঙে যায় তখন বিকৃত লাগে। ওখানে তো ফার্স্টক্লাস ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে। প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু কেউ হয়না। এখানে দেখা তো কত প্রতিবন্ধী, পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তোমরা এমনই একটা পরিস্থানের মালিক হতে যাচ্ছে। একজন মুসাফির এসেই পরিস্থানে নিয়ে যান। তোমরা মুসাফির এখানে পার্ট বাজাতে বাজাতে পতিত হয়ে যাও, আত্মাও কালো হয়ে যায়। বাবা তো চির সুন্দর, তাই তাঁর মধ্যে কোনও খাদ পড়েনা। আমি তো খাঁটি শোনা, তাই সবাই আমাকে ডাকে। চির পবিত্র যে তাঁকেই ডেকে বলে -- বাবা এসো, আমাকেও তোমার মতো করে গড়ে তোলো। তোমরা চির পবিত্র তো হতে পারবে না। সতোপ্রধানের মধ্যে সবাইকেই আসতে হবে, কিন্তু নম্বর অনুসারে। নাটকে কুশীলবরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। কেউ হিরো-হিরোইনের পার্ট করে আর তারা উপার্জনও বেশি করে। এখন তো গভর্নমেন্টও উপার্জনের উপর ট্যাক্স বসায়। বলা হয় : কারো সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে কারো সম্পদ সরকার নিয়ে নেবে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের নামে ব্যবহৃত অর্থই উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার হবে, কেননা যে বাবার সহযোগী হবে সে-ই সেফ থাকবে। তোমাদের তো ওখানে প্রচুর সম্পদ থাকবে। কত সোনা, হীরে জহরত ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু তোমাদের সেসবের প্রতি কোনও উদ্বেগ থাকবে না। খোড়াই তোমাদের কাছ থেকে কেউ লুট করে নিয়ে যাবে? হীরে, সোনা ইত্যাদির নতুন-নতুন খনি পাবে। হীরে পাথরের মতো পথে পড়ে থাকবে। সব তোমরা পাবে। যেমন ইটের বাড়ি তৈরি হয়, ওখানে তেমনই সোনার মহল তৈরি হবে। ধনবান প্রজারাও সোনার মহল তৈরি করবে। যিনি দাতা তিনিও সোনার মহল তৈরি করবেন। বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলেন। তিনি কখনওই এমন বলেন না যে না খেতে পেয়ে মরে যাও। সন্তানাদি ঘর, পরিবারকেও সামলাতে হবে, তাদের দুঃখ

দিওনা । না থাইয়ে মেরে ফেলোনা । দয়াশীল হতে হবে । মানুষ কত দুঃখী । তোমরা জান যখন দুর্ভিক্ষ হবে কত মানুষ দুঃখী হয়ে পড়বে । গ্রাহি-গ্রাহি করবে, তারপরই জয়জয়কার হবে । সব আত্মারা তখন সুখ ভোগ করবে । বাবা হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা । সুখ হলো দুই প্রকার -- এক শান্তিধামে থাকা আর অপরটি হলো সুখধামে থাকা । সুখধামে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি। যখন মানুষ দুঃখী হয়ে পড়ে, আমার পাটও ঐ সময় শুরু হয়, তাই আমার নাম দুখ হর্তা, সুখ কর্তা, সবার শান্তি দাতা, সুখদাতা ।

তোমরা জানো যে বাবার সাথে সহযোগী হয়ে আমরাও সবাইকে শান্তি প্রদান করি । যত স্মরণে থাকবে ততই অন্যদের দান করতে পারবে । নলেজ দেওয়াই হয় সুখের জন্য। সুতরাং বাচ্চাদেরই মাতা-পিতাকে নিজের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাতে পারবে, সুখ শান্তির মার্গ অনেককে বলে দিতে পারবে ততই পুরস্কার প্রাপ্তি হবে । বাবা তোমাদের কত নতুন দুনিয়ার নতুন নতুন কথা শোনান । পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া দুটোরই সাক্ষাৎকার করান । বাবা আরও সাক্ষাৎকার করাবেন কিন্তু যারা বাবার প্রকৃত বাচ্চা হবে । স্বচ্ছ পবিত্র বাচ্চারাই ঈশ্বরের প্রিয় হয় । তোমরা অনেক কিছু দেখবে যেমন শুরুতে দেখিয়েছিলাম, আবার শেষেও দেখবে । কত রকমের প্রোগ্রাম তোমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তোমরা সাক্ষাৎকারও করেছিলে । তোমরা কত সুন্দর সুসজ্জিত ছিলে, মুকুট পরিহিত ছিলে । আবারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেসব দেখবে । বলা হয়ে থাকে শিকারি প্রার্থনা করে হত্যা করে সুখ পাওয়ার জন্য । সেই সময় পার্টিশন মৃত্যুর প্রার্থনা ছিল । তোমাদের কোনও ব্যাপারে কোনও উদ্বেগ ছিল না । তোমরা তো যেন জীবিত থেকেও মৃত ছিলে । তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা পরিশ্রম করো, পুরুষার্থ করো যে আমরা আত্মা । একে অপরের সাথে আত্মিক স্থিতিতে কথাবার্তা বল । দেহ - অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ শেষ । যারা আশ্চর্যজনক ভাবে পলায়ন করবে তারা এইসব দেখবে না । অতীত তোমরা দেখেছ আর নতুন যা কিছু হবে তাও তোমরা দেখতে পাবে । সুতরাং পরিশ্রম করো । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা খুব স্নেহ করেন । আদরের বাচ্চারা কতো ভালবাসা পায় । যে ভালো সার্ভিস করবে সে বাবার ভালবাসাও পাবে উচ্চ পদও প্রাপ্তি হবে । ভুলে যেওনা । আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন । স্বর্গের উত্তরাধিকারী করে তুলছেন । দৈবী গুণ সম্পন্ন হতে হবে । আগে তো সবার মধ্যেই আসুরি গুণ ছিল । এখন বাবা সামনে এসে বসেছেন, যাঁর কাছ থেকে বর্ষা প্রাপ্ত হয়, ঔঁনার প্রতিই ভালবাসা থাকা উচিত । দালালের প্রতি নয় । দালাল তো থাকে মাঝখানে । তোমাদের চুক্তি তো একজনের সাথেই । সুতরাং বাবাকে স্মরণ করো । দেহ - অভিমানকে ত্যাগ করো । আমার এক বাবা, দ্বিতীয় আর কোনও দেহধারী যেন স্মরণে না আসে । এখানে বাবা এসেছেন পুরানো বুটে (জুতো) । বাবা বলেন আমি এই বুট লোন নিয়েছি । কল্প পূর্বে এই কথা বলেছিলাম, এখনও আবার বলছি । আজকের দিনেই তোমাদের বুঝিয়েছিলাম আবারও বোঝাচ্ছি । বোঝার জন্য কত বড় বুদ্ধির প্রয়োজন । লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম নম্বর হয়েছেন, নিশ্চয়ই ভালো প্রালব্ধ প্রাপ্তি করেছিলেন । এ হলো গডফাদারের মুক্তিসেনা। সারা দুনিয়াকে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদানকারী মুক্তিসেনা । সবার সঙ্গতি দাতা হলেন রাম । সমগ্র বিশ্বকেই মুক্তি দিতে হবে । আত্মা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সাথে সমগ্র বিশ্বকে শান্তির দান দিতে হবে । বাবার মতো দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা হতে হবে ।

২) এক বাবার প্রতিই সম্পূর্ণ ভালোবাসা রাখতে হবে । নিজেদের মধ্যে দেহ-অভিমানের বার্তালাপ করা উচিত নয় । আত্মিক বার্তালাপ করতে হবে ।

বরদানঃ:- সাহসের সঙ্কল্পের দ্বারা মায়াকে ভীরা বানিয়ে দেওয়া সাহসী আত্মা ভব
যে বাচ্চারা এক বল এক ভরসায় থাকে, সাহসের সঙ্কল্প করে যে আমাকে বিজয়ী হতেই হবে, তো সেই সাহসী বাচ্চাদের বাবার সাহায্য সবসময় অনুভব হয়। সাহসিকতার জন্য সাহায্যের পাত্র হয়ে যায়। সাহসের সঙ্কল্পের সামনে মায়া সাহসহীন হয়ে যায়। যে দুর্বল সঙ্কল্প করে যে কি জানি হবে কি হবে না, আমি করতে পারব কিনা, এমন সঙ্কল্পই মায়াকে আহ্বান করে। সেইজন্যই সবসময় উৎসাহ-উদ্বীপনা সম্পন্ন সাহসী সঙ্কল্প করো, তবেই বলা হবে সাহসী আত্মা।

স্নোগানঃ:- নির্মাণচিহ্নের সিংহাসনে বসে, দায়িত্বের মুকুট ধারণ করাই হলো শ্রেষ্ঠত্ব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কালেরও কাল মহাকাল এসেছেন তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাই স্মরণের দ্বারা বিকর্মের বোঝা শেষ করো, নিজের দেহের প্রতি মোহ ত্যাগ করো"

প্রশ্নঃ - ভক্তের কোন্ প্রার্থনা ভগবান শুনে নিলে ভক্ত খুশীর বদলে দুঃখ অনুভব করে?

*উত্তরঃ - ভক্তের উপরে যখন দুঃখ আসে তখন বলে - হে ভগবান, আমাকে এই দুঃখের দুনিয়ার থেকে নিয়ে চলো, এই পতিত দুনিয়ায় আমার দরকার নেই। কিন্তু যখন বাবা সেই প্রার্থনা শুনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন তখন ভক্তরা চোখের জল ফেলে। ডাক্তারকে বলে এমন ওষুধ দিন যাতে সুস্থ হয়ে যাই।

*গীতঃ- দূরদেশের নিবাসী...

ওম শান্তি । দূরদেশে বাবাও থাকেন আর তোমরা বাচ্চারাও থাকো। এখন বাবা এখানে কেন এসেছেন? বাবাকে কেন স্মরণ করা হয় - হে ভগবান এসো, এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো? এ কথা আত্মা বলে নিজের ঘরে - মুক্তি ধামে নিয়ে চলো। এর অর্থ হল আত্মারা কালের কাল মহাকালের আহ্বান করছে। ভক্তি-মার্গে আহ্বান করে, কিন্তু বোঝে না, আমরা কার আহ্বান করি। আমাদের এই পতিত দুনিয়ার সম্বন্ধ গুলির থেকে মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চলো, আমাদের এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারপরে কোনও আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন কত দুঃখী হয়, হা হতাশ করে। একদিকে আহ্বান করে - বাবা, এসে আমাদের এখান থেকে নিয়ে চলো, এই শরীর থেকে মুক্ত করো। কিন্তু যখন মুক্ত করা হয় তখন কাঁদতে থাকে চিৎকার করতে থাকে। ভক্তিমার্গে আহ্বান করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী আছে। সে তো একজনের আত্মাকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবিত্রী নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন শরীরের প্রতি মোহ থাকে বলে আত্মা শরীর ত্যাগ করতে চায়না। ডাক্তারকে বলে এমন ওষুধ দিতে যাতে সুস্থ হয়ে যায়। আমরা শরীর ত্যাগ করতে চাইনা। আবার সাথে সাথে এমনও বলে - ভগবান এসো, এসে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। ওয়ান্ডারফুল বিষয়! তাই না ! এখন তোমরা খুশী মনে ফিরে যাও। মানুষের তো দুনিয়ায় আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মোহ থাকে। বাবা এখন জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের কি আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে মুক্ত করব ? মুক্ত তো করব, তোমরা আত্মীয় পরিজনদেরকে স্মরণ করার থেকে প্রথমে মুক্ত হও। শেষ সময়ে যদি সন্তান ইত্যাদিদেরকে স্মরণ করবে তো আবার এমন জন্ম-ই হবে। বাবা বলেন আত্মারা আমি তোমাদের এই শরীর থেকে আলাদা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব তখন তোমরা আত্মীয় পরিজনকে স্মরণ করবেনা তো ? শেষ সময়ে এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। পুনর্জন্ম নিয়ে তো আবার এখানে আসতে হবেনা তাই দেহ সহ সবাইকে ভুলে যাও। আমি তোমাদের পিতা, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। যতক্ষণ না তোমরা পবিত্র হবে ততক্ষণ তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। এখন আত্মারা, আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি কিন্তু তোমাদের উপরে বিকর্মের অনেক বোঝা আছে। এই কথাটি আত্মাদের বলছেন। বাবা এসেছেন পরমধাম থেকে, অন্যের দেশে। আপন দেশ স্বর্গ যা উনি স্থাপন করেন, সেখানে তো ওঁনার আসার নেই। এখানে তোমরা দুঃখে আহ্বান করো, আমাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে সকল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে খুশী মনে চলো বা রাগে অভিমানে। ফিরে যেতে তো হবেই। অসীম জগতের পিতা কালেরও কাল মহাকাল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। অর্থাৎ সব মানুষের বিনাশ করতে আসেন। যেমন স্বামী- স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কত কান্নাকাটি করে। তখন বলে আমাকে নিয়ে চলো, আমার আর কিছু চাইনা। কিন্তু তোমরা পতিত, তোমাদের নিয়ে যাওয়া যাবেনা তাই পবিত্র করতে এসেছি। পবিত্র তখন হবে যখন নিজেকে অশরীরী ভাববে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাবে। আমি পিতা, একমাত্র আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যুক্তি তো খুব ভালোই প্রদান করি - প্রতি কল্পে-কল্পে। তোমরা জানো এই সব শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। হোলিকা দহনে সুতোতে হোলিকার উপরে বরদান ছিল যে তার ওড়নাতে আগুন লাগবে না (কিন্তু তার ওড়না উড়ে যায়)। তেমনই আত্মায় আগুন লাগেনা। যদিও এই দুনিয়াটিতে আগুন লাগবে। সব শরীর জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে এবং আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আত্মাদের শুদ্ধ হতে হলে নিরন্তর দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আত্মা ভেবে বাবার সাথে যোগ যুক্ত হতে হবে। যেমন সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম বা তত্ত্বের সাথে যোগ যুক্ত হয়, তারা বলে আমরা তত্ত্বে বিলীন হয়ে যাবো। তত্ত্বের সাথে বুদ্ধির যোগ লেগে যায়। এমন তো নয় শরীর ত্যাগ করে। তারা ভাবে তত্ত্বের সঙ্গে বা ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবো, তাই আমরা তাদের ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী বলি। তত্ত্বের জ্ঞান আছে।

তোমাদের জ্ঞান আছে আমরা আত্মারা তেবে বাস করি। তারা ভাবে আমরা সেই তেবে বিলীন হয়ে যাব। যদি বলা হয় আমরা সেখানে বাস করব, তাও কথাটা ঠিক হয়। আত্মা তো বিলীন হয়না। জল বিন্দু বা বুদ্ধদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা তো ভুল। জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। অবিনাশী আত্মায় সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে যা কখনও বিনাশ হতে পারেনা। সন্ন্যাসী বিকারের সন্ন্যাস করে, তবুও ফিরে কেউ যায়না, এখানেই পুনর্জন্ম হয়। বুদ্ধি হতেই থাকে। সবাইকে সতঃ, রজঃ, তমঃ থেকে পার করতে হবে। ড্রামায় এইসব ফিক্সড আছে। এখন তো দেখো কত রকমের অসুখ আছে যা প্রথমে ছিলনা। ড্রামায় এইসব কিছু ফিক্সড রয়েছে। তোমরা, বাচ্চারা জানো - বাবা এসেছেন সব আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা বলে - বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো। মুক্তি-জীবনমুক্তি তো সবাইকে পেতে হবে। কিন্তু সবাই সত্যযুগে আসতে পারবেনা। যে যেইসময়ে আসে, সেই সময়ে সেই ধর্মে পুনরায় আসতে হবে। তোমরা জানো অমুক ধর্ম, অমুক সময়ে আসে। বাবাও কল্প পূর্বের ন্যায় এসেছেন, এত আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই ধরিত্রী উর্বর করতে কতো সার চাই। নতুন দুনিয়ারও সার চাই, তাইনা ! অতএব সব মানুষ, পশু ইত্যাদি শেষ হয়ে সার হয়ে যাবে, সেসব সত্যযুগে ভালো ফল দেয়, যা তোমরা বাচ্চারা সাফাংকারও করেছে।

তোমরা, বাচ্চারা জানো - বাবা হলেন কালেরও কাল মহাকাল। সবাই বলে - বাবা, আমরা খুশী মনে তোমার সাথে ফিরে যাই, আমাদের নিয়ে চলো। আমাদের এখানে অনেক দুঃখ। এটা হলো দুঃখদায়ী দুনিয়া। দুঃখ ধামে একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। অপার দুঃখ এখানে। এখন তোমাদের সুখের জগতে নিয়ে যেতে এসেছি। এখন একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করলে বর্ষা প্রাপ্ত করবে। তা নাহলে রাজত্বের বর্ষা সম্পূর্ণ পাবেনা, প্রজা পদ পাবে। বাবা এসে রাজত্বের সুখ দেন, অন্য কোনো ধর্ম স্থাপক রাজধানী স্থাপন করে না। ইনি তো রাজধানী স্থাপন করছেন গুপ্ত বেশে। কেউ জানেনা যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়েছিল ? শরীরধারী দেবতারা কোথা থেকে এসেছিলেন? অসুখ ছিল কলিযুগে। অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধ কখনও হয়নি। কোনো লড়াইয়ের কথা নেই, কোনো বিকারের কাটারী চলেনি। তাহলে যুদ্ধ কেন দেখানো হয়েছে? সেই কারণেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। সৃষ্টি তো সেটাই আছে শুধুমাত্র সময় বদলেছে। এ হল অসীম জগতের দিন, অসীম জগতের রাত। সত্যযুগ-এতাকে দিন বলা হয়, সেখানে তো লড়াইয়ের ব্যাপার নেই। কিন্তু সেই রাজধানী তাঁরা কিভাবে পেয়েছে? কলিযুগে তো রাজধানী হয়না। বাচ্চারা বলে - বাবা, ওয়ান্ডারফুল আপনার স্থাপনার কর্তব্য! এত বাচ্চাদের সুখী করেন। যদিও নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুযায়ী উঁচু পদের অধিকারী হতে পারে। তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছর পরে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। যতই কেউ প্রভু, কেউ গড বলুক, তিনি তো হলেন বাবা তাই না ! বাবা সম্বোধন কত সুন্দর ! ঈশ্বর হলেন আমাদের বাবা। শুধুমাত্র প্রভু বলে ডাকলে অতো আনন্দ হবেনা। গড বললে সর্বব্যাপী ভেবে নেয়। ফাদার বললে সর্বব্যাপী ভাবতে পারবে না। এখন তোমরা আত্মারা শুনছো। বুঝতে পারছো আমাদের বাবা এসেছেন, আমাদের যোগের দ্বারা পবিত্র করছেন। সুতরাং পিতা, শিক্ষক, সদগুরুকে স্মরণ করতে হবে। এখানে বাচ্চাদের সম্মুখে থাকার অনুভব হয়। আমরা হলাম আত্মা, এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করি। বাবা আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। আমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করি। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে ফিরে যাবো। ভালো ভালো সন্ন্যাসী এমনই বসে বসে শরীর ত্যাগ করে। তারা ভাবে আমরা আত্মারা গিয়ে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবো। সবাই মোক্ষ বা মুক্তির জন্যই পুরুষার্থ করে কারণ সংসারে অনেক দুঃখ, তাই মোক্ষ বা মুক্তি চায়। তারা এই কথা জানেনা যে দুনিয়ার চক্র ঘুরছে। আমাদের এই পার্ট অবশ্যই অবিনাশী হওয়া উচিত।

তোমাদের বুদ্ধি জিনের মতন হওয়া উচিত। জিনের গল্পে বলা হয় না - আমাকে কাজ দাও, নাহলে খেয়ে নেবো। তখন তাকে কাজ দেওয়া হল - সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো আর নামো। তোমাদেরও বাবা বলেন আমার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও, নাহলে মায়া রূপী জিন গ্রাস করবে। মায়া হলো জিন, যোগ লাগাতে দেয়না। ভালো ভালো বাহাদুর বাচ্চাদেরও মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। তোমরা জানো - বাবা শেখাতে এসেছেন। বলেন - বাচ্চারা, এখন সম্মুখে এসেছি, এখন আমাকে স্মরণ করো, নাহলে মায়া জিন গ্রাস করবে। এই কাজ দেওয়া হয় তোমাদের কল্যাণের জন্য। তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে শরীরের বোধ ত্যাগ করতে হবে। সন্ন্যাসী অর্থাৎ দেহ সহ সম্পূর্ণ সন্ন্যাস। যদিও নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। তোমরা জানো জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা বাবা আমাদের সেই দেবী-দেবতায় পরিণত করছেন। রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এ হল রাজযোগ। এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। পাণ্ডব এত রাজযোগ শিখেছে তাতে কি হয়েছে? ব্যস, পাহাড়ে গিয়ে গলে মরেছে? তাহলে কিভাবে জানা যাবে যে রাজত্ব স্থাপন হয়েছে কিভাবে? এখন এইসব কথা তোমরা বুঝতে পারো। বাবা বলেন এখন আমাকে স্মরণ করো আর ট্রাস্টি রূপে গ্রীমৎ অনুসারে চলো। প্রতিটি কথায় পরামর্শ নিতে থাকো। বাচ্চাদের বিয়ে দেবে, বারণ খোড়াই করা যাবে। প্রত্যেকের হিসাবপত্র হলো আলাদা। বাচ্চারা যে যেরকম হয় তাদের হিসাবের খাতা দেখে পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি বলে বাচ্চাদের বিয়ে দিতে হবে তা দাও। তোমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তো বাড়ি তৈরি

করতে চাও, তো করো। কোনো বারণ নেই। বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে বাচ্চাদের বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করো, হিসেবপত্র মেটাও।

এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে, কে ভালো পদের অধিকারী হবে। কত কঠিন। এর জন্যে দূরদৃষ্টি বুদ্ধি চাই। রাজস্ব প্রাপ্ত করা - কোনো কম কথা নয় ! দায়দায়িত্ব যা কিছু আছে মিটিয়ে ফেলো, সন্তানাদিদের হিসেব মিটিয়ে নাও। কারোর সঙ্গে হিসেব আছে, ঋণ আছে তো প্রথমে মেটাও। এইসব বিষয়ও ভালো করে বুঝতে হবে। কন্যাদের কোনো দায় দায়িত্বের বোঝা থাকে না। ক্রিয়েটরকে সব কাজ শেষ করতে হয়। তারপরেই বাবা উত্তরাধিকারী করতে পারবেন। মায়া খুব ভালো রকম পরীক্ষা করবে। কিন্তু তোমরা এই কথাও বোঝো যে বাবা তো হলেন খুব মিষ্টি। সবাইকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এমন বাবার সাথে ভালোবাসা থাকা উচিত। কতো মিষ্টি যে। সত্যযুগে অপার সুখ আছে তাই স্বর্গকে সবাই স্মরণ করে। কেউ মরলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। নামটাও কত মিষ্টি ! যা কিছু পাস্ট বা অতীতে হয়ে যায় ভক্তিমাগে সেসবের খ্যাতি থাকে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় এমন কথা হয়না। সুতরাং বাবা জিনদেরকে কাজ দিয়েছেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমায় স্মরণ করো, তা নাহলে মায়া রূপী জিন তোমাদের গ্রাস করবে। স্মরণ করতে হবে। আত্মা নিশ্চয় করে পিতাকে স্মরণ করতে হবে। হ্যাঁ, শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম তো করতেই হবে। ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহের জন্যে চাই কারণ তোমরা হলে কর্ম যোগী। তারপরে তোমরা পুরুষার্থ করো। ৮ ঘন্টা সময় নিজের পুরুষার্থের জন্যেও বের করো। নিজেকে এমন ভাবো - আমরা বাবার আপন হয়েছি। এই শরীর টি তো হল পুরানো, এর প্রতি মমত্ব মিটে যাবে। মিটে-মিটে, স্মরণ করতে-করতে যদি কারো মমত্ব থেকে যায় তাহলে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবেনা। বিশ্বের মালিক হতে পরিশ্রম চাই।

বাবা এসেছেন দুঃখ ধাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে, তাই ওঁনাকে লিবারেটর, গাইড, পতিত-পাবন বলা হয়। পান্ডা-ও হলেন তিনি। বোঝাতে হবে রাবণ রাজ্যের বিনাশ ও রামরাজ্যের স্থাপনা করতে বাবাকে আসতে হয়। তিনি-ই শান্তির স্থাপনা করেন, ওঁনার সাহায্যকারীদের শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। শান্তি স্থাপন করেন যিনি, তিনি শান্তিপূর্ণ রাজ্য প্রদান করেন। তিনি হলেন মোস্ট বিলাভেড বাবা যিনি আমাদের কল্প কল্প বর্ষা প্রদান করেন, শ্রীমৎ অনুসারে যত চলবে ততো শ্রেষ্ঠ হবে। তোমরা জানো আমরা শ্রী শ্রী-এর কাছে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণে পরিণত হই। ২১ জন্মের জন্যে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর। আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে কর্ম বন্ধন সমাপ্ত করতে হবে। কোনও হিসাবপত্র বা ঋণ থাকলে সেসব মিটিয়ে হাল্কা হয়ে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হয়ে ফিরে যেতে হবে।

২) কর্মযোগী হয়ে কর্মও করতে হবে, তার সাথে সাথে ৮ ঘন্টা নিজের পুরুষার্থে দিতে হবে। সবার প্রতি মমত্ব অবশ্যই মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ:- প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত হয়ে সেবার ধুনে থাকা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন ভব
যে বাচ্চারা প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত রয়েছে তাদের সহযোগের দ্বারা সেবার বৃক্ষ ফলীভূত হয়ে যায়। তাদের সহযোগই বৃক্ষের জন্য বারিধারা হয়ে যায়। জল পেলে যেমন গাছের ফলন ভালো হয়, সেই রকমই শ্রেষ্ঠ সহযোগী আত্মাদের সহযোগের দ্বারা বৃক্ষ ফলীভূত হয়ে থাকে। এই রকম সেবার ধুনে সর্বদা যারা থাকে, প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত হয়ে চলতে থাকা বাচ্চারা বাপদাদার সিংহাসনাসীন হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- কম থেকে কম সময়ের মধ্যে সংকল্প গুলির মোর ঘুরিয়ে নেওয়া আর ব্রেক লাগানোর যুক্তি শিখে নাও, তবে বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থ যেতে পারবে না।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার প্রতি লভ (প্রেম) ও রিগার্ড (সম্মান) থাকলে বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতেই থাকবে, মায়ার মরচে দূর হতে থাকবে"

*প্রশ্ন:- এই চৈতন্য বাগানে অনেক ফুল ফোটে-ই না, কুঁড়ি হয়েই থেকে যায় - কেন?

*উত্তর:- কারণ পুরুষার্থে অলসতা, স্মরণের সময়ে তারা নিদ্রিত থাকে। ঘুমিয়ে তারা নিজের সময় নষ্ট করে। যে ঘুমায় সে হারায়। বন্ধ কুঁড়ি থেকে যায়। সদা গোলাপের ফুল হল তারা, যারা হল দেবী-দেবতা ধর্মের অলরাউন্ড পার্টধারী।

*গীত:- এই সময় চলে যাচ্ছে,....

ওম শান্তি। এই কথাটি কে বোঝাচ্ছেন? অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। অসীম জগতের ঘড়িতে এখন কিছু সময় বাকি আছে বা কিছু মিনিট। ঘন্টা নেই, শুধু কিছু মিনিট আছে। যারা সেন্সিবল বাচ্চা, তারা জানে; নম্বর অনুযায়ী তো আছে তাই না! গোলাপের ফুলও নম্বর অনুযায়ী হয়। এখানেও গোলাপের ফুল আছে কিন্তু কেউ কেউ আছে বন্ধ কুঁড়ি রূপে, কেউ আছে আধ ফোটা কুঁড়ি। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম তো হল সদা গোলাপ সম, সদা অলরাউন্ড পার্টধারী। তোমরা হলে সকল ধর্মের মধ্যে সর্বোচ্চ ধর্মের সদা গোলাপ স্বরূপ। অন্য ধর্মের মানুষ হল নম্বর অনুসারে কেউ চাঁপা, কেউ চামেলী, কেউ টগর, কেউ ধুতরা ফুল। এ হল সর্ব ধর্মের বাগান। কন্যারা জানে সর্বোচ্চ ধর্ম হল দেবী-দেবতাদের। যখন সীজন থাকে না তখন কুঁড়ি থাকে না, ফুলও থাকেনা। (বাবা আজ বাগান থেকে গোলাপের একটি বড় ফুল, একটি ছোট ফুল, একটি আধ ফোটা ফুল, একটি কুঁড়ি, একটি বন্ধ কুঁড়ি, একটি সদ্যোজাত কুঁড়ি এমন বিভিন্ন রকমের গোলাপ এনে সন্দলি অর্থাৎ বসার আসনের পাশে রাখলেন) এখন দেখো, কুঁড়ি কোনোটা সদ্যোজাত, কোনোটা আধ ফোটা আছে। কেউ ফুল, কেউ বন্ধ কুঁড়ি। কেউ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, একেবারে ফোটেই না। এমনই হয় তাই তো! তাই বাবা বলেন পুরুষার্থের অভ্যাসে অলস হয়তো না। কুঁড়িই থেকে যাবে তাহলে। কেউ আধ ফোটা হয়ে থেকে যায়, নম্বর অনুসারে। বোঝা যায় কে কি পদ প্রাপ্ত করবে? সময় খুব কম। ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা বদল হবে না। যুক্তি দিয়ে এমন তৈরি হয় যাতে প্রমাণ থাকে। এখান থেকে কাঁটা আরম্ভ হয়ে এখন এইখানে পৌঁছেছে। জিরো থেকে আরম্ভ হয়ে বারো তে এসে ঠেকেছে। সুতরাং এই চক্রে সর্বপ্রথম দেবী-দেবতা ধর্ম এসেছে, এখন হল অন্তিম সময়। বাবা যখন আসেন তখন থেকে গোনা হয়।

তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, সময় নষ্ট করো না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যত স্মরণ করবে ততো বিকর্ম বিনাশ হবে। বিকর্ম তো সবাই করতে থাকে। এমন কেউ ভেবো না যে আমার বিকর্ম হয়না। এত অহংকার যেন কারো না থাকে। বিকর্ম তো গুপ্ত রূপে অনেক হয়। সেই দিকেও অনেক খেয়াল রাখতে হবে। এই ঘড়ি দেখে তোমরা সময় জানতেই পার। মানুষ তো ভাবে কলিযুগ এখন শিশু। একেবারেই ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে তারা। এখন তোমাদের মৃত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। যে ঘুমায় সে হারায়। অর্থাৎ স্মরণ করার সময় নষ্ট করবেনা, তা নাহলে মৃতবৎ থেকে যাবে। কেউ তো কুঁড়ি রূপে থেকে যায়। ঝড়ে ভালো ভালো কুঁড়ি ঝরে যায়। ফুলও ঝরে পড়ে, কুঁড়িও ঝরে যায়। তারপরে কাঁটা হয়েই রয়ে যায়। দৈবী বংশে তো আসবে, কিন্তু প্রজা পদে। তোমরা হলেই গোলাপ গাছের ফুল, কিন্তু তাতেই খুশী হয়ে থেকো না। যদিও মানুষ বলে অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু কি স্বরূপ হয়েছে? এরও কারণ আছে তাইনা। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝতে পারে, যে যত বাবার অতি সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে সে তত অতি প্রিয়ও হবে। এ তো খুব কমন কথা। সুপুত্র, আশুকারী, সং সন্তানরা মাতা-পিতার প্রিয় সন্তান হয়। মায়া বাচ্চাদের একেবারে অ-সং বানিয়ে দেয়। বোধটুকুও থাকেনা যে আমার দ্বারা বিরাট গাফিলতি হচ্ছে। বাবা বলেন যে করবে সে পাবেই। এমন বিকর্ম করবেনা যে সাজা ভোগ করতে হয়। কেউ বিকর্মের সাজা এখানেই ভোগ করে। কর্মভোগ দ্বারা। গর্ভজেলও হল একপ্রকারের কর্মভোগ। খুব সাবধানী হয়ে এসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে, মায়া খুব শয়তান, তাই অতি প্রিয় বাবাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা উচিত। যেমন লৌকিক পিতা নিজের সন্তানদের চেনেন তেমনই পারলৌকিক পিতাও প্রত্যেকটি সন্তানকে চেনেন। বাবা নিজে বসে বলেন - আমি একমাত্র এই (ব্রহ্মা বাবার) দেহেই আসি। বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক। ঝাড় (কল্প বৃক্ষের) বৃদ্ধি হয়। ভগবানের সামনে ভক্তদের ভিড় হবেই। শিবের মন্দিরে এত ভিড় হয়না। এখানে তো তোমরা বোঝো যে কত ভিড় হবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হবে। এইসব কথা বুঝতে বুদ্ধি বিশাল হওয়া

উচিত। যথাযথভাবে ভক্তরা যে এত ভক্তি করে, তাদের সামনে স্বয়ং ভগবান এলে কত ভিড় হবে।

তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু ঘরে থাকলে তাও ভুলে যায়। এ এমনই বিচিত্র কথা যে সঙ্গে থেকেও বিস্মৃতি হয়। এতখানি লভ (ভালোবাসা) ও রিগার্ড (সম্মান) থাকে না। মরচে ধরা সূঁচ চুস্বককে আকৃষ্ট করতে পারেনা। যোগ এবং জ্ঞান থাকলে তবেই মরচে দূর হবে, তাতেও পরমাত্মার আশীর্বাদও থাকা চাই তাই না! মায়ার মরচে লেগে আছে, কোনো জিনিসে মরচে থাকলে কেরোসিন তেল ঢালা হয়। আত্মারা তোমাদেরও যোগের দ্বারা মরচে দূর হয়। আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, ফুল হয়ে দেখাও। সেই সময় শীঘ্র আসবে যখন তোমরা কারো সামনে বসলেই তাদের সাক্ষাৎকার হবে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয়েছে। ডাইরেকশন দেওয়া হয় - যাও বি.কে. দের কাছে যাও। ব্রহ্মাও বসে আছেন, ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও বসে আছে। ভবিষ্যতে অনেকের সাক্ষাৎকার হবে। বাবা সাক্ষাৎকার করান তোমরা ওখানে যাও, আমি এখানে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছি, এর দ্বারা তোমরা এই পদমর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারো। এ হল সেকেন্ডের ব্যাপার। "মন্মুনাভব"। আমাকে স্মরণ করো - তাহলে তোমরা সূর্যবংশী হবে। সেখানে হল দৈবী বংশী আর এখানে হল অসুর বংশী। কত ভালোভাবে বোঝান হয়। কোনো জিনিস মিহি করতে ভালো করে পিষতে হয়, তাই না ! বাড়ি তৈরির সময় ফাউন্ডেশন পাকা করতে কতো পরিশ্রম করা হয়। বাবাও বলেন যতখানি সম্ভব আমাকে স্মরণ করো। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এইরকম নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলা উচিত। প্রথমে নিজের ভিতরে চিন্তা করে তারপরে কথা বলা উচিত - বোঝানোর জন্য, তোমাদের তা করতে হবে।

এখন বাচ্চারা এগজিভিশনে (প্রদর্শনীতে) কতো পরিশ্রম করে। এ সবই হলো বোঝানোর জন্য। শুধু স্লোগান বললে কেউ বুঝবেনা। বাবা বসে বোঝান দেবী-দেবতারা কিভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন? রাজযোগের শিক্ষা কে দিয়েছিলেন? ভগবানুবাচ - আমি রাজযোগ শেখাই, বলি আমাকে স্মরণ করো। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এখন প্রদর্শনীতে বাচ্চাদেরও ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। মেডিটেশন বিষয়টিও বোঝাতে হবে। আমরাও মেডিটেশন করি। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করে বাবার সঙ্গে চিটচ্যাট করা হয়। যেমন কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার হলে বুদ্ধিতে কথাটা থাকে আজ অমুকের কাছে যেতে হবে। যেই মাত্র তোমরা কোনো প্রোগ্রাম পাও, তোমাদের বুদ্ধি দৌড়াতে থাকবে। সময় যত কাছে আসবে, তত বুঝবে এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মনেও এই কথা থাকা উচিত - ব্যস্, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। এই পুরানো দেহ রূপী বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। শিবপুরী যেতে হবে। এই রাবণপুরী ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়া হল খুবই নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন আমরা সঙ্গমে বসে আছি। এ হল আয়রন এজেড শরীর। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করতে থাকলে আত্মারা তোমাদের শিবপুরী নিয়ে যাবো। কৃষ্ণকে তো নিয়ে যাবনা। সুতরাং এইসবই হল বোঝানোর কথা।

এখন বাবা বলেন আমি শিববাবা, আমাকে স্মরণ করো। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো। তোমাদের শিবপুরীতে আসতে হবে, তারপরে বিষ্ণুপুরীতে যাবে। এ কথা বোঝানো তো সহজ তাই না ! শিবপুরী (মুক্তি) থেকে বিষ্ণুপুরীতে (জীবনমুক্তিতে) যেতে হবে। সকলের পিতা হলেন একমাত্র বাবা। মুখ্য এই কথাটি বোঝাতে হবে। বাকি যতই স্লোগান ইত্যাদি তৈরি কর, তাতে কেবল খরচই হয়। চিত্র তো সবই তোমাদের কাছে আছে। করাচিতে তোমাদের কাছে কতজন আসতো ! বিশাল মাঠে টেবিল চেয়ার রাখা হত। যারা আসতো তাদের বসে বোঝানো হত। আগে তো এত জ্ঞান ছিলনা। এখন তো খুব সহজ জ্ঞান অর্জন করেছে। বাবাকেও চিনেছ। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ঔনার আদেশ হল - আমাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করো। চিত্র দেখিয়ে বোঝাও। আগে তো বোঝানোর সময় শুনতে শুনতে অনেকে ধ্যান মগ্ন হয়ে যেত। সেই সময় তোমরা ছোট ছোট কুঁড়ি ছিলে। বাবার জাদুকরী ছিল। রসিতে টান দিতেন। এখন তো খুব বোঝানোর প্রয়োজন আছে। আজকাল মানুষও খুব খারাপ। ফর্ম না ভরালে পেশা জানা যাবেনা। যেমন সেই শিক্ষকেরা শিক্ষা দিয়ে থাকে ব্যারিস্টারি ইত্যাদির, তাই না ! এই অসীম জগতের পিতা হলেন সর্বোচ্চ শিক্ষক। ঐ শিক্ষক কেবল ব্যারিস্টার তৈরি করবে। মাঝখানে দেহত্যাগ করলে ব্যারিস্টারি শিক্ষা শেষ। এমন তো নয় অন্য জন্মেও এই শিক্ষা চলবে। এখানে তোমরা যা কিছু কর সেসব সঙ্গে নিয়ে যাও। আত্মায় সংস্কার ভরা থাকে কিনা। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চার কর্মেন্দ্রিয় ছোট থাকে তাই কথা বলতে পারেনা। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু করতে পারেনা কিন্তু সংস্কার তো সঙ্গে নিয়ে যায় তাই না ! এ হল অবিদ্যার জ্ঞান, বড় হয়ে আবার এই জ্ঞানে আসবে। সেই আত্মা আবার নিশ্চয়ই আসবে। যেখানেই হোক কল্যাণ করবে। নিজের মাতা-পিতাকেও এই দিকে টেনে আনবে। যদিও সে ছোট বাচ্চা তবুও মাঝা-বাবাকে দেখে ভালোবাসা টান দেবে। অর্গান বা কর্মেন্দ্রিয় ছোট হওয়ার কারণে কথা বলবেনা। কিন্তু ভালোবাসা অনুভব করবে সম-জন্মদের (সমবয়সী) প্রতি।

সুতরাং এই জ্ঞান হ'ল খুবই বিচিত্র, রমণীয় ও সিম্পল। কেউ তো এমনও আছে কাঁটার কাঁটা-ই থেকে যায়। সত্যযুগ হল গোলাপের ঝাড়। এখন তো সব কাঁটা। তার মধ্যে কেউ কুঁড়িতে পরিণত হচ্ছে। সদা গোলাপ তো আছে তাতেও আছে নম্বর অনুযায়ী। প্রজাতেও আসবে তাইনা। কুঁড়ি রূপে পরিণত হয়ে নিস্বেজ হয়ে শেষ হওয়া, এরকম কোনো পড়াশোনা হল না। কুঁড়ি রয়ে গেলে প্রজায় চলে যাবে। যারা ফুল হবে তারা রাজত্ব করবে। বাবা বাগানে যান বাচ্চাদের বোঝানোর জন্যে, ফুলও নিয়ে যান। যদি এখন পুরুষার্থ করে ফুলে পরিণত না হয় তবে খুব আফসোস হবে। এক তো মাথায় বিকর্মের বোঝা আছে, তারপরে যদি সাজা খেয়ে প্রজা পদ প্রাপ্ত হয় তাহলে কি লাভ হল? এই কথা তো বুঝতে পারো যে আমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে কে কি পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে? মনে মনে কথাটা থাকবে যে এই আত্মা কি পড়ছে, কি পদ প্রাপ্ত করবে? ভালো পড়াশোনা যে করবে সে অন্তরে ভালোবাসতে থাকবে। বুঝবে, রাজত্ব আসবে। ভবিষ্যতে তোমরা সাক্ষাৎকার করবে। যারা পড়বেনা তারা আফসোস করবে। খুব কম সময় আছে। তখন আর কতটাই-বা পড়ে আত্মসাৎ করতে পারবে। বাবা বলেন সন্তান হয়ে যদি বিকর্ম করবে তবে একশত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। হাজতবাসী চোরদের এইরকম পেশা হয়ে যায় - সাজা ভোগ করা, জেলে যাওয়া।

এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ উঁচু থেকে উঁচু মহারাজা-মহারানী রূপে সূর্যবংশী হওয়ার। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যারা পলায়ন করবে তাদের কি অবস্থা হবে! বাবা কত সহজ করে বোঝান কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বুঝবেনা তো উপায় প্রদানকারীর কি করণীয় থাকে? বাবা তো বলেন ফুলে পরিণত হও, বাবাকে ভুলে যেও না। এমন বাবার হাত কখনও ছাড়বে না। মায়া অজগর গ্রাস করবে। এমন গাফিলতি করবে না যে রাজ্য ভাগ্য হারাতে হয়। তারপর কল্প কল্পান্তর এমন চলন দেখতে পাবে যেমন এখন দেখছ। কারো চলন সতাপ্রধান, কারো রজঃ, কারো তমঃ। ভালো বাচ্চাদের কড়া গ্রহণ লেগে যায়। অন্তরে কালিমা, বাইরে ফর্সা উজ্জ্বল। গাফিলতি থাকলে আত্মা অন্তরে কালো হয়ে যাবে। ছায়া কালো হয়, তাই বাবা বলেন এক কান দিয়ে শুনে, অপর দিয়ে বের করে দাও, ইভিল কথার জন্যে কান বন্ধ করে দাও। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) সর্বদা বিকর্ম বিনাশ করার কর্মে মগ্ন থাকতে হবে। কোনও রকম বিকর্ম যেন এখন না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে।

২) মায়ার গ্রহণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ইভিল কথায় কান বন্ধ করে নিতে হবে। নিজের আচার আচরণ সতাপ্রধান বানাতে হবে। ভিতরে বাইরে পরিষ্কার/স্বচ্ছ থাকতে হবে।

বরদানঃ:- ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লিসফুল জীবনের সাক্ষাৎকার করিয়ে সকলের ব্লেসিংস্ এর পাত্র ভব
ব্যালেন্স হলো সবথেকে বড় কলা। স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স থাকলে ব্লেসিংস্ মিলতেই থাকবে। প্রতিটি বিষয়ের ব্যালেন্সের দ্বারা সহজেই নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে। ব্যালেন্সই অনেক আত্মাদেরকে এরপর ব্লিসফুল জীবনের সাক্ষাৎকার করাবে। ব্যালেন্সকে সর্বদা স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করতে থাকো, তবে নিজেও এগিয়ে যেতে থাকবে আর অন্য আত্মাদেরকেও অগ্রচালিত করবে।

স্লোগানঃ:- মহাবীর সে যে সকল কঠিন বিষয়কেই সহজ করে নিয়ে, পাহাড়কে সর্ষে বা তুলো বানিয়ে দেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে অনেক অনেক সুরক্ষিত করতে হবে, কেননা সঙ্গদোষে এলেই উল্টো (ভুল) কাজ হয়ে যায়, বাবাকে স্মরণ করতেও ভুলে যায়"

*প্রশ্নঃ - কোন্ স্বভাবের আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজের অবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো?

*উত্তরঃ - যদি কোনো ভুলও হয়ে যায়, বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়ারও বিশিষ্টতা থাকা চাই। বাবাকে বলা উচিত, আই অ্যাম সরি। এতে সামান্যতমও দেহ - ভাব যেন না আসে, এতে অবস্থার উন্নতি হবে। চড়তি কলার আধার হলো - বাবার প্রতি স্বচ্ছ হৃদয়। কখনোই নিজেকে আমি সব জানি (মিঞা মিটু) মনে করবে না। ভুল প্রত্যেকেরই হতে পারে কেননা এখানো কেউই পরিপূর্ণ হয়নি।

*গীতঃ- আমাদের সেই দিশায় চলতে হবে...

ওম্ শান্তি। কিছু তো বলতেই হয়, সেই হিসাবে "ওম্ শান্তি" বলা ভালো। আত্মাকে নিজের প্রকৃত স্বধর্মের কথা বলতেই হয়। বাবাও বলেন যে, আমি শান্ত। শান্তির দেশে থাকি। তোমরাও প্রকৃতপক্ষে আত্মা। তোমাদের স্বধর্মও শান্ত। সমস্ত দুনিয়া শান্তি শান্তি করছে, কিন্তু শান্তি কাকে বলা হয়, এ কথা কেউই জানে না। তারা মনে করে, এই লড়াই - ঝগড়া যা চলছে, তা যেন শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে শান্তি তো কোনো কাজেরই নয়। ঘরে স্ত্রী - পুরুষ থাকে, কেউ ঝগড়া করে, কেউ আবার ঝগড়া করে না। এখন এ কি কোনো শান্তি হলো? শান্তি হলো অন্য জিনিস। শান্তি তো আত্মার স্বধর্ম। এমনিতে বাবার স্বধর্মও হলো শান্ত। আত্মাদের বাবা কে? পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর ধর্ম কি? তাঁর ধর্মও হলো শান্ত। পরমপিতা পরমাত্মা শান্তির দেশে থাকেন। আমরাও সেই শান্তির দেশে থাকি। কেউ এলেই তাকে বলা - তোমাদের স্বধর্ম তো শান্ত। তোমরা প্রকৃতপক্ষে সেখানকার বাসিন্দা, তোমরা এখানে এসেছো ভূমিকা পালন করতে। শরীরের দ্বারা এই ভূমিকা পালন তো করতেই হবে। বাস্তবে, শান্তির জন্য জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই। আত্মা তার নিজের স্বধর্ম জানে। আত্মা যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন রাত্রে অশরীরী হয়ে শান্ত হয়ে যায়। রাত্রে কতো স্নান পরিবেশ থাকে। সকাল হলেই আওয়াজ শুরু হয়ে যায়। এ হলো হৃদের রাত আর দিন। এখন তো হলো বেহৃদের দিন আর রাত। আত্মা ৮৪ জন্ম অভিনয় করে শান্ত হয়ে যায়, তাই বলে যে এখন শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। বাবাও বলেন, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। সুখধামে বসে খোড়াই স্মরণ করা হয়। স্মরণ করা হয় দুঃখধামে, অশান্তিধামে। তাই বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, এরপর তোমাদের জন্য শান্তিও থাকবে আর সুখও থাকবে।

বাবা বলেন, আমি হলাম পান্ডা, আমি তোমাদেরকে প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যেতে এসেছি। শান্তিধামের পান্ডা একজনই হয়, তাঁর অনেক সন্তান তৈরী হয়। একজনকে দিয়ে তো আর কাজ হবে না। কতো বড় সেনা। সকলের মুখ শান্তিধামের দিকে। সে হলো অনেক দূরের ধাম। বদ্রীনাথ, অমরনাথের যাত্রা দূরের কিছু নয়। এখানে যাওয়া তো খুবই সহজ। আচ্ছা বলা, মূল বতন, সূক্ষ্ম বতনে যাওয়া সহজ নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়া সহজ? সূক্ষ্ম বতন, মূল বতন কাছে নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথ কাছাকাছি? দেখতে গেলে তো মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন অনেক দূর কিন্তু সেখানে যেতে দেবী লাগে না, এক সেকেন্ডের কথা। তোমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করো। ওই শরীরের যাত্রা তো নতুন কোনো কথা নয়। অর্ধেক কল্প ওই যাত্রা করে এসেছো। এই আত্মিক যাত্রা তোমাদের একমাত্র বাবা এসেই করান। তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা। তোমাদের তো রাস্তা বলে দিতে হবে। তোমরা মন্দিরে গিয়েও বোঝাও, এই দেবী - দেবতার কবে রাজত্ব করতেন, এঁদের এমন পূজ্য কে বানিয়েছিলেন? তোমরা জানো যে, আমরা পূজ্য ছিলাম, আবার পূজারী হয়েছি। তাহলে পূজারীর দরজা তো কম হলো। পূজ্য হলো উঁচু। বাবা পূজ্য বানান। তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো, এখন এই পূজো ছেড়ে আবার পূজ্য হতে হবে। মায়ারও অনেক বিঘ্ন আসে। অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয়। অন্য যাত্রায় যেতে অথবা মন্দিরে, অন্য সংসঙ্গে যেতে কেউ বাঁধা দেয় না। এখানে পূজারী থেকে পূজ্য হতে মায়া কতো হয়রান করে। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যেতে থাকে। অনেকেই কামের গর্তে পড়ে যায়। বাবা বলেন, নোংরা বস্ত্র হয়ো না। এর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। সবথেকে খারাপ হলো কাম চিত্তায় বসা, বিষয় সাগরে ধাক্কা খাওয়া। বাবা বলেন - বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু, তাই কখনোই বিকারে যাওয়ার সঙ্কল্পও করো না, এতেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়। এমন ভেবো না যে, এখানে যারাই আসে, তাদের বুদ্ধি থেকে বিষ দূর হয়ে যায়। কেউ কেউ এমনও আছে, যাদের একে অপরকে দেখলে ভিতরে

তুফান চলে খারাপ হওয়ার জন্য। বাবা বলেন যে, কখনোই খারাপ হয়ো না, কারোর পিছু নিও না। কখনো বিকারে যাওয়ার পুরুষার্থ করো না। বাবা তোমাদের এর থেকে বাঁচাতে থাকেন। নিজেকে রক্ষা করার আবার বিকারে পড়ে যাওয়ার কতো যুদ্ধ চলতে থাকে। মায়া কতো ঝড় তোলে। কতো ভালো, বিশ্বাসী, আশ্বেকাবী, সেবা পরায়ণ বাচ্চা ছিলো, মায়া এমন থাপ্পড় মারলো যে একদম শেষ হয়ে গেলো, মৃত্যুতুল্য হয়ে গেলো, এও ড্রামা। মায়া তোমাদের খারাপ করে দেয়। অর্ধেক কল্প মায়া তোমাদেরকে দুঃখ দেয়, বাবা নয়। মানুষ অকারণেই দোষ ধরে যে ঈশ্বরই দুঃখ এবং সুখ দেয়। মানুষ ঈশ্বরকে কিন্তু বাবা মনে করে না। পরমাত্মা কিভাবে কাকে দুঃখ দেবেন? পরমাত্মাই যদি দুঃখ দেন তাহলে মানুষ তো একে অপরকে অনেক বেশী দুঃখ দেবে। বাবা বোঝান যে, তোমরাই নিজের জন্য এমন কর্ম তৈরী করো। সঙ্গদোষে গিয়েও উল্টো কর্ম করে ফেলো। বাবাকে ভুলে যাও। এ তো সাধারণ হয়ে গেলো, তাই না। তো বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা তো ভালো শিক্ষাই দেবেন কিন্তু বাচ্চারা তা ভুলে যায়। বাবা বোঝান যে, যোগই সম্পূর্ণ হয় নি। এমন মনে করো না যে ভাষণ দিলেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পণ্ডিতের এক গল্প ছিলো - অন্যদের বলতো রাম - রাম বললেই নদী পার হয়ে যাবে, কিন্তু নিজেই পার হতে পারলো না। বললো, নৌকা নিয়ে আসো তবে যেতে পারবো। যা নিজে বলতো, তাই করতে পারলো না। কেবল বললেই হবে না করতে হবে। বলা, করা আর থাকা সব যেন এক হয়, তাই বাবাকে ভুলে যেও না। বাবা তোমাদেরকে নির্ভুল করেন। বাবা বলেন যে, যে কোনো ভুল হয়ে গেলে, বাবার কাছে এসে মাফ চাও - আমি দুঃখিত। মনে করো, শিববাবা বলছেন, এ তোমাদের ভুল। আচ্ছা, বাবা আমরা ক্ষমা চাইছি। ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যেও এমন স্বভাব থাকে না। এতো বড় ভুল করলে, মাফ তো চাও। নিজের অনেক চালাক মনে করে। পাপ করলে ক্ষমা চাওয়া উচিত। না হলে এর বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবার সঙ্গে খুব সুন্দর বুদ্ধিযোগ রাখা চাই। ভাষণ তো খুব সুন্দর করে কিন্তু কেউই এখানে সম্পূর্ণ হয়নি। অন্ত পৰ্যন্ত পড়তে আর সামলাতে থাকবে। মানুষ বলে - বাবা, আমার এই ভুল হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করুন। হে দয়ালু, ক্ষমা করুন। ভক্তিমার্গে মানুষ সারাদিন ক্ষমা - ক্ষমা করতে থাকে। বাবাকে বলে, ক্ষমা করো। ধর্মরাজকে দিয়ে দণ্ড দিও না। এইজন্য খুব সাবধান থাকা দরকার। এমন ভেবো না যে, আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি, তা নয়। অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা অশুদ্ধ স্বপ্ন অনেক আসে। বাবার স্মরণই স্থির হয় না। তোমরা চালাকি করো না। অন্তিম সময় ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। এখন তো গ্রহণ লেগেছে। তোমাদের সেই অবস্থা আসবে। এখানে বসে বসে উড়তে থাকবে। আত্মার টান অনুভব হয়, কেননা কল্পের পরিশ্রান্ত, তাই শীঘ্রতা আসে যে, শীঘ্রই যাবো কিন্তু যোগ্য তো হতে হবে। কেউ তো এখানেই ঘুরতে - ফিরতে, গয়নাগাটি ইত্যাদি পরে খুশী হয়ে যায়, আবার দুঃখী হয়ে যায় তখন বলে - আমরা অকারণেই বাবাকে ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, আবার সাহস করো, কিছু তো শেখো। অপকারীদের প্রতিও উপকার করতে হবে। আবার এমনও নয় যে আরো মাথা খারাপ করে দিলে। মায়া ফেলে দেয় আর বাবা ভুলে ধরেন। লক্ষ্য হলো উঁচু আর এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের যাত্রা। পুরুষার্থ করতে সময় লাগে। লক্ষ্য তো খুবই সহজ। এক সেকেণ্ডেই তোমরা জীবনমুক্তির অধিকারী হয়ে যাও। একবার বাবা বলে আবার কেন ভুলে যাও? খুব ভালো - ভালো বাচ্চারাও ভুলে যায়। তখন আরো ডিস্ সার্ভিস হয়ে যায়। সার্ভিসও যেমন গুপ্ত, ডিস্ সার্ভিসও তেমন গুপ্ত। দুনিয়া কি জানবে? কারোর মধ্যে কোনো ভূতের প্রবেশ ঘটলে বা অশুদ্ধ সোল প্রবেশ করলে সেও ক্ষতি করে দেয়। মায়াবী সোল প্রবেশ করে নেয়। যদিও তোমাদের জ্ঞান আছে তবুও কেউই এখন পরিপূর্ণ নয়। কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে তাই ভয় থাকা উচিত। আমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। শ্রীমতে যদি না চলো, কোনো ব্রষ্ট কাজ করলে পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে আর সাজাও অনেক থাকে। এখানে খুব কড়া কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তাই কর্মজীবিত অবস্থার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বাবার সাথে খুবই স্বচ্ছ থাকতে হবে। সকলেরই কানেকশন শিববাবার সাথে। সব সেন্টারই শিববাবার। তোমাদের সেন্টার আবার কোথা থেকে এলো? তোমরা হলে শিববাবার। এই বিশ্ববিদ্যালয় তো বাবার। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই সেন্টার আমার - এমন খেয়াল এসেছে কি মরেছে। এমন আমার আমার করতে করতে কতো নেমে যায়। সবকিছুই তো শিববাবার। তোমরা বলো যে - এই তন - মন - ধন সবই আপনার। তখন বাবাও বলেন - স্বর্গের রাজস্ব সব তোমাদের। তোমরা কতো যৌতুক পাও। তোমরা কি দাও? মৃত্যুর পূর্বে যেমন ডোমকে (করনীঘোরকে) দিয়ে দেওয়া হয়। বেঁচে থেকে দান করে যায়। দেখে যে - কোনো আশা নেই, তখন দান - পুণ্য করায়। বাবাও বলেন যে - বাচ্চারা, বেঁচে থেকেই করে যাও, এ তো পুরানো শরীর। তোমরা আত্মারা হলে আমার। এই শরীর এখন ভূমিকা পালন করতে করতে পুরানো হয়ে গেছে। এখন তোমরা আবার আমার হও, তাহলে তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই শুদ্ধ হবে। দুইই একত্রে স্বচ্ছ হতে থাকে। আত্মা যা অপবিত্র হয়েছে, তাকে শুদ্ধ বানাতে হবে। আমার সাথে যোগ লাগালে তা শুদ্ধ হবে। যোগ রাখলে চড়তি কলা হবে, যোগ না রাখলে কলা কম হয়ে যাবে। সেবার শখ থাকা উচিত। জিপ্তেস করা উচিত নয় যে, আমি কি সেবায় যাবো? বাবা মনে করবেন যে, তাহলে শখ নেই। মন - বচন এবং কর্মে সেবার শখ থাকা চাই। মনের দ্বারা না পারলে বাণী বা কর্মের কোনো না কোনো সেবায় লেগে যাওয়া উচিত, তাহলে তার পরিবর্তে তোমরা কিছু পাবে। নিজে থেকে যে

করে, সে হলো দেবতা, বললে করে, সে হলো মানুষ আর বললেও যে করে না, সে কোনো কাজের নয়। যত সেবা করবে, ততই ফল পাবে।

শিববাবা জিজ্ঞেস করেন - বাচ্চারা, আমার কি হাত আছে? এই শরীরে তো শিববাবা বসে আছেন। চিঠি তো লেখে। ষাঁড়ের উপরে থোড়াই সারাদিন বসে থাকবেন। ষাঁড় যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার চোখে জল এসে যায়। এখানে তো চোখে জল আসার কোনো কথাই নেই। এনার তো সেবা করতেই হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, আমাকে স্মরণ করো। এ কথা শিববাবাই বলেন, এনার আত্মাও তা শোনেন। এ তো সম্পূর্ণ সহজ। অসীম জগতের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাবা আসেন স্বর্গের স্থাপনা আর নরকের বিনাশ করাতে। মহাভারতের যুদ্ধও সামনেই। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরাও আছে। তোমরা জানো যে, এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বাবা এখন নিতে এসেছেন। আমাদের মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে। বাবাকে স্মরণ না করলে মহারাজা - মহারানী হতে পারবে না। এ তো রাজযোগ নাকি প্রজাযোগ। যোগ সম্পূর্ণ লাগাও না, তাই প্রজাতে চলে যাও। তোমরা বলো -- বাবা আমরা সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো। তাহলে সেবার শখ থাকা চাই। তোমরা লিখে জিজ্ঞেস করতে পারো -- এই সময় আমাদের যদি দেহত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি হবো? পরিপূর্ণ তো অন্তিম সময়ে হবো। এখন তোমরা অপূর্ণ। নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করতে হবে - আমরা বাবার সেবায় কতটা আছি? আমরা কতটা আশ্রয়কারী আর কতটা বিশ্বাসী? সেবার জন্য আমরা কতটা ছটফট করি যে, কাউকে গিয়ে জীবনদান করি? বেচারি খুবই দুঃখী। এই একজনই সন্ন্যাসী - যিনি শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন। ওই গুরুরা নিজেদের জগৎ পিতা, জগৎ শিক্ষক বলতে পারে না, কেবল জগৎ গুরু বলেন। এই জগতের বাবা, টিচার, গুরু হলেন একজনই। তোমরা জানো যে, বাবা যখন এসেছেন, তখন বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। দেহ - ভাব থাকা ভালো নয়। দেহী - অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের শরীর নিরোগী হয়ে যাবে। ওখানে তো পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পদ আছে। সেখানে অগাধ সম্পদ রয়েছে। এখানে তো দেখো পেটের জন্য কতো মহামারী। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সত্যিকারের যাত্রা করতে হবে আর করাতে হবে। বুদ্ধিযোগের অনেক অনেক সুরক্ষা করতে হবে। নিজের উপরে খুব নজর রাখতে হবে।

২) বাবার সাথে সৎ/স্বচ্ছ থাকতে হবে। কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বেঁচে থাকতে থাকতেই সবকিছু বাবাকে দিয়ে সফল করে নিতে হবে।

বরদান:- নিজের আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা সেবা করে থাকা নিরন্তর যোগী নিরন্তর সেবাধারী ভব সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমি হলম বাবাকে চিনতে পারা এবং বাবাকে পেয়ে যাওয়া কোটির মধ্যে কয়েকজন আত্মার মধ্যে আমি এক আত্মা। এই খুশীতে যদি থাকো তবে তোমার চেহারা চলন্ত সেবাকেন্দ্রে হয়ে যাবে। তোমার প্রফুল্লিত আনন-এর থেকে সবাই বাবার পরিচয় পেতে থাকবে। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে এই রকমই যোগ্য মনে করেন। সুতরাং চলতে ফিরতে, খাওয়া দাওয়া করার সময়ও তোমার আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা বাবার পরিচয় দেওয়ার সেবা করতে পারলে সহজেই নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হয়ে যাবে।

স্নোগান:- যে অঙ্গদের মতো সদা অচল অটল একরস থাকে, মায়া রূপী শত্রু তাকে নড়াতেই পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধি খুশীতে সর্বদা ভরপুর হওয়া উচিত কেননা তোমরা এখন বাবার সমান মাস্টার নলেজফুল হয়েছো”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য কিসের আধারে সমৃদ্ধশালী (মালামাল) হচ্ছে?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে তোমরা ডায়রেক্ট বাবাকে নিজের সবকিছু দিয়ে থাকো। সবকিছু বাবাকে দিয়ে তার রিটার্নে তোমরা ২১ জন্মের জন্য মালামাল হয়ে যাও। বাবা বলছেন এইসময় তোমাদের কাছে যেসব খারাপ জিনিস আছে, সেইসব আমাকে দিয়ে দাও, মৃত্যুর আগে নিজের সবকিছু ট্রান্সফার করে দাও তো ভবিষ্যতে তার রিটার্ন পেয়ে যাবে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । শালগ্রামদের প্রতি শিব ভগবানুবাচ। আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখানে আমাদেরকে আত্মা মনে করে বসতে হবে, নাকি শরীর। সমগ্র দুনিয়াতে এমনও একজন মানুষ নেই যে এটা বুঝবে যে আত্মা কি জিনিস! আত্মাকেই জানে না তো পরমাত্মাকে কি করে বুঝবে? বাবার দ্বারাই আত্মার বিষয়ে বোধ আসে। আত্মা আর পরমাত্মাকে না জানার কারণে মানুষ এত দুঃখী হয়ে গেছে। এখন বাচ্চারা তোমরা এটা জেনে গেছো যে এই ড্রামার অথবা কল্পবৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। এটা তো বুঝতে পারো যে জাগতিক উদ্ভিদের বীজ যদি চৈতন্য হত, তাহলে বলতো যে আমার থেকে অর্থাৎ বীজের থেকে বৃক্ষ এই ভাবে জন্ম নিয়েছে। এখন সেটা তো হল জড় আর এটা হলো চৈতন্য রূপে একটাই মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। বাচ্চারা এখন তোমাদের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। যেরকম বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান থাকে। এই বাবা হলেন চৈতন্য বীজরূপ, গাইতেও থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সৎ-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ। নিরাকারের মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁর মহিমা সবার থেকে একদমই আলাদা। সাধারণ মানুষ তো কিছুই জানেনা। যদিও দেবতাদের এই উত্তরাধিকার এখন থেকেই প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেখানে তাদের এই জ্ঞান স্মরণে থাকে না। আশ্চর্যের কথা তাই না। এখানে এখন তোমাদের সমগ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। বুদ্ধিতে নলেজ আছে - এই সৃষ্টিক্রম কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বাবা এসে নতুন রাজধানী স্থাপন করছেন। তোমরা হলে ড্রামার অ্যাক্টর্স। কেবল তোমাদের মধ্যেই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত, রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান আছে, এছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। না শূদ্র বর্ণের কাছে এই জ্ঞান আছে আর না দেবতা বর্ণের কাছে এই জ্ঞান আছে। কেউ শুনলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ বলে যে এই পার্বন ইত্যাদি যা কিছু পালিত হয়, তা পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন সত্যযুগে তো এসব হয় না। পার্বন সম্বন্ধে কেউ কিছু জানবে না। এখন তো বলে যে দশহরা, দীপাবলী ইত্যাদি পর্ব আসছে। সেখানে তো এসব কিছুই স্মরণে থাকে না। একদম নিশ্চিত হয়ে রাজ্য করতে থাকে।

এখন এখানে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তোমরা হলে অ্যাক্টর্স। এই ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টর্স, ডিউরেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছো। এই জ্ঞান যার বুদ্ধিতে থাকবে, সে অপার খুশীতে থাকবে। গড় ফাদারকেই নলেজফুল জ্ঞান সাগর বলা হয়। কোন্ নলেজ আছে? তোমরা ছাড়া এটা আর কেউ বুঝতে পারবে না। গড়কেই নলেজফুল, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি বলা হয়। তাহলে নলেজ কার? সকল বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। সেটা হলই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র, কেবল পূজা করতে থাকে। এছাড়া রচয়িতা আর রচনার নলেজ কিছুই নেই। তাই তো ঋষি-মুনি প্রমুখ বলে যে আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না। বোঝাচ্ছেন এক বাবা-ই। তাহলে তারা আর কোথা থেকে জানবে? এখন তোমরা বাবার থেকে শুনছো পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না। তোমাদের কত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের কতোইনা খুশী হওয়া উচিত ! সাধারণ মানুষ ডাক্তারী ইত্যাদি পড়ার জন্য বা শেখার জন্য বিদেশে যায়। তোমাদেরকে তো এখানে এমনভাবে তৈরী করছেন যে সেখানে এই ডাক্তার ইত্যাদি থাকবেই না। অসীম জগতের বাবা, যিনি হলেন নলেজফুল, তাঁর দ্বারা আমরা সবকিছু জেনে যাই। আমরা হলাম তাঁর সন্তান। তাই এই জ্ঞানের দ্বারা মগজ (বুদ্ধি) কতোই না ভরপুর থাকা উচিত । কতো খুশী হওয়া উচিত। এমন কোনো জিনিস নেই, যেটা আমরা জানি না। লৌকিক দুনিয়ায় মানুষ কতো কি পড়ে, সেসব তো কিছুই নয়। ভক্তি মার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি কতো পড়তে থাকে! কিন্তু এটা তো কিছুই জানে না যে এই

সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? বাচ্চারা তোমরা এখন মাস্টার নলেজফুল হচ্ছ। সংক্ষিপ্ত আকারে তো সবকিছু জেনে গেছো। বাকি কেবল আত্মা, যেটা তমোপ্রধান আছে, সেটাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। কেউ কেউ আছে যারা তমোপ্রধান থেকে তমঃ হয়েছে, কেউ আবার তমঃ থেকে রজঃ হয়েছে, আবার কেউ রজঃ থেকে সতঃ হয়ে গেছে। সতোপ্রধান বলা হবে না। সতোপ্রধান যখন হয়ে যাবে তখন নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে, তারপর তো নতুন দুনিয়া চাই রাজ্য করার জন্য, এইজন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। যখন এই যন্ত্র সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সমগ্র দুনিয়ার আত্মা হবে। এই পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে পুনরায় নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। যেরকম সেখানে পরীক্ষায় পাশ করে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যায়, তোমরাও মৃত্যুলোক থেকে ট্রান্সফার হয়ে অমরলোকে চলে যাবে। আমরা অমরলোকে ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে নিতে মৃত্যুলোকে এসে গেছি। তোমরা বলবে যে আমরা এখন পড়াশোনা করছি, পুনরায় অমরলোকে গিয়ে দেবী-দেবতা হব। বাবা-ই মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। পতিতদেরকে পাবন দেবী-দেবতা কে বানাবেন? দেবতা তো এখানে কোথাও নেই, যে নিজের মতো দেবী-দেবতা বানাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো চাই, তাই না। তারা তো এখানে নেই। বাচ্চারা তোমরা জানো যে এইসময় বাবা-ই এসে পড়াচ্ছেন। স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করছেন। স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তাই না। এনাদের এই রাজ্য কে স্থাপন করেছেন? হেভেনলি গড ফাদার-ই প্যারাডাইজ সত্যযুগ স্থাপন করেছিলেন, যেখানে দেবী-দেবতারাজ্য করতো। সেখানে দ্বিতীয় কোনো থণ্ড ছিলোনা। এক ভারত ছিল। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - আমরা যখন রাজ্য করবো তখন অন্য কেউ থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র কল্পবৃক্ষের জ্ঞান আছে, এই বৃক্ষের বীজ উপরে আছে। তিনি হলেন সৎ, চৈতন্য স্বরূপ। আত্মাও হল ইম্প্যারিশবেল্ (অবিনাশী)। বাবাও হলেন ইম্প্যারিশবেল্ (অবিনাশী)। বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে সেটা তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন। সমগ্র বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, বাবা উপরে আছেন। এইসময় সকল মানুষ হল তমোপ্রধান কাঁটা। বৃক্ষ পুরানো হলে যেরকম শুকিয়ে যায় এইজন্য একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। সেখানে হবে ফুলের বাগান। বাগানের মালীও আছেন, কাকে মাঝি, কাকে বাগানের পরিচারক, কাকে মালী বলে। বাবা হলেন নৌকার মাঝি। তোমরাও নৌকা চালানো শিখছে। প্রত্যেকেরই নৌকা অনেক পুরানো হয়ে গেছে। নৌকা আত্মা আর শরীর দুইএরই তৈরী আছে। গাইতেও থাকে - আমার নৌকা পারে নিয়ে চলো। এখন নৌকাও পুরানো তো শরীরও পুরানো। এখন পার কি করে হবে, আর কোথায় যাবে? তোমরা জানো যে পার কাকে বলা হয়, মুক্তিধাম, জীবন্মুক্তি ধাম কি জিনিস! অবশ্যই বাবা এখন ওপারে নিয়ে যাচ্ছেন, দুঃখধাম থেকে সুখধাম অথবা বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা কেবল গাইতে থাকে আমার নৌকা পারে নিয়ে চলো, বাগানের মালি এসো, কাঁটারদেরকে ফুল বানাও। তোমরাও প্রথমে জানতে না। এখন মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত সব রহস্য তোমরা জেনে গেছো। যে জানে সে-ই শোনায়ে। অন্তরে জ্ঞানের চিন্তন চললে সর্বদাই খুশীতে থাকবে। চিন্তার কোনও কথাই নেই, সবারকমের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও।

তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, এখন আমরা বাবার মতো তৈরী হচ্ছি। বাচ্চারা বাবার সমান হয়, তাই না। বাবা হলেন নলেজফুল, তোমাদেরকেও নলেজফুল বানিয়েছেন। আত্মাদের কানেকশন আছেই পরমাত্মা বাবার সাথে। আত্মা বলে যে বাবার মধ্যে যে নলেজ আছে, সেটাই বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে প্রদান করছেন। তোমরা হলে আত্মিক বাবার আত্মিক বাচ্চা। এটাও হল নতুন কথা, তাই না। বাবা ব্যতীত এইসব কথা আর কেউ শোনাতে পারবে না। সেই নিরাকার বাবা-ই সাকারের আধারে শোনাচ্ছেন। না হলে তো তোমরা শুনতে পেতে না। বাচ্চাদেরকে বাবা নিজের সমান বানাচ্ছেন। এই বাবা-ই হলেন দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা। তাঁর যাকিছু মহিমা আছে, সেসব হল তোমাদেরও, কোনও পার্থক্য নেই। এছাড়া আর কি পার্থক্য থাকতে পারে? আমি জন্ম-মরণে আসিনা, তোমরা জন্ম-মরণে আসো। আমাকে জ্ঞান সাগর বলা হয় তাই আমি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করছি। আমি হলাম সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, শান্তির সাগর, তো তোমাদেরকেও এর উত্তরাধিকার প্রদান করছি।

তোমরা জানো যে এই সমগ্র চক্র পুনরায় ৫ হাজার বছর পর পুনরাবৃত্তি হবে। এই নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম্ (উপার্জনের উৎস)। যত বেশী পড়াশোনা করবে, ততই নলেজ থেকে ইনকাম হতে থাকবে। এটা যেমন নলেজও তেমনই ধান্দাও। মহাজনরা সাড়া খেলে বা সুদের কারবার করে, আর তোমরা কি দাও? নোংরা-আবর্জনা। মৃত্যুর পর শ্মশানের ডোমকে (করণীঘোর) শবদেহের ব্যবহৃত নোংরা বস্তুই প্রদান করে। আর তোমাদেরকে তো জীবিত অবস্থাতেই তা দিতে হবে। ঈশ্বরার্থ প্রদান করে। এবার বলো ঈশ্বরকে কেউ পুরানো খাটিয়া ইত্যাদি দেবে? বাবা বলছেন তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই সব দিয়ে দাও। এইসব পুরানো জিনিস তোমাদের কোনও কাজে আসবে না। যদি কেউ অনেক ধনবান হয়ও কিন্তু কতদিনের জন্য হবে? এক জন্মের জন্য, পুনরায় কর্ম অনুসারে জানিনা কোথায় গিয়ে জন্ম নেবে। তোমরা তো পুরুষার্থ

অনুসারে বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য গ্রহণ করছে।

এটা হল আত্মিক সার্ভিস। সমগ্র দুনিয়া শরীরের দ্বারা কৃত সার্ভিসকেই জানে। আত্মিকতাকে কেউ জানেই না। সুপ্রীম আত্মাই এসে নলেজ প্রদান করেন। এই সুপ্রীম আত্মার জন্মদিনও পালন করে। তাঁকেই সুখের সাগর, শান্তির সাগর, দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা বলা হয়। তাঁর নাম হল শিব তাই না। জয়ন্তীও পালন করে। কিন্তু বুদ্ধিতে কিছু নেই। বাবা-ই এইসব রহস্য শোনাচ্ছেন। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর শোনাবেন। এই জ্ঞান সত্যযুগে থাকবে না কেননা সেখানে সকলেই হল সতোপ্রধান। জ্ঞানের দ্বারাই তার সতোপ্রধান হয়। এটা হল নতুন কথা, তাই না। যারা মন্দির নির্মাণ করে তারাও এটা জানে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির আমরা কেন তৈরী করছি? তাদেরকে এই রাজ্য কে দিয়েছেন? তারা কিভাবে এই পদ পেয়েছেন? বলা হয় যে কর্মের ফল। এখন বাবা বসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতির রহস্য বোঝাচ্ছেন। তারাও এই জ্ঞান শুনেছেন নিশ্চই। এ হলই ভগবানবাচ - গীতার দ্বারাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। সেখানে অনেক অল্প মানুষ থাকে। তাহলে এই পুরানো সৃষ্টি কোথায় যায়? অবশ্যই বিনাশ হয়ে যায়। মহাভারতের যুদ্ধও গাওয়া হয়ে থাকে। গিরিধর কবিরাজ বলে থাকে। এখন গিরিধর তো বলা হয় শ্রীকৃষ্ণকে। কবি কে? শিববাবাকে কবি বলা হয়। কবি অর্থাৎ বক্তা।

তোমরা জানো যে বিপর্যয় ইত্যাদি অনেক আসবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য কতো কি না তৈরী করছে। এটা হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ, যখন ভগবান এসে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেন। ভগবান যজ্ঞ কেন রচনা করেন? যজ্ঞ রচনা করাই হয় সুখ-শান্তির জন্য। বাবা হলেন সকলের দুঃখহর্তা, সুখ কর্তা। তো এই জ্ঞান যজ্ঞে সমগ্র পুরানো সৃষ্টি স্বাধা হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম যজ্ঞের সার্ভেন্ট। আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম ব্রহ্মার সত্যিকারের মুখ বংশাবলী, তো বাবা যাকিছু মুখ থেকে বলেন সেসব মানতে হবে। শ্রী শ্রী শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারাই আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে, রুদ্রের মালা দানা হবো। গ্রুপ বানাতে থাকে - বাসবানী গ্রুপ, কৃপালানী গ্রুপ...। তো উপরে হলেন শিববাবা, তাঁর হল নিরাকারী গ্রুপ। নিরাকারী গ্রুপ থেকে আবার সাকারী গ্রুপ হয়। প্রথম নম্বরে হল প্রজাপিতা। তো সেটা হল শারীরিক, আর এটা হল আত্মিক। আত্মিক বাবা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত করেন। তাঁকে আহ্বান করে বলে যে হে পতিত-পাবন এসো। পুরানো পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাতে এসো। নতুন করে তৈরী করেন না। প্রলয় হয় না। তো এই ওয়ার্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। ৮৪ র চক্র পুনরায় শুরু হয়। অসীম জগতের বাবার দ্বারা অসীমের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবাকে সবাই স্মরণ করে - হে ভগবান, বলে থাকে। হে ঈশ্বর, হে প্রভু বললে কোনও চিত্র স্মরণে আসেনা। নিরাকার স্মরণে আসে। বলেও থাকেন যে - ভগবানকে স্মরণ করো। তিনি হলেন ফাদার, তাই না। আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। আত্মাদের জন্যই বলা হয় সবাই হল ব্রাদার্স। সবাই আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা, হে লিবারেটর (মুক্তিদাতা) এসো, আমাদেরকে গাইড করো। নিজেদের বাড়ি ভুলে গেছি। স্মরণে আছে কিন্তু আমরা যেতে পারি না। যোগ লাগানো অর্থাৎ আগুনে ঘি দেওয়া। আত্মা হল অবিনাশী তাই না। তো আত্মার জ্যোতি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় না। তাই এখন যোগবলের ঘৃত প্রদান করতে হবে। তাহলে সদাকালের জন্য দীপমালা, আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে। দীপমালা অর্থাৎ প্রতি ঘরে আলোর সম্ভার। তো দীপমালা কোথায় হবে? সত্যযুগে। এখানে নয়। এইসব রহস্য তোমরাই বুঝতে পারো, তোমাদের মধ্যে অন্ধশ্রদ্ধা নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) চিন্তা মুক্ত হওয়ার জন্য বাবার সমান নলেজফুল হতে হবে। বুদ্ধিতে সদা জ্ঞানের চিন্তন করতে হবে।

২) আত্মিক সেবা করে নিজের প্রালব্ধ বানাতে হবে। পুরানো সবকিছু ট্রান্সফার করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- সকলের প্রতি শুভ কল্যাণের ভাবনা রেখে পরিবর্তনকারী অসীম জগতের সেবাধারী ভব বেশীরভাগ বাচ্চারা বাপদাদার সামনে নিজের এই আশা রাখে যে আমার অমুক সম্বন্ধী পরিবর্তন হয়ে যাবে। ঘরের অন্যান্য সদস্যরা সাথী হয়ে যায়, কিন্তু কেবল সেই আত্মাদেরকে নিজের মনে করে এই আশা রাখলে লৌকিকতার কারণে তোমাদের শুভ কল্যাণের ভাবনা সেই আত্মাদের কাছে পৌঁছায় না। অসীম জগতের সেবাধারী সকলের প্রতি আত্মিক ভাব বা অসীম জগতের আত্মিক দৃষ্টি, ভাই-ভাই এর সম্বন্ধের

বৃত্তির দ্বারা শুভ ভাবনা রাখে তো তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় - এটাই হলো মন্সা সেবার যথার্থ বিধি।
স্লোগান:- জ্ঞান রূপী বাণগুলিকে বুদ্ধি রূপী তুণীয়ে (বা তরকসে) ভরে মায়াকে চ্যালেঞ্জকারীই হল মহাবীর যোদ্ধা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;